উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 16 December 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 207 JAL

তরুণ আয়ুর্বেদিক প্রডাক্টস্
হাই পাওয়ার
স্ক্যাবিগন®
দাদ, হাজা, চুলকানি, গোড়ালি ফাটার মলম
Wanted Dealers & Distributors
For Trade Enquiry: 9438045440
সব ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়

কাজে লাগল না বুমরাহর ৫ উইকেট

এগারোর পাতায়

জাকিরের অসুস্থতা নিয়ে বিভ্রান্তি

সান ফ্রান্সিসকো, ১৫ ডিসেম্বর : তবলা তাঁর হাতে কথা বলে। কবিতা হয়ে ওঠে। তাঁর বাবা আল্লারাখার মতোই জাকির হুসেনও এক প্রতিষ্ঠান। যাঁর তবলা শুনে বিজ্ঞাপনের ক্যাচলাইনই হয়ে ওঠে অমর- ওয়াহ, ওস্তাদ ওয়াহ।

সেই ওস্তাদের মৃত্যুসংবাদকে কেন্দ্র করে রবিবার রাতে তোলপাড় হল ভারত। ভালো করে খোঁজ না নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত খবর ছড়ানোর প্রবণতা কী বিপজ্জনক, তা বোঝা গেল জাকিরের ভুয়ো মৃত্যুসংবাদকে কেন্দ্র করে।

রবিবার রাত দশটা নাগাদ খবর আসে, জাকির প্রয়াত হলেন আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোর এক হাসপাতালে। কথা ছিল, এই সময় তিনি অনুষ্ঠান করতে আসবেন কলকাতায়। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তা আর হয়নি। রবিবার সন্ধ্যায় তাঁর পরিবারের তরফে জাকিরের জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয় অনুরাগীদের। তখনই আসলে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছে। বলা হয়, শেষপর্যন্ত ভারতীয় সময় রাত দশটা নাগাদ তাঁর যুদ্ধ শেষ হল।

কেন্দ্রের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ জাকিরের মৃত্যুসংবাদ সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়ে দেয়। সরকারি চ্যানেলও জানিয়ে দেয়।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নেতারা, অনেক মুখ্যমন্ত্রী জাকিরের মৃত্যুসংবাদের প্রেক্ষাপটে এক্স হ্যান্ডেলে বক্তব্য রাখতে শুরু করেন। বিভিন্ন ওয়েবসাইট এবং টিভি চ্যানেলে জাকিরের মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। সংগীত জগতের অনেকে শোকপ্রকাশ করেন।

বারো বছর আগে এই ডিসেম্বরেই, সান ফ্রান্সিসকোর অদূরে সান ডিয়েগোতে প্রয়াত হয়েছিলেন সেতারবাদক রবিশংকর। পনেরো বছর আগে, ক্যালিফোর্নিয়াতেই সান আনসেলমোতে প্রয়াত হন সরোদিয়া আলি আকবর খান। জাকিরের সঙ্গে রবিশংকর ও আলি আকবরের অজস্র যুগলবন্দি রয়েছে। এই তিনজন একদিক থেকে সমার্থক হয়ে উঠেছিলেন। মনে করা হচ্ছিল, মৃত্যুতেও তাঁরা যেন এক হয়ে গেলেন ক্যালিফোর্নিয়ার মাটিতে।

রাত আর একটু বাড়লে চূড়ান্ত বিভ্রান্তি শুরু হয়। রাত এগারোটা নাগাদ এক্স হ্যান্ডেলে একজন লেখেন, 'আমি জাকির হুসেনের ভাইপো। আমার কাকা মারা যাননি। আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন। দয়া করে ভুল খবর ছড়াবেন না। ওঁর জন্য প্রার্থনা করুন আপনারা।' তারপরেই পুরো পালটে গেল পরিস্থিতি। সরকারি চ্যানেলে বলা হয়- পরিবার, হাসপাতাল বা সান ফ্রান্সিসকোর কনসুলেট সবাই বলেছে, জাকির বেঁচে আছেন। তিনি গুরুতর অসুস্থ। তবে মারা যাননি। রবিবার সন্ধ্যায় জাকিরের বন্ধু ও বংশীবাদক রাকেশ চৌরাসিয়া প্রথমে জানিয়েছিলেন, জাকিরকে আইসিইউয়ে রাখা হয়েছে। হৃদরোগজনিত সমস্যার কারণে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বন্ধুর অসুস্থতার খবর নিশ্চিত করেন চৌরাসিয়া। পরে মৃত্যুসংবাদ লেখা শুরু হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। রাতের দিকে অনেকেই পোস্ট তুলে নেন।

শুভেন্দুর গড়ে গোহারা পদ্ম

শুভেন্দু অধিকারীর জেলার একের পর এক সমবায় ব্যাংকের নির্বাচনে গোহারা হারছে বিজেপি। এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে খাস কাঁথি সমবায় ব্যাংকের ভোটেও বিপুল ভোটে জিতল তৃণমূল। তৃণমূলের এই সাফল্য নিয়ে চর্চা বিজেপিতে।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

বার্তা হাসিনার

বিজয় দিবসের আগে ইউনূসের সরকারকে বিঁধে হাসিনা বলেছেন, 'দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশবিরোধী গোষ্ঠী অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। ফ্যাসিস্ট ইউনূসের নেতৃত্বে অগণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর জনতার প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

কাল আবাসের টাকা

আবাস যোজনার টাকা পাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য-কেন্দ্র টানাপোড়েন চলছিল। অবশেষে রাজ্য সরকার এই রাজ্যের ১২ লক্ষেরও বেশি উপভোক্তার হাতে আবাস যোজনার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

ভুয়ো নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার কাণ্ডে চার্জশিট

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : ভুয়ো নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার কাণ্ডে পুলিশ জলপাইগুড়ি আদালতে চার্জশিট জমা দিল। শান্তনু শর্মা, তাঁর স্ত্রী অনুস্মিতা শর্মা সহ মোট তিন অভিযুক্তর নাম চার্জশিটে রয়েছে। ঘটনার মূল অভিযুক্ত শান্তনুকে গ্রেপ্তারের এক বছরের মাথায় পুলিশ এই চার্জশিট জমা দিল। প্রতারণা, শারীরিক নিগ্রহ, সংগঠিত অপরাধ সহ মোট সাতটি ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার সর্বোচ্চ সাজা সাত বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড। মূল অভিযুক্তর প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রতারিতরা যাতে তাঁদের টাকা ফেরত পান চার্জশিটে আদালতের কাছে পুলিশ সেই আবেদন রেখেছে। কোতোয়ালি থানার আইসি সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'ভুয়ো নার্সিং ট্রেনিং মামলায় চার্জশিট জমা পড়েছে। পুলিশের তরফে তদন্তে যা উঠে এসেছে তার সবটাই চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে।'

শান্তনু দীর্ঘদিন ধরে পান্ডাপাড়া এলাকায় ভুয়ো নার্সিং ট্রেনিংয়ের ব্যবসা করে এলেও ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ বিষয়টি জানাজানি হয়। যখন ওই নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা চাকরির জন্য আবেদন জানান, ওই সেন্টারের শংসাপত্র ভুয়ো বলে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়। ওই নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারের কোনও সরকারি অনুমোদন নেই বলে জানানো হয়।

এরপরই বিষয়টি নিয়ে গোটা শহরে ব্যাপক হইচই শুরু হয়। বিষয়টি স্বাস্থ্য দপ্তরের নজরে আসতেই স্বাস্থ্যকর্তা নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারটি সিল করে দেন। শান্তনুর ভুয়ো নার্সিং ট্রেনিং সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রতারিত হওয়া ছাত্রীরা আইনের দ্বারস্থ হন। লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে ভুয়ো সার্টিফিকেট দেওয়ার অভিযোগ কোতোয়ালি থানায় জমা পড়ে। এরপরই সস্ত্রীক শান্তনু গা-ঢাকা দেন।

অন্যদিকে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ শান্তনুর শহরের দর্জিপাড়ার একটি ফ্ল্যাট, গ্যারাজ এবং একটি ফাঁকা দোকানঘর বাজেয়াপ্ত করে। দীর্ঘদিন ফেরার থাকার পর ২০২৩ সালের ১৩ ডিসেম্বর শান্তনু জলপাইগুড়ি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। প্রথমে কয়েকদিন পুলিশ হেপাজতে থাকার পর আদালত শান্তনুকে বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেয়। এরপর শান্তনু হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ হয়। পরবর্তীতে শান্তনুর স্ত্রী অনুস্মিতাকেও পুলিশ একই অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। তদন্তে নেমে পুলিশ মহম্মদ বক্কর নামে একজনের কথা জানতে পারে। যিনি শান্তনুর সেন্টারের কর্মী ছিলেন। পুলিশ তাঁকেও পরবর্তীতে গ্রেপ্তার করে। দীর্ঘদিন বিচারবিভাগীয় হেপাজতে থাকার পর তিন অভিযুক্ত জামিনে ছাড়া পান। খুব সম্প্রতি এই তিনজনের নামেই মামলার তদন্তকারী অফিসার চার্জশিট পেশ করেন। শান্তনু ভুয়ো নার্সিং সার্টিফিকেট দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে প্রতারণা করেছেন বলে তাতে উল্লেখ রয়েছে। পুলিশ তাঁর প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার স্থায়ী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে বলে চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে। দ্রুত বিষয়টির কিনারা হলে তাঁদের সুবিধা হবে বলে প্রতারিতরা মনে করছেন।

একদা ছিল ঝরনা, আজ বরফের চাঁই। জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লায় শীতে জমে যাওয়া ঝরনা দেখতে পর্যটকদের ভিড়। রবিবার। -পিটিআই

মরশুমের চা উৎপাদনে ঘাটতি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ ডিসেম্বর : এ যেন জিতেও হেরে যাওয়া। শেষের দিকে জোরকদমে দৌড়েও ডুয়ার্সের চা বাগান শুরুর ঘাটতি আর পূরণ করতে পারল না। চা গবেষণা সংস্থার (টিআরএ) উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের সদ্য প্রকাশিত বুলেটিন এমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে। ওই তথ্য মোট ৭৬টি চা বাগানের ওপর নির্ভর করে। তাতে দেখা যাচ্ছে, নভেম্বর মাসের উৎপাদন গতবারের নভেম্বরের তুলনায় প্রায় ১২ শতাংশ বেড়েছে। তবে গোটা মরশুমের উৎপাদন পাঁচ শতাংশ কমেছে। উল্লেখ্য, এবারের চা মরশুম গত ৩০ নভেম্বর শেষ হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডুয়ার্সের ১৭৬টি চা বাগানের সবক'টির হিসেব ধরলেও ওই ঘাটতি কমবেশি একই থাকবে। টি বোর্ডের পক্ষ থেকে আর দিন কয়েকের মধ্যে সামগ্রিক যে বুলেটিন প্রকাশিত হবে তাতে গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, ডিসেম্বর মাসের অন্তত প্রথম ১৫ দিন পর্যন্তও যদি টি বোর্ড উৎপাদন চালু রাখার অনুমতি দিত তবে গোটা মরশুমের ঘাটতি পূরণ করে নেওয়া সম্ভব হত। টিআরএ'র উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার ডঃ শ্যাম ভার্গিস বলেন, 'এবার অক্টোবরের শেষে কিছু বৃষ্টিপাত হয়েছিল। সেই সুফল নভেম্বরের উৎপাদনে মিলেছে। তবে সার্বিক ঘাটতি রয়েই যাচ্ছে।'

উৎপাদন বন্ধ। চা বাগানের শীতকালীন পরিচর্যার অঙ্গ হিসেবে কৃত্রিম জলসেচ দেওয়া হচ্ছে। নাগরাকাটার কাঁঠালধুরা চা বাগানে।

টিআরএ'র বুলেটিন অনুযায়ী, নভেম্বর মাসে উৎপাদনের দিক থেকে নাগরাকাটা এলাকার চা বাগানগুলি সবচেয়ে এগিয়ে আছে। পাঁচটি বাগানের তথ্য বলছে, বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৫ শতাংশ। এরপরেই চালসা এলাকা রয়েছে। সেখানকার নয়টি বাগানের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৮.৩ শতাংশ অতিরিক্ত উৎপাদন হয়েছে। কালচিনি এলাকার ১১টি বাগানকে ধরে উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ২১.৬ শতাংশ। ডামডিম এলাকায় (২১টি বাগান) ১১.১ শতাংশ উৎপাদন বেড়েছে। দলগাঁও এলাকায় (৬টি বাগান) বৃদ্ধির হার ৭.৯ শতাংশ। বিন্নাগুড়ি এলাকায় (১৭টি বাগান) ২.৫ শতাংশ উৎপাদন বেড়েছে। তবে জয়ন্তী এলাকার ৭টি বাগান মিলে এবারের নভেম্বরে গতবারের তুলনায় উৎপাদন ১৮.৭ শতাংশ কমেছে। ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত গোটা মরশুম ধরলে দলগাঁও এলাকা (১৫.৩ শতাংশ) সবথেকে ক্ষতির শিকার।

দুশ্চিন্তা

- নভেম্বর মাসের উৎপাদন গতবারের নভেম্বরের তুলনায় প্রায় ১২ শতাংশ বেড়েছে
- তবে গোটা মরশুমের উৎপাদন পাঁচ শতাংশ কমেছে
- ডুয়ার্সের ১৭৬টি চা বাগানের সবক'টির হিসেব ধরলেও ওই ঘাটতি কমবেশি একই
- ডিসেম্বরের প্রথম ১৫ দিন পর্যন্তও উৎপাদন চালু রাখার অনুমতি মিললে অন্য হিসেব হত বলে দাবি

চা বণিকসভা আইটিপিএ'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'টিআরএ'র সদস্য নন এমন কিছু বাগানের উৎপাদনের তথ্যও আমাদের কাছে রয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগই এবারের মরশুম ঘাটতিতেই শেষ করেছে। এর মূল কারণ আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা।' জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, ডিসেম্বর মাসের অন্তত প্রথম ১৫ দিন পর্যন্তও যদি টি বোর্ড উৎপাদন চালু রাখার অনুমতি দিত তবে গোটা মরশুমের ঘাটতিও পূরণ করে নেওয়া সম্ভব হত বলে আমাদের অনুমান। ক্ষুদ্র চা চাষিদের বাগানগুলিতে এখনও যথেষ্ট ভালো মানের কাঁচা পাতা রয়েছে। আশা করছি আগামী বছর থেকে টি বোর্ড সমস্ত কিছু বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবে।' আরেকটি চা বণিকসভা টিপা'র চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসাল বললেন, 'চা শিল্প এবার শুরু থেকেই সংকটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। তা থেকে আর কিছুতেই বের হওয়া সম্ভব হয়নি। আগেভাগেই উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টি আরও ক্ষতির মুখে ঠেলে দিয়েছে।'

গীতা পাঠের মঞ্চে রাজনীতি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : গীতা পাঠে বাংলাদেশের কেউ কেউ অংশ নেবেন, আগেই ঘোষণা ছিল। কিন্তু গীতা পাঠের মঞ্চে একসঙ্গে উচ্চারিত হল বাংলাদেশ ও তৃণমূল বিরোধিতা। আরও স্পষ্ট করে বললে মুসলিম বিরোধিতার সুর উচ্চগ্রামে তোলা হল। একই কারণে ওই মঞ্চে তুলোধোনা করা হল রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে।

ধর্মের পাশাপাশি রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা স্পষ্ট হয়ে গেল ওই কর্মসূচিতে। গীতা পাঠের আয়োজন করেছিল সনাতন সংস্কৃতি সংসদ। কর্মসূচিটির আনুষ্ঠানিক নাম ছিল 'লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ।' আগে একবার এ রকম কর্মসূচি হয়েছিল কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। রবিবারের গীতা পাঠ একইসঙ্গে হয় শিলিগুড়ির অদূরে কাওয়াখালিতে ও উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয়। দুটি স্থানের কাছেই বাংলাদেশ সীমান্ত।

ধর্মীয় নেতাদের পাশাপাশি বিজেপি নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল ওই অনুষ্ঠানে। কাওয়াখালিতে ছিলেন খোদ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, দলের আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা দিলীপ ঘোষ ছাড়াও দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, শিলিগুড়ি মহকুমার দুই বিধায়ক শংকর ঘোষ ও আনন্দময় বর্মন। এসেছিলেন ব্যারাকপুরের অর্জুন সিংও। তাঁরা অবশ্য মঞ্চে ওঠেননি।

একসুরে বাংলাদেশ, তৃণমূল বিরোধিতা

নীচে বসেই তাঁরা সংবাদমাধ্যমের কাছে তৃণমূল বিরোধিতার সুর চড়া করেছেন। দিলীপ ক'দিন ধরে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্য করছিলেন। তাঁর সেই বেঁধে দেওয়া সুরই শোনা গেল রবিবারের কর্মসূচিতে। সংখ্যালঘুরা একসময় সংখ্যাগুরু হয়ে উঠবে বলে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে নিশানা করেন ধর্মীয় নেতারা।

মঞ্চে বসে যার সূচনা করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘ বেলডাঙ্গার সভাপতি স্বামী প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ যিনি কার্তিক মহারাজ নামে পরিচিত। যাঁকে নিয়ে গত লোকসভা নির্বাচনের সময় বিতর্ক কম হয়নি। কার্তিক মহারাজ বলেন, 'কলকাতার মেয়র শরিয়ত আইন কায়েম করার কথা বলছেন। একবারও বললেন না মুসলিমরা শিক্ষিত হয়ে দেশে প্রথম স্থান অধিকার করবে। সংবিধানের শপথ নিয়ে মন্ত্রী হয়ে ফিরহাদ হাকিমের মতো মানুষ সংখ্যাগুরু হওয়ার যে ডাক দিচ্ছেন, তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শোনা উচিত।'

আবার মঞ্চের নীচে সামনের সারিতে বসে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, 'রাজ্যের গ্রামগঞ্জে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের আড্ডা জমছে। ছোট ছোট পাকিস্তান, বাংলাদেশ তৈরি হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

খোঁজখুঁজি

বৃন্দা আর সিবিআই কী লুকোচ্ছেন

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের হত্যার পর তদানীন্তন সুপার সন্দীপ ঘোষ এবং স্থানীয় থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। এঁদের প্রতি আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের তীব্র আক্রোশ লক্ষ করা গিয়েছে। খুন-ধর্ষণের ঘটনার প্রমাণ লোপাটের মামলায় জামিন পেয়ে গিয়েছেন দুজনে। কারণ নব্বই দিন পার হয়ে গেলেও সিবিআই এঁদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করতে পারেনি।

এর ঠিক দু'দিন আগেই নিহত ডাক্তারের পরিবারের কৌঁসুলি বৃন্দা গ্রোভার এই মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। কেন বৃন্দা নিজেকে এই মামলা থেকে সরিয়ে নিলেন সে বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণই অন্ধকারে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন ডাক্তারের পরিবার। বৃন্দা নিজে বলেছেন, 'মাঝে কিছু বিষয় এসে যাওয়ায় এবং পরিস্থিতির ফলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' সেইসঙ্গে বৃন্দা এই কথাও পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন, সিবিআই বা রাজ্য সরকার কারও তরফ থেকে তাঁকে সরে দাঁড়ানোর জন্য চাপ দেওয়া হয়নি। মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তটি একান্তই তাঁর নিজস্ব।

পরপর দু'দিনের এই দুটি ঘটনা নিতান্ত হালকাভাবে কিন্তু নেওয়া যাচ্ছে না। বরং দুটি ঘটনাকে পাশাপাশি রাখলে এটাই মনে হচ্ছে,

এরপর দশের পাতায়

কালিয়াচকের শিক্ষা বিপ্লবে অন্যতম দিক, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি নতুন পথ দেখাচ্ছে। এই বিপ্লব হয়ে উঠছে সামাজিক বিপ্লবও। আজ শেষ কিস্তি।

মিশনের হেঁশেলে সম্প্রীতির ছবি। কালিয়াচকে।

সম্প্রীতির হাত ধরে সামাজিক অভ্যুত্থান

ও আলোর পথযাত্রী

রণবীর দেব অধিকারী ও সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৫ ডিসেম্বর : আবাসিক মিশনের কর্ণধার আমিরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঢুকে পড়া গেল হস্টেলের হেঁশেলে। জনা তিনেক মহিলা বসে সবজি কাটছিলেন। সকলেরই হাত যেমন চলছে, মুখও চলছে সমান তালে। নিজেদের সাংসারিক গল্পগুজবের ফাঁকে হাসির রোলও উঠছে মাঝে মাঝে।

আলাপ করার আগেই বোঝা গেল, প্রত্যেকেই কাজ করছেন খোশমেজাজে। একজন জমি বিবি, একজন অঞ্জলি মণ্ডল ও আরেকজনের নাম অণিমা মণ্ডল। তিনজনই কালিয়াচকের বাসিন্দা। কোনও ছুঁতমার্গ নেই। সম্প্রীতির আবহে যে যাঁর কাজ করে চলেছেন। অঞ্জলি বললেন, 'এই স্কুলে কাজ করেই আমাদের সংসার চলছে। ছেলেমেয়ের পড়াশোনার ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন স্কুলের স্যররা। না হলে আমাদের মতো গরিব পরিবারের সন্তানদের ভালো স্কুলে পড়ার কথা ভাবাটাও তো বিলাসিতা।' অঞ্জলির কথাকে সমর্থন করে ফুট কাটলেন অণিমা ও জমি বিবি। বলছিলেন, এই স্কুল না থাকলে কাজের সন্ধানে তাঁদের ছুটতে হত বাইরে, এমনকি ভিনরাজ্যে।

বস্তুত, এই বেসরকারি মিশন স্কুলগুলি শিক্ষার আলো ছড়ানোর পাশাপাশি বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে বদলে ফেলেছে কালিয়াচকের আর্থসামাজিক চিত্রটাও। শুধু শিক্ষিত বেকারদের শিক্ষকতার চাকরিই নয়, অশিক্ষক কর্মী, হস্টেলের ওয়ার্ডেন, গার্ড, রাঁধুনি, গাড়িচালক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদে কাজ পেয়ে কত মানুষের যে কর্মসংস্থান হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। স্থানীয়দের পাশাপাশি কাজ জুটেছে বহু ভিনজেলার মানুষেরও।

হাতা-খুন্তি ছেড়ে কথা বলতে এগিয়ে এলেন কালাচাঁদ মণ্ডল। তাঁর বাড়ি মালদার বৈষ্ণবনগর থানার ভগবানপুরে। তিনি এখানে ১৭ বছর ধরে কুক হিসেবে কাজ করছেন।

এরপর দশের পাতায়

গুকেশের রাজপাটে প্রচুর পিছিয়ে উত্তরবঙ্গ

সোয়েব আজম

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : সম্যক ধারেয়া যখন শিলিগুড়িতে বাবুপাড়ার বাড়িতে বসে অনলাইনে পুনের কোচের কাছে কোচিং নিচ্ছেন, তখন গোটা ভারত ডোম্মারাজু গুকেশের বিশ্বজয়ের আনন্দে মজে। কিছুক্ষণ পরেই গুকেশের প্রতিটি চাল উঠে গেল সম্যকের নোটবুকে।

পনেরো বছরের সম্যক গত মাসেই ব্রাজিলে অনূর্ধ্ব-১৬ যুব বিশ্ব দাবায় ১৭ নম্বরে শেষ করেছে।

গুকেশের বিশ্বজয়ের প্রভাব কতটা পড়তে পারে উত্তরবঙ্গে? এই প্রশ্ন নিয়ে উত্তরবঙ্গের সব জেলার দাবা সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে কথা বললে, অধিকাংশের কাছে শোনা যাচ্ছে সম্যকের নাম। বাকিটা কিন্তু অন্ধকারই। জিএম নর্ম দূরে থাক, সম্যক এখনও আইএম নর্মই পাননি। কেউই পাননি।

উত্তরবঙ্গের দাবার এই চরম দুরবস্থা কেন?

দার্জিলিং জেলা দাবা সংস্থার সচিব বাবলু তালুকদারের মন্তব্য, 'কলকাতার দাবাড়ুরা অল্প বয়সেই আইএম বা জিএম-দের থেকে কোচিং পাচ্ছে। উত্তরবঙ্গের সেই সুযোগ নেই। স্থানীয় কোচের কোচিংয়ে আন্তর্জাতিক সাফল্য পাওয়া মুশকিল।' অন্য বিশ্লেষণও রয়েছে। যেমন জলপাইগুড়ি জেলা দাবা সংস্থার সচিব সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য তুলে ধরছেন সমস্যার অন্য দিক, 'দাবাড়ুরা ক্লাস নাইন-টেনে ওঠার পর বাবা-মায়েরা পড়াশোনায় অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। ওই সময় দাবা খেলা বন্ধ করে দেওয়ার কারণে ছেলেমেয়েরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে।'

উত্তরের সেরা বাজি সম্যক ধারেয়া।

সমস্যা যেখানে

- উত্তরবঙ্গে আইএম বা জিএম নর্ম কারও নেই
- স্থানীয় কোচদের কোচিংয়ে আন্তর্জাতিক সাফল্য পাওয়া মুশকিল
- প্রতিযোগিতায় নিয়মিত কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ কম
- দাবাড়ুরা ক্লাস নাইন-টেনে ওঠার পর বাবা-মায়েরা পড়াশোনায় অগ্রাধিকার দিচ্ছেন

এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের সেরা দাবাড়ু সম্যকের এলো রেটিং ২১৭৩। তার আক্ষেপ, 'উত্তরবঙ্গে সম মানের প্রতিযোগীর সংখ্যা খুব কম। তাই চেষ্টা চালাচ্ছি দক্ষিণ ভারতে গিয়ে থাকার। নিয়মিত কঠিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেললে আরও উন্নতি করতে পারব।' তার কথার সমর্থন উঠে এল কোচবিহার দাবার সচিব দীপক করের কথায়। তিনিও মানলেন, 'চার বছর আগে কোনও দাবা মিটে ৩০ জন প্রতিযোগী পাওয়া মুশকিল ছিল। এখন সেটা ১০০ পেরিয়েছে। তবে ভালো মানের দাবাড়ুর সংখ্যা কম।' আলিপুরদুয়ারের দাবার প্রধান দুলাল ঘোষও শিলিগুড়ির কর্তা বাবলুর সঙ্গে একমত, 'প্রতিভা আছে। তার বিকাশ হচ্ছে না ভালো কোচিংয়ের অভাবে।'

প্রশ্ন উঠল, অতীতে উত্তরবঙ্গের টিটি প্লেয়াররা যেমন অনেকে কলকাতায় কোচিং নিতে যেতেন, দাবায় তেমন ছবি দেখা যায় না কেন?

কোচবিহার দাবার কর্তা দীপকের উত্তর, 'কলকাতা থেকে নিয়মিত কোচদের নিয়ে আসা খরচসাপেক্ষ।' প্রতি মাসে কলকাতা থেকে আইএম বা জিএম কোচদের নিয়ে আসার পরিকল্পনা নিয়ে শিলিগুড়ির ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উদ্বোধন হয়েছিল দাবা হাব। কিন্তু দাবাড়ুদের অভিযোগ, ঘোষণা অনুযায়ী এখনও কোনও কোচ আসেননি।

এরপর দশের পাতায়

Mankind
Serving Life

কবজ এন্ড

কোষ্ঠ কাঠিন্যের দ্য এন্ড

- 100% আয়ুর্বেদিক
- 12টি অনন্য ভেষজ
- দানাদার ফর্ম
- কোন অভ্যাস তৈরী হয় না
- কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি

SMK/BENGALI/P/06-24 Visit www.kabzend.com or call 1800 103 4400 (Toll Free)

জলপাইগুড়িতে সিপিএমে নেতৃত্ব বদলের সম্ভাবনা কম

ফের সলিলকেই 'ভরসা'

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলা সিপিএমের সম্পাদক পদে বর্তমান জেলা সম্পাদক সলিল আচার্যের প্রতিই আস্থা রয়েছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি জেলা সিপিএম থেকে রাজ্য কমিটিতে একটি নতুন মুখ যাচ্ছে। জেলা থেকে গত কয়েক টার্মে রাজ্য কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন সলিল এবং চা শ্রমিক নেতা জিয়াউল আলম। জিয়াউলকে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য করা হয়েছে। এদিকে, জিয়াউল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হওয়ার সুবাদে রাজ্য কমিটির সদস্য থাকার কোনও নিয়ম নেই দলের গঠনতন্ত্রে। তাই রাজ্য কমিটিতে এবারে জলপাইগুড়ি থেকে একটি নতুন মুখ পাঠাচ্ছে জেলা সিপিএম। আর সেক্ষেত্রে উঠে আসছে চা শ্রমিক পরিবারের সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতা রামলাল মুর্মু'র নাম।

যদিও এবিষয়ে সিপিএম নেতা অধ্যাপক জিতেন দাস বলেন, 'জেলা সম্পাদক বা নতুন কমিটির বিষয়ে জেলা সম্মেলনের আগে কিছু বলা যাবে না। দলের গঠনতন্ত্র অনুসারেই সবটা হবে।'

আগামী ২১ ও ২২ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবনে সিপিএমের জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলনে নতুন করে জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হবেন। এক্ষেত্রে জেলার বর্তমান অভিজ্ঞ সম্পাদক ও পরিচিত মুখ সলিলের উপরেই আলিমুদ্দিনের আস্থা। জেলা সিপিএম নেতা-কর্মীদেরও তাঁর প্রতি যথেষ্ট আস্থা রয়েছে। দলের নিয়মানুসারে এক ব্যক্তি চার দফায় দলের জেলা সম্পাদক পদে নির্বাচিত হতে পারেন। সলিল ২০১৪ সালে জলপাইগুড়ি, ২০১৭ সালে চালসা এবং ২০২১ সালে ধূপগুড়ি সম্মেলনে জেলা সম্পাদক নির্বাচিত হন। তাই এবারেও তাঁকে সম্পাদক করার ক্ষেত্রে দলের নিয়মে সমস্যা নেই। এই সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩০০ প্রতিনিধি অংশ নেবেন। সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

> জেলা সম্পাদক বা নতুন কমিটির বিষয়ে জেলা সম্মেলনের আগে কিছু বলা যাবে না। দলের গঠনতন্ত্র অনুসারেই সবটা হবে।
>
> **অধ্যাপক জিতেন দাস,** *সিপিএম নেতা*

সম্মেলনকে ঘিরে জলপাইগুড়িজুড়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। দলের তরফে সেমিনার ও কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে প্রতিবেশী জেলার নেতারা বক্তব্য রাখছেন। কর্মীদের মধ্যে সম্মেলন ঘিরে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। সম্মেলনের বিষয়ে সিপিএমের নেতা ও কর্মীরা মুখে অবশ্য কুলুপ এঁটেছেন। সম্মেলনে দলের অভিজ্ঞ নেতাদের পরামর্শ গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞ নেতাদের পরামর্শকে পাথেয় করে সংগঠনকে পরিচালিত করার প্রস্তাব নেওয়া হবে সম্মেলনে বলে জানা গিয়েছে।

বড়দিন উপলক্ষ্যে মালবাজার স্টেশন রোডের দোকানগুলিতে নানা পসরা। রবিবার অ্যানি মিত্রের তোলা ছবি।

নিশানডোবায় যাওয়ার পথ। রবিবার। - সংবাদচিত্র

সচেতনতা প্রচার

ধূপগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : শীতের সময় পশুদের জন্যে নিরাপদ আশ্রয়স্থল ও সদ্যোজাত কুকুরছানাদের জন্যে ফুড ব্যাংক গড়তে রবিবার শহরের বিভিন্ন এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার চালান 'পথের দাবি' স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা। সন্তান প্রসবের সময় চলাকালীন দুর্ঘটনায় পথকুকুরদের মৃত্যু রুখতে তাদের জন্যে শীতকালীন সময়ে এলাকায় আবাসস্থল গড়তে নাগরিকদের অনুরোধ জানানো হয়। পথপশুদের জন্যে খাবার জোগাড়ে তহবিল সংগ্রহ করা হয়।

সংগঠনটির পক্ষে শুভেন্দু পাল বলেন, 'সদ্যোজাত কুকুরছানাগুলি শীতের সময় খুবই কষ্টে থাকে। এমনকি মারাও যায়। তাদের জন্যে সবাই যদি সহৃদয় হয়ে ওঠেন তাহলে পশুগুলোর উপকার হয়। আমরা সেই প্রচারই করলাম।'

প্রতিষ্ঠা দিবস

মালবাজার, ১৫ ডিসেম্বর : রবিবার সশস্ত্র সীমা বলের ৪৬ নম্বর বাহিনীর ১৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন হল মালবাজারে। মালবাজার শহর সংলগ্ন শালবাড়ি এলাকায় এসএসবি-র মুখ্য কার্যালয়ের প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠানটি হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে

এসএসবি

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বাহিনীর কমান্ডান্ট সন্তোষ কুমার। সেইসঙ্গে বেলুন উড়িয়ে শান্তির বার্তা দেন আধিকারিকরা।

এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি ছোটদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থা করা হয়। অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কমান্ডান্ট প্রফুল কুমার, দ্বিতীয় কমান্ড আধিকারিক ললিতকুমার শা, ডেপুটি কমান্ডান্ট সুরেশ পাতিদার, সুভাষকুমার দাস সহ অন্যরা।

পিকনিক স্পটে যাওয়ার রাস্তা বেহাল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : পিকনিক স্পট হিসাবে ডুয়ার্সবাসীর প্রিয় নিশানডোবা। ধরলা নদীর পাড়ের ওই এলাকাটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। ক্রান্তি ব্লকের নিশানডোবাকে প্রশাসন বায়োপিকনিক স্পট হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এবারেও ওই এলাকাটিকে পিকনিকের জন্য খুলে দেওয়া হবে। কিন্তু সেখানে যাতায়াতের শর্টকাট রাস্তাটির দশা খারাপ। স্থানীয়রা রাস্তাটি দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন।

ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় জানিয়েছেন, ২৫ ডিসেম্বর থেকে এখানে পিকনিক করা যাবে। পঞ্চায়েত সমিতির তরফে প্রতিবারের মতো এবারেও ওই এলাকায় শৌচাগার, পানীয় জল ও অস্থায়ী শেড বানিয়ে দেওয়া হবে। দ্রুত সমস্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলা হবে। তাঁর বক্তব্য, 'নিশানডোবায় যাওয়ার যে শর্টকাট রাস্তাটি রয়েছে তাতে একাধিক গর্ত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে রাস্তার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।'

নিশানডোবায় মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে পিকনিকের সুষ্ঠু পরিকাঠামো থাকায় গত বছর শীতের মরশুমে সেখানে ভিড় উপচে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা তপন রায় জানালেন, গতবারের মতো এবারেও নিশানডোবায় পিকনিক জমে উঠবে। তিস্তার বাঁহাতি সেচখালের পাশে একটি রাস্তা দিয়ে ওই স্পটে যাওয়া যায়। কিন্তু সেই রাস্তাটি সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি। সেখান দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করা যায় না। ফলে এবার লাটাগুড়ি হয়ে ঘুরপথে ওই পিকনিক স্পটে যেতে হবে। তিনি বলেন, 'প্রশাসনের কাছে আমাদের দাবি দ্রুত এই রাস্তা সংস্কার করা হোক। পিকনিককে কেন্দ্র করে এলাকার নাম ছড়িয়েছে। তাই সেদিকটায় নজর দেওয়া উচিত।'

ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মালতী টুডু জানালেন, যাঁরা পিকনিক করতে আসেন তাঁরা সমস্যায় পড়েন ঠিক। তবে যাঁরা নিয়মিত যাতায়াত করেন তাঁদের আরও বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বেহাল রাস্তার ধুলোয় গোটা এলাকা ভরে যায়। মালতী বলেন, 'ওই রাস্তাটি মেরামতির বিষয়ে তিস্তা সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনও রাস্তা সংস্কার শুরু হল না।' ওই রাস্তার বিষয়ে তিস্তা সেচ দপ্তরের কোনও আধিকারিক মুখ খুলতে চাননি।

চাকরির লোভ দেখিয়ে প্রতারণার শিকার

ওমানে উদ্ধার তরুণী অবশেষে ডুয়ার্সের বাড়িতে

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১৫ ডিসেম্বর : ডুয়ার্সে ফের টাকার প্রলোভন দেখিয়ে মহিলাদের বাইরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা সামনে এল। সমর্পণ নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে প্রায় দেড় বছর পর ওই মহিলা রবিবার বাড়িতে ফিরলেন। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য নির্মলা কার্জি রবিবার চালসায় এক সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন, এক বছর ধরে তাঁরা ৪৬ ব্যাটালিয়ন এসএসবির সহযোগিতা নিয়ে ওই মহিলাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ছিলেন। অবশেষে তাঁকে বাড়ি ফেরানো গেল। নির্মলা বলেন, 'ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় পাচারচক্র ছড়িয়ে রয়েছে। ওই দালালচক্রের ফাঁদে পড়ছেন এলাকার তরুণীরা। ভালো বেতন পেয়ে ভিনদেশে পাড়ি দেওয়ার আগে একটু ভাবা উচিত। বাইরে কাজে যাওয়ার আগে স্থানীয় থানায় বিষয়টি জানিয়ে গেলে ভালো।'

কালচিনির এক ব্যক্তি ওই মহিলাকে মাসিক ৪০ হাজার টাকা বেতনের কাজের কথা জানায়। ভালো রোজগারের আশায় ওই মহিলা রাজি হয়ে যান। প্রথমে তাঁকে দিল্লিতে পাঠানো হয়।

ফাঁদ

- কালচিনির এক ব্যক্তি ওই মহিলাকে মাসিক ৪০ হাজার টাকা বেতনের কাজের কথা জানায়
- ভালো রোজগারের আশায় ওই মহিলা রাজি হয়ে যান
- ওই মহিলা দুই বছরের ভিসা নিয়ে ওমানে পাড়ি দেন
- সেখানে এক মাস কাজ করার পর তাঁকে কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া হয়

সেখানে অপর এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে জানায়, তাঁকে ওমানে গিয়ে কাজ করতে হবে। সেই ব্যক্তির কথামতো ওই মহিলা দুই বছরের ভিসা নিয়ে ওমানে পাড়ি দেন। কিন্তু সেখানে এক মাস কাজ করার পর তাঁকে কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া হয়। মহিলা বাড়ি ফিরতে চাইলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়।

এরপর তিনি কোনওরকমে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। পরিবারের সদস্যরা মেয়ের অবস্থার কথা ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে জানান।

তারপরেই ওই সংস্থা মালবাজার ৪৬ ব্যাটালিয়ন এসএসবির সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাঁদের একত্র চেষ্টা এদিন সফল হল।

কলাকৃতি উৎসব

বেলাকোবা, ১৫ ডিসেম্বর : সাহুডাঙ্গি হাট পিকে রায় উচ্চবিদ্যালয়ে আগামী ১৭ ডিসেম্বর উদযাপিত হতে চলেছে কলাকৃতি উৎসবের দ্বিতীয় বর্ষ। স্কুল প্রাঙ্গণে ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এই অনুষ্ঠানটি হবে। সারাদিনব্যাপী নিজেদের আঁকা ছবি এবং বিভিন্ন ক্রাফট তৈরির মাধ্যমে প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ থাকছে সকলের কাছেই। প্রতি বছরই ১৭ ডিসেম্বর এই স্কুলে কলাকৃতি উৎসব হয়ে থাকে। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের আরও উৎসাহিত করতে সকলকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক প্রদীপ চৌধুরী।

সমাপ্তি অনুষ্ঠান

ওদলাবাড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে বাঘ্রাকোট উচ্চবিদ্যালয়। স্কুলের হীরক জয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি হল রবিবার। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি ছিলেন জিটিএ চেয়ারম্যান অনীত থাপা। জিটিএ'র আর্থিক বরাদ্দে এদিন বিদ্যালয়ের নতুন দ্বিতল ভবন এবং অডিটোরিয়ামের শিলান্যাস করেন অনীত। এই নির্মাণকার্যে মোট তিন কোটি টাকা খরচ করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সমাপ্তি অনুষ্ঠানের দিনে স্কুলের পড়ুয়ারা নানা অনুষ্ঠান করে। এছাড়াও শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়।

ডুয়ার্স সীমান্ত পেরিয়ে কালিম্পং-১ ব্লকে বাঘ্রাকোট উচ্চবিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমানে পড়ুয়ার সংখ্যা প্রায় ২০০০। প্রত্যন্ত এলাকায় ১৯৪৯ সালে স্কুলটি তৈরি হয়েছিল। বহু বছর ধরে তা বিস্তীর্ণ এলাকায় শিক্ষা বিস্তার করছে।

প্রয়াত নেতা

ক্রান্তি, ১৫ ডিসেম্বর : দীর্ঘ রোগভোগের পর ক্রান্তি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা দেবনারায়ণ রায় (৬০) প্রয়াত হলেন। তাঁর বাড়ি ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা বারোঘরিয়া গ্রামে।

বিতর্কের কারণ আপার কলাবাড়িতে।

উলটো তাজমহল, বিতর্কে রিসর্ট

নাগরাকাটা, ১৫ ডিসেম্বর : এর আগে তৈরি হয়েছিল পেল্লায় সাইজের নীল–সাদা হাওয়াই চটি। পরে এ নিয়ে বিতর্কের মুখে পড়ে সেটির রং বদলে দেওয়া হয়। একটি গাছকে শিকল দিয়ে প্রতীকী গ্রেপ্তার করেও চাঞ্চল্য তৈরি হয়। এবারে উলটো তাজমহল তৈরি করে ফের বিতর্কে জড়াল নাগরাকাটার আপার কলাবাড়ির এক বেসরকারি রিসর্ট কর্তৃপক্ষ। অনেকেরই দাবি, দেশের অন্যতম একটি প্রসিদ্ধ নিদর্শনের রেপ্লিকাকে এভাবে উলটো করে দেখানোটা ঠিক নয়। যদিও সেটির কর্ণধার শেখ জিয়াউর রহমানের বক্তব্য, 'এটা স্রেফ পর্যটকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। এর মধ্যে বিতর্কের কিছু নেই।' রবিবার আপার কলাবাড়ির রিসর্ট প্রাঙ্গণে উলটো তাজমহলের উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী করিমুল হক। আসল তাজমহলেরই ধাঁচে তৈরি ওই উলটো তাজমহল দেখতে অবশ্য এদিন অনেকেই সেখানে ভিড় জমান।

নর্দমা তৈরির সূচনা

চালসা, ১৫ ডিসেম্বর : ফিতে কেটে জলনিকাশি নর্দমা তৈরির কাজের সূচনা করা হল রবিবার। এদিন মাটিয়ালি বাতাবাড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ ধূপঝোরা ভাটিয়াপাড়া এলাকায় নর্দমার কাজ শুরু হয়। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মাধ্যমে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য শান্তা সরকার এদিন পুজো করে ও ফিতে কেটে কাজের সূচনা করেন। তিনি বলেন, 'নর্দমাটি পাকা করতে এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। অবশেষে তা পূরণ হল।' এতদিন ওই এলাকায় কংক্রিটের নর্দমা না থাকায় সকলেরই সমস্যা হত। জল যাওয়ার সঠিক কোনও নিকাশি ব্যবস্থা ছিল না। ফলে রাস্তা ও বাড়ির উপর দিয়েই জল বয়ে যেত। এবার এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন এলাকার মানুষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী বিশু সরকার, বাপন রায়, সাবুল হক, প্রভাত রায় প্রমুখ।

> নর্দমাটি পাকা করতে এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। অবশেষে তা পূরণ হল।
>
> **শান্তা সরকার**

জখম দুই

ধূপগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : রবিবার সন্ধ্যায় জলপাইগুড়ি শহরের মিলপাড়া এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ের সার্ভিস রোডে উলটোদিক থেকে আসা এক বাইককে অন্য বাইক সরাসরি ধাক্কা মারায় জখম হন দুই বাইকচালক। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দুই আহতকে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতদের মধ্যে সৌরভ সরকারকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছুটি দেওয়া হলেও বাপন দত্তকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা সার্ভিস রোডে বেপরোয়া বাইকের দাপটের অভিযোগে সরব হন।

মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে উদ্যোগ

ময়নাগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : মাদকমুক্ত সমাজ, সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ, বাল্যবিবাহ সহ একাধিক সামাজিক বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে ময়নাগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল সাইক্লোথন কর্মসূচি। রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত নিজে প্রায় ২০ কিলোমিটার পথ সাইকেল চালিয়ে এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। ময়নাগুড়ির আসাম মোড় থেকে শুরু হয়ে এই সাইকেল র‍্যালি পানবাড়ি গার্লস জুনিয়ার হাইস্কুলের মাঠে শেষ হয়। পুলিশ সুপার ছাড়াও জেলার অন্যান্য পুলিশকর্মী সহ প্রায় ৫০০ জন এই র‍্যালিতে অংশ নেন। জেলার বাইরে থেকেও বহু মানুষ এদিন র‍্যালিতে যোগ দিতে এসেছিলেন। ময়নাগুড়ি টেকাটুলি এলাকার বিশেষভাবে সক্ষম এক তরুণও এই র‍্যালিতে অংশ নেন।

এদিন সকলের সাইকেলেই ছিল বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতার বার্তা লেখা পোস্টার ও ফেস্টুন। পথে নানা জায়গায় র‍্যালিতে মানুষের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতেই এই আয়োজন করা হয়েছিল। ভবিষ্যতেও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এধরনের আরও কর্মসূচি নেওয়া হবে।

খান্ডবাহালে উমেশ গণপত
পুলিশ সুপার

অংশগ্রহণকারীদের পানীয় জল, চকোলেট সহ বিভিন্ন জিনিস বিতরণ করা হয়। রামমোহন রায় ফ্যানস ক্লাব এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই উদ্যোগ নিয়েছিল। র‍্যালি শেষে পানবাড়িতে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। এছাড়াও স্কুল প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পাশাপাশি সাইকেল র‍্যালিতে অংশ নেওয়া প্রত্যেকের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সুপার এবিষয়ে বলেন, 'মানুষের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতেই এই আয়োজন করা হয়েছিল। ভবিষ্যতেও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এধরনের আরও কর্মসূচি নেওয়া হবে।'

ফসল ছেড়ে ফুলে লক্ষ্মীলাভ ময়নাগুড়িতে

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : ধান, গম, পাট বা সর্ষের গতানুগতিক চাষের পাশাপাশি গাঁদা ফুল চাষে এবার নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন ময়নাগুড়ির এক চাষি রামলাল মজুমদার। ময়নাগুড়ি স্টেশন লাগোয়া আনন্দনগর আমবাড়ি এলাকায় বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে ফুল চাষ করছেন রামলাল ও তাঁর ছেলে প্রকাশ মজুমদার। ফুল চাষ করে আর্থিকভাবে সচ্ছলও হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের সাফল্য দেখে ধীরে ধীরে গাঁদা ফুল চাষে আগ্রহ বাড়ছে গোটা ময়নাগুড়ি ব্লকে। চলতি বছরে প্রায় তিন বিঘা জমিতে গাঁদা ফুল চাষ করেছেন রামলাল। নদিয়ার রানাঘাট থেকে ফুলের চারা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। প্রতি বছরই শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে গাঁদার চারা জমিতে লাগানো হয়। তারপর গাছ বড় হলে মাস তিনেক পর থেকে ফুল আসতে শুরু করে।

এবছর জমিতে প্রায় ৩৫ হাজার চারা গাছ লাগিয়েছেন রামলাল। শীত পড়তেই প্রতিটি গাছে প্রচুর ফুল ধরেছে। পাইকারি ও খুচরো বাজারে সেই ফুল বিক্রি করে বেশ লাভ পাচ্ছেন তাঁরা। ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন বাজারের ফুলের দোকানে প্রতিদিন সকালে ফুল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও বাড়ির মহিলারা গাঁদা ফুলের মালা তৈরি করে বাজারে বিক্রি করেন। খুচরো বাজারেও ফুল বিক্রি হয়। রামলাল বলেন, 'বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে শীতকালীন সুন্দর এই গাঁদা ফুলের। যদিও বারো মাস এই ফুল পাওয়া যায়।' আগে শীতের সময় তিনি আলু চাষ করতেন। তবে আলু চাষে চরম অনিশ্চয়তা থাকে। তাই এক দশক আগে থেকে বিকল্প চাষ হিসেবে গাঁদার চাষ শুরু করেন। এছাড়া ফুল চাষের জন্য আদর্শ আবহাওয়া থাকায় ফলনও বেশ ভালো হয়। আলু কিংবা অন্য শীতকালীন সবজির তুলনায় এই চাষে খরচ এবং পরিশ্রমও অনেক কম। তাই প্রতিবছর কোনও সরকারি সহযোগিতা ছাড়াই গাঁদার চাষ করছেন রামলাল।

ছেলেকে নিয়ে গাঁদা ফুলের বাগানে পরিচর্যা করছেন রামলাল মজুমদার।

এই চাষ দেখে ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন জায়গার চাষিরাও গাঁদা ফুল চাষ করা শুরু করেছেন। ময়নাগুড়ির টেকাটুলি, ব্রহ্মপুর, ভোটপাট্টি এবং পানবাড়ি এলাকাতেও কয়েকজন কৃষক চলতি বছরে গাঁদা ফুলের চাষ করে লাভের মুখ দেখছেন। রামলালের ছেলে প্রকাশ জানান, গাঁদা ফুলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বাজারে। তাই উৎপাদিত ফুল বিক্রি করতে অসুবিধা হয় না। এবিষয়ে ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বলেন, 'বিকল্প চাষ হিসেবে রামলালের গাঁদা ফুলের চাষ অন্যদেরও অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে। উদ্যান পালন বিভাগের তরফ থেকে যাতে তাঁদের সঠিক পরামর্শ ও সাহায্য দেওয়া হয় সেব্যাপারে অবশ্যই আলোচনা করব।'

Amgoorie India Ltd.
Registered Office: Amgoorie Tea Estate, P.O. Amguri – 785 681, Dist. Sibsagar, Assam.
Telephone: 2287-3067, 2287 8737, 22871816
Fax No. (033) 2287 2577, 2287 7089
Email: goodricke@goodricke.com
Website: www.goodricke.com
CIN-U01132AS1977PLC001699

NOTICE

All roads and paths through the under mentioned Tea Estates will be closed to the public from 30th to 31st December, 2024, both days inclusive. As on previous occasions, permits to intending users of these private roads and paths will be available on application to the Managers of the Estates: Amgoorie, Borbam & Bargang in Assam and Margaret's Hope; Edenvale; Dilaram; Springside; Castleton in West Bengal.

S. BHASIN
Director

Date: 12th December 2024

GOODRICKE GROUP LIMITED
Registered Office: "Camellia House", 14, Gurusaday Road, Kolkata – 700 019.
Email: goodricke@goodricke.com
Website: www.goodricke.com
Phone No.: 2287 3067, 2287 8737, 2287 1816
Fax No. (033) 2287 2577, 2287 7089
CIN: L01132WB1977PLC031054

NOTICE

All roads and paths through the under mentioned Tea Estates will be closed to the public from 30th to 31st December, 2024 both days inclusive. As on previous occasions, permits to intending users of these private roads and paths will be available on application to the Managers of the Estates: Aibheel; Badamtam; Barnesbeg; Chalouni; Chulsa; Danguajhar; Gandrapara; Hope; Jiti; Kumargram; Lakhipara; Leesh River; Meenglas; Sankos; Thurbo in West Bengal and Nonaipara; Orangajuli & Harchurah in Assam.

Arnab Chakraborty
Company Secretary

Date: 12th December 2024

দিল্লি দরবার নিয়ে তর্জা শুরু

ভারত-ভুটান নদী কমিশনের দাবি আদায়ে জটিলতা

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৫ ডিসেম্বর : আন্তর্জাতিক ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন তৈরি করতে কেন্দ্রের উপর চাপ বাড়াচ্ছে রাজ্য সরকার। এই বিষয়ে কেন্দ্রের কাছে বিশেষ প্রতিনিধিদল পাঠানোর জন্য সর্বদলীয় বিধায়কদের নিয়ে একটি কমিটি গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

যদি বিজেপির বিধায়করা সেই সর্বদলীয় কমিটিতে উপস্থিত থেকে কেন্দ্রের কাছে যেতে রাজি না হয় তবে প্রয়োজনে ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে একটি প্রতিনিধিদল তৈরি করা হবে। সেই দলের সদস্যরা ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠনে কেন্দ্র সরকার এবং কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রকের দ্বারস্থ হবে। সেই কমিটির মাথায় রাখা হবে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া এবং পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সুমন কাঞ্জিলাল। রবিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ইতিমধ্যেই বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে এই বিষয়টি তুলে ধরেছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর কথার ভিত্তিতে বিধানসভার স্পিকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কেন্দ্রের নীতি আয়োগের বৈঠকে ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছিলেন।

সুমনের কথায়, 'এবার বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে এটাই মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল। আমি মুখ্যমন্ত্রী এবং স্পিকারের কাছে এই বিষয়ে প্রস্তাব রেখেছি।' ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন গঠিত না হলে তরাই এবং ডুয়ার্সের অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। পাশাপাশি ভুটানের নদীগুলো থেকে নেমে আসা ডলোমাইটে বক্সা টাইগার রিজার্ভ, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মতো আরও একাধিক জাতীয় উদ্যানের ভবিষ্যৎও সংকটের মুখে বলে তিনি জানান। সেইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'মুখ্যমন্ত্রী একটি সর্বদলীয় বিধায়কদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করার কথা বলেছিলেন। কিন্তু বিজেপির বিধায়করা তাতে রাজি নয়। আমরা বুঝতে পারছি না যে, কেন উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রতি বিজেপির এত অনীহা।'

সুমনের অভিযোগ প্রসঙ্গে কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজ ওরাওঁয়ের কটাক্ষ, 'এবার সরকার আগে অবৈধ খনন বন্ধ করুক। ডুয়ার্সের ৯০ শতাংশ নদীতে শাসকদলের বালি চোরেরা সক্রিয়। এর জেরেই ডুয়ার্সের সমস্ত নদীতে বন্যা।' আগে সেসব বন্ধ করা হোক, তারপর না হয় সর্বদলীয় কমিটির কথা ভাবা যাবে, মন্তব্য তাঁর।

২০০৬ সালে বিধানসভায় ভারত-ভুটান নদী কমিশনের দাবি প্রথম তোলেন তৎকালীন জলপাইগুড়ির কংগ্রেস বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায়। কিন্তু তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার বিষয়টি এড়িয়ে যায়। পরবর্তীতে দেবপ্রসাদ সেই সময়ের কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে থাকা কংগ্রেসের দ্বারস্থ হন। কংগ্রেস সরকার বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলেও বেশিদূর এগোয়নি। এতদিন পর রাজ্য সরকার উদ্যোগী হওয়ায় জলপাইগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক তাঁদের সাধুবাদ জানিয়েছেন।

তাঁর কথায়, 'কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার যৌথ নদী কমিশন গঠন করতে না পারলেও দাবির পক্ষে আংশিক স্বীকৃতি পেয়েছিলাম।' সেই সরকার, এই বিষয়ে একটি জয়েন্ট টেকনিকাল টিম অফ এক্সপার্ট গঠন করে দেয়। সেই টিম এখনও রয়েছে বলে তিনি জানান।

হাতির হামলা থেকে ফটকটারিতে মিষ্টি আলুর চাষ রক্ষায় ভরসা ট্র্যাক্টর।

হাতি রুখতে ভরসা ট্র্যাক্টর

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ১৫ ডিসেম্বর : হাতিদের অন্যতম পছন্দের খাবার আলু। নাথুয়া জঙ্গল লাগোয়া ফটকটারি এলাকার চাষিরা অনেকদিন ধরেই সেই আলুর চাষ করছিলেন। কিন্তু কোনওবারেই সম্পূর্ণ ফসল ঘরে তুলতে পারেননি। কারণ, হাতির হানা। ফি-বছর হানা দিয়ে হাতির পাল বিঘের পর বিঘে জমির আলু সাবাড় করে দেয়। এই পরিস্থিতিতে এবার চাষিরা সাধারণ আলুর বদলে মিষ্টি আলুর চাষ করেছেন। কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই। হাতি যে হামলা চালাবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। সেজন্য চলতি কনকনে ঠান্ডায় রাত জেগে চলছে ট্র্যাক্টরে টহলদারি।

বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফটকটারির পাশেই রয়েছে নাথুয়া রেঞ্জের জঙ্গল। প্রতি বছরই এই এলাকায় ভালো আলুর চাষ হয়। আর সেই আলুর টানেই এই এলাকায় প্রতি বছর হাতির দল তাণ্ডব চালায়। কিছুদিন আগেও এখানে বারবার হাতির পাল হানা দিয়েছে। তাই, হাতির ভয়ে এবার একান্ত বাধ্য হয়েই জঙ্গল লাগোয়া এলাকার কৃষকরা বেশি মুনাফার আশা ছেড়ে মিষ্টি আলু চাষের দিকে ঝুঁকেছেন। ফটকটারিতে এমন ৩০টি পরিবার রয়েছে। এখন ফসল বাঁচাতে তাঁরা রাত জেগে ট্র্যাক্টরে চেপে টহলদারি চালাচ্ছেন।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, গত কয়েকদিন ধরে এলাকায় হাতির পাল এখনও হানা দেয়নি। তবে, হানা যে দেবে না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। স্থানীয়রা জানান, কিছুদিন আগেও এই জঙ্গলে বেশ কিছু হাতি ছিল। তারা মাঝেমধ্যেই হানা দিচ্ছিল। হাতির দলটি ফিরে এসে ফের হামলা চালাতে পারে বলে গ্রামবাসীদের আশঙ্কা। তাই, এখন থেকে প্রতি রাতেই ট্র্যাক্টরে প্রায় ৫০-৬০ বিঘা জমিতে চাষিরা নিয়মিত টহলদারি চালাচ্ছেন। স্থানীয় কৃষকরা জানান, মিষ্টি আলু হাতি খুব একটা পছন্দ করে না। তাই, হামলা চালানোর আশঙ্কা কিছুটা কম। তাই, তারা মিষ্টি আলু চাষে জোর দিয়েছেন।

স্থানীয় কৃষক সুশান্ত রায়ের কথায়, 'ফি-বছর আলু চাষ করে হাতির হানার শিকার হয়েছি। সেজন্য এ বছর মিষ্টি আলু লাগিয়েছি। এখন এলাকায় হাতি নেই। খুব তাড়াতাড়ি ফিরবে বলে অনুমান। তাই, রোজ রাতে টহলদারি চালানো হচ্ছে।' আরেক চাষি বিসাধু রায় জানান, মিষ্টি আলু হাতির নাপছন্দ। সেজন্য এবার মিষ্টি আলুর চাষ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে হাতি রুখতে রাত জেগে টহলদারিও চলছে।

নাথুয়ার রেঞ্জ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদারের কথায়, 'এখন এলাকায় কোনও হাতির পাল নেই। কিছুদিন আগে বন দপ্তর থেকে যৌথ বন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে কুইক রেসপন্স টিম তৈরি হয়েছে। তবে, জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় আলুর চাষ না করাই শ্রেয়।'

স্বাস্থ্য শিবির

গয়েরকাটা, ১৫ ডিসেম্বর : গয়েরকাটার বিবেকানন্দ মিশন ও শিলিগুড়ি গ্রেটার লায়ন্স আই হসপিটাল ও বিন্নাগুড়ি লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার চোখ ও দাঁত পরীক্ষা শিবির হয়ে গেল অজয় ঘোষ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শিবিরে ১৩০ জন চোখ এবং ৭০ জন দাঁত পরীক্ষা করান। উদ্যোক্তা ধর্মেন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'শিবিরে একজন ব্যক্তিকে শনাক্ত করে তাঁকে ছানি অপারেশনের জন্য শিলিগুড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যাঁদের চশমার প্রয়োজন ছিল স্বল্পমূল্যে তাঁদের চশমার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।'

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

চালসা, ১৫ ডিসেম্বর : সদ্য মনোনীত তৃণমূল সংখ্যালঘু কংগ্রেসের বিধাননগর অঞ্চল সভাপতি মোকসেদ আলিকে সংবর্ধনা জানানো হল। রবিবার বিধাননগর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। এদিন সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের মেটেলি ব্লক সভাপতি মফিজুল ইসলাম, বিধাননগর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি বিক্রম রুন্ডা সহ অন্যরা মোকসেদকে দলীয় খাদা পরিয়ে ও পুষ্পস্তবক প্রদান করে সংবর্ধনা জানান।

কর্মখালি

Required Siliguri Local Male (X pass) for Office work. Age (25-37). M : 8637372499. (C/113944)

•

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : M-9647610774 (C/113947)

•

ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, উত্তর দিনাজপুরে ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য কিছু গার্ড চাই। বেতন 12,000/- + (PF, ESI)। M : 8293719888. (C/113946)

কিডনি চাই

কিডনি চাই AB+ বয়স - 30-40 পুরুষ বা মহিলা, অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর - 9332367891. (C/114207)

•

কিডনি চাই A+ বয়স 30-45 পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর - 8016140555. (C/114207)

বিক্রয়

225 Sqft Shop Sale on Aurobindapally Main Road. M : 8617485742. (C/113943)

•

For Sale : Listern Black Stone Generator set 212 KVA with GEC make alternator in running condition. Interested parties may contact The Senior Manager, JAINTI T.E. (M) 7002840414. (U/D)

অ্যাফিডেভিট

আমি রাজু লামা ০৯.১২.২০২৪ তারিখে জলপাইগুড়ি সদর ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট-এর অ্যাফিডেভিট বলে রাজু লামা এবং রাজু তামাং এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। নাথুয়াহাট। (A/B)

ব্যবসা/বাণিজ্য

খুবই কম দামে ১ থেকে ১০ কুইন্টাল নতুন ওজন মেশিন, এছাড়া ১০ কেজি থেকে ৬০ কেজি এবং জুয়েলারি ওজন মেশিন পাওয়া যাচ্ছে। 8250450521. (C/113945)

সভা/সমিতি

আগামী ১৯শে ডিসেম্বর, ২০২৪ বেলা ১২টায় বীরপাড়া উচ্চবিদ্যালয় (উঃমাঃ) ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বীরপাড়া উচ্চবিদ্যালয়ে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সকল প্রাক্তনী, শুভানুধ্যায়ীগণকে আহ্বান জানাচ্ছি উক্ত সভায় উপস্থিত হয়ে, আপনাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করে আমাদের বাধিত করবেন। ধন্যবাদান্তে - প্রধান শিক্ষক, বীরপাড়া উচ্চবিদ্যালয় (উঃমাঃ)। (C/113938)

মর্টার শেলে আতঙ্ক

ওদলাবাড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : ঘিস নদীর চরে ফের সেনাবাহিনীর পরিত্যক্ত মর্টার শেল পড়ে থাকতে দেখা গেল। এনিয়ে চতুর্থবার এমন ঘটনা ঘটল। ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরচে পড়া মর্টার শেলের চারপাশ ঘিরে দিয়েছে মাল থানার পুলিশ।

বারবার কেন ঘিস নদীর চরে মর্টার শেল মিলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্থানীয়দের মতে, এর পিছনে সম্ভাব্য দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, সাওগাঁ বস্তির পাশে তিস্তার চরে সেনাবাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ থেকে না ফাটা মর্টার শেলগুলো কুড়িয়ে এনে বিক্রির লোভে অনেকেই সেগুলো পিতল কারবারিদের কাছে বিক্রি করে দেন। তাতে অনেকসময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। দ্বিতীয়ত, গতবছর ৩ অক্টোবর সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেনাবাহিনীর প্রচুর গোলাবারুদ তিস্তায় ভেসে যায়। সেগুলোর মধ্যে কোনওটি হয়তো তিস্তা নদীর চরে খুঁজে পেয়ে কেউ বা কারা ঘিস নদীর চরে নিয়ে এসেছে।

ঘিস নদীতে পাথর ভাঙার কাজ করা শ্রমিক রজ্জাক আলি বলেন, 'সকালবেলা আমরা নদীর চরে এই মর্টার শেলটিকে দেখতে পাই।'

জেলার খেলা

প্রিয়াংশুর সেঞ্চুরি

জলপাইগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ক্রিকেটে জলপাইগুড়ি রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন ১৬৮ রানে কলকাতার বিধানপল্লিকে হারিয়েছে। রায়কতপাড়া ৭ উইকেটে ৩২১ রান তোলে। সেঞ্চুরি করে প্রিয়াংশু মণ্ডল। হিমাংশু সরকার ৩৯ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বিধান ৩৪.৫ ওভারে ১৫৩ রান করে। জয়দীপ রাউত ১০ রানে ৫ উইকেট।

জয়ী জাহির

ক্রান্তি, ১৫ ডিসেম্বর : কাঠামবাড়ি রিক্রিয়েশন ক্লাবের কাঠামবাড়ি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রবিবার জাহির খান ফ্যান ক্লাব ৮ উইকেটে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ফ্যান ক্লাবকে হারিয়েছে। সৌরভ ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। জবাবে জাহির ১৩.৪ ওভারে ১৬১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা দেবব্রত রায়। মঙ্গলবার খেলবে শচীন টেন্ডুলকার ও মহেন্দ্র সিং ধোনি ফ্যান ক্লাব।

সুকুমার ট্রফি শুরু

চালসা, ১৫ ডিসেম্বর : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের সুকুমার দাম ট্রফি ক্রিকেট রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে মালবাজার মহাকাল বয়েজ ক্লাব ৪১ রানে ভোটপট্টি একাদশকে হারিয়েছে। প্রথমে মহাকাল ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ২১৬ রান তোলে। জবাবে ভোটপট্টি ১৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭৫ রানে থামে। সোমবার খেলবে শালবাড়ি মজিদপাড়া ও মাথাচুলকা বটতলা একাদশ।

সুপার ডিভিশন

জলপাইগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে জেওয়াইএমএ ৯ উইকেটে হারিয়েছে সুভাষ সংঘকে। প্রথমে সুভাষ ৮৯ রানে অল আউট হয়ে যায়। শুভপ্রতিম সরকার ৪২ রান করেন। ঋতম দত্ত ১৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে জেওয়াইএমএ ১ উইকেটে ৯২ রান তুলে নেয়। অভিজিৎ বিশ্বাস ৫০ রান করেন।

সেরা সঞ্জয়

জলপাইগুড়ি ১৫ ডিসেম্বর : কোচবিহারের মহারাজার জন্মদিন উপলক্ষ্যে কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ি জেলা একাদশ। এই প্রতিযোগিতায় অন্য দুই জেলা। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার। সেরা হন জলপাইগুড়ির সঞ্জয় পিঞ্চা।

দলবদল শেষ

জলপাইগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অ্যাথলেটিক্সের দল বদলের দ্বিতীয় দিনে ১৪ জন অংশ নেন। সংস্থার অ্যাথলেটিক সচিব উজ্জ্বল দাস চৌধুরী জানিয়েছেন, ২ দিনে মোট ৮২ জন সই করেছেন।

ভারতীয় সেনার উদ্যোগে চালসায় ম্যারাথনে অংশগ্রহণকারীরা। রবিবার।

চালসায় সেনার ম্যারাথনে উন্মাদনা

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১৫ ডিসেম্বর : ভারতীয় সেনার উদ্যোগে চালসায় হাফ ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় দারুণ সাড়া মিলল। রবিবার ভোরে বাতাবাড়িমুখী জাতীয় সড়কে এই প্রতিযোগিতা চালসার টিয়াবন থেকে শুরু হয়। তিনটি বিভাগে দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীরা অংশ নেন। সেনা জওয়ান সহ বেশ কিছু অগ্নিবীরও অংশ নেন।

এদিন ২১ কিলোমিটার পুরুষ বিভাগে অঙ্কিত মল্লিক, বিকাশ ভুজেল, রোশন মুন্ডা যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান পান। সমদূরত্বে মহিলা বিভাগে প্রতিযোগী কম থাকায় প্রথম হন অপর্ণা ভুজেল! আর দ্বিতীয় স্থান পান সাহিনী মুন্ডা। ১০ কিলোমিটার পুরুষ বিভাগে অশেষ সিং নেগি, বিকাশ চৌধুরী, শিব ঠাকুর সিং ও মহিলা বিভাগে লক্ষ্মী খেরোযার, আরতি ওরাওঁ, ভাবনা টোপ্পো এবং পাঁচ কিলোমিটার পুরুষ বিভাগে প্রশান্ত ওরাওঁ, শেখর দাস, তিরাজ ওরাওঁ ও মহিলা বিভাগে আমনিতা মুন্ডা, আস্থা লাকড়া ও সংগীতা ওরাওঁ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন। দৌড় শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিন সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতা সম্পাদনের জন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে মেটেলি থানার পুলিশের সক্রিয় ভূমিকার জন্য প্রশংসা করা হয়। ম্যারাথনে অংশ নেওয়া সমস্ত প্রতিযোগীর হাতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে একটি করে টি-শার্ট আর স্থানাধিকারীদের মেডেল ও শংসাপত্র দেওয়া হয়।

মণির অস্ত্রোপচার

নাগরাকাটা, ১৫ ডিসেম্বর : মস্তিষ্কের টিউমারের অস্ত্রোপচার হল উত্তরবঙ্গের বর্ষীয়ান চা শ্রমিক নেতা মণিকুমার দার্নালের। গত শনিবার বেঙ্গালুরুর এক বেসরকারি নার্সিংহোমে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। সকাল ছ'টা থেকে রাত ন'টা অবধি ওই জটিল অস্ত্রোপচারটি চলে। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে পরিবার সূত্রে খবর। ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স (এনইউপিডব্লিউ)-এর সাধারণ সম্পাদক মণিকুমারের দ্রুত আরোগ্য কামনায় রবিবার নানা মন্দির, মসজিদ ও গির্জায় চা শ্রমিকরা প্রার্থনা করেন। চা বণিকসভার প্রতিনিধিরাও তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে পরিবারের কাছে বার্তা পাঠান। মণিকুমারের স্ত্রী ঝুমকা বলেন, 'রবিবার থেকে আস্তে আস্তে কথা বলছেন। লোকজনকে চিনতেও পারছেন। চিকিৎসকরা তাঁকে আপাতত বেশ কিছুদিন বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। অস্ত্রোপচার পরবর্তী কিছু পরীক্ষানিরীক্ষার পর পরিস্থিতি ঠিক থাকলে ছুটি মিলবে।'

পরিবার সূত্রেই জানানো হয়েছে, মণিকুমার দীর্ঘদিন ধরেই মস্তিষ্কে টিউমারে আক্রান্ত। সম্প্রতি তাঁর কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। শরীরের একদিক ক্রমশ অবশ হয়ে যাচ্ছিল। পরিবার থেকে সময় নষ্ট না করে তাঁকে বেঙ্গালুরু নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা দ্রুত অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। দীর্ঘ অস্ত্রোপচারে টিউমারের ৯০ শতাংশ বের করা হয়েছে বলে পরিবার জানিয়েছে।

সুযোগ পেলেন পরম, অঙ্কিত

জলপাইগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : দুর্গাপুরে ১৭-২৩ ডিসেম্বর জাতীয় দাবায় অংশ নেবে জলপাইগুড়ির পরমব্রত সরকার এবং অঙ্কিত দাস। জেলা দাবা সংস্থার সচিব সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য দাবায় তৃতীয় স্থান হওয়ায় জলপাইগুড়ির ত্রিপর্ণ ঘোষ ২৬-৩১ ডিসেম্বর কলকাতায় রেটিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে।

প্রয়াত নেতা

ক্রান্তি, ১৫ ডিসেম্বর : ক্রান্তি ব্লকের বারোঘরিয়ার তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা দেবনারায়ণ রায় বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা করাতে গিয়ে বিমানবন্দরেই অসুস্থ হয়ে প্রয়াত হলেন। রবিবার মৃতদেহ বাড়িতে আনা হয়। ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহাদেব রায় বলেন, 'তৃণমূলের প্রথম দিন থেকে তিনি আমাদের সাথী ছিলেন।'

আজ টিভিতে

রাত ৯.৩০ থেকে ১১টা। **১৬ আনা এন্টারটেইনমেন্ট** পর্বে অনুরাগের ছোঁয়া-রোশনাই **স্টার জলসায়**

ধারাবাহিক

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা - আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ মিস কল, বিকেল ৪.১০ অগ্নি, সন্ধে ৭.৩০ রাখী পূর্ণিমা, রাত ১০.২০ জোর
জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ বাবা তারকনাথ, বিকেল ৩.০০ মাটির মানুষ, ৫.৩০ রাজার মেয়ে পারুল, রাত ৯.৩০ তোমায় পাবো বলে
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ঘরের বউ, দুপুর ১.০০ লে হালুয়া লে, বিকেল ৪.০০ দাদু নাম্বার ওয়ান, সন্ধে ৭.৩০ ইন্দ্রজিৎ, রাত ১০.৩০ মধুর মিলন
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বিধিলিপি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নয়ন শ্যামা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত

বাবা তারকনাথ
দুপুর ১২.০০ **জি বাংলা সিনেমা**

ওয়েলকাম টু দুপুর ১২.৪১
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

স্পাইডার ম্যান-অ্যাক্রস দ্য স্পাইডার ভার্স রাত ৮.৪৫ **মুভিজ নাউ**

চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা
সন্ধে ৭টা
আকাশ আটে

রক্তদানে এগিয়ে মহিলারা

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৫ ডিসেম্বর : রাজা চা বাগানের বাঁশবাড়ি লাইনে রক্তদান, চক্ষু পরীক্ষা ও বস্ত্রমেলা শিবির হয়ে গেল। উদ্যোক্তা 'লায়ন্স ক্লাব অফ মাল শুভকামনা'। সংস্থার সভাপতি রাফিজা বেগম বলেন, 'আমরা বাগানের মহিলাদের উৎসাহ দেখে খুবই আপ্লুত। আমরা সারাবছরই কাজ করি। সমাজের সব শ্রেণির মহিলারা এগিয়ে আসুন, সমাজ বদলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করুন।'

ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তশূন্যতা নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রক্তের প্রয়োজন হলে রক্তের বদলে রক্ত নিতে হবে, এমনটাই অলিখিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঝেমধ্যে তাই রক্তদাতাদের খোঁজে হাহাকার পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রাজা চা বাগান। এখানে রক্তদাতা হিসাবে পুরুষের চাইতে মহিলাদের উৎসাহ অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। বাগানের মহিলা কর্মী শান্তি ব্যাংকেরা, কুমুতি কুঞ্জুরা এ ব্যাপারে দারুণ উৎসাহী। তাঁরাই বাড়ি বাড়ি ঘুরে রক্তদাতা মহিলাদের সংগ্রহ করে একত্রিত করেন। রক্তদানের মতো মহৎ সামাজিক উদ্দেশ্যকে সবার সামনে তুলে ধরেন।

রাজা চা বাগানের বাঁশবাড়ি লাইনে শিবিরে রক্ত দিচ্ছেন এক মহিলা।

শান্তি বলেন, 'আমি নিজেও রক্ত দিয়েছি। আশপাশের বেশ কয়েকজনকে উৎসাহিত করে শিবিরে নিয়ে এসেছি। আমরা যারা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় থাকি, তার বেশিরভাগই পাতা তোলার কাজ করি। বাইরে কোনও ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্ত দিতে আমাদের সময় হয় না। এভাবে আমাদের এমন সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি সামাজিক সংস্থার দিদিদের ধন্যবাদ জানাই।'

মহিলাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে অমিত পারিকার, রাজু নায়েক রাজেশ কারকেটার মতো রাজা চা বাগানের একদল তরুণ এ কাজে সংস্থাকে সহযোগিতা করেছেন। অমিত পারিকারের কথায়, 'বাগানের দিদিদেরকে নিয়ে আমি গর্বিত। তাঁরা যেভাবে পাতা তোলার মতো অক্লান্ত পরিশ্রম করার পাশাপাশি পরিবারের সেবা করেন, নিজের মতো করে গুছিয়ে তোলেন তা প্রশংসনীয়। বাগানে কাজ করার সময় মাঝেমধ্যেই চিতা বা হাতির মুখোমুখি হতে হয়। দিদিরা যোদ্ধার মতো আমাদের সহ গোটা চা বাগানকে আগলে রাখেন। পাশাপাশি সামাজিক কাজেও অগ্রণী ভূমিকা নেন।'

রাজিয়ার দাবি, রক্তদানের পাশাপাশি চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও বাচ্চাদের হাতে জামাকাপড় তুলে দেওয়া হয়। একাজে যথেষ্ট সাড়া মেলে। আগামীতেও মহিলা সহ পিছিয়েপড়া মানুষদের নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেন তিনি।

PUBLIC NOTICE

Memo No- 4923/15-Vehicle Dated : 13th December, 2024

It is hereby informed that the under mentioned seized vehicles are lying unclaimed in the custody of Forest Department in c/w different forest offences. Claimants, if any, are requested to appear in person before the undersigned at Office Chamber on 30.12.2024 with valid documents, otherwise the vehicles will be confiscated to the State of West Bengal under Section 59A of Indian Forest Act. (West Bengal Amendment 1988) Act, 1927.

Sl No	Vehicle No.	Vehicle Type
1.	WB 64F/4431	BIKE
2.	WB 86/6491	BIKE
3.	WB 74J/3750	BIKE
4.	CHASSIS NO-ST911N506340	Pick Up
5.	WB 74/7643	BIKE
6.	CHASSIS NO-DHZFEE584469	MARUTI
7.	ENGINE NO-2520401153808	PICK UP
8.	NO NO PLATE BIKE	Motorbike
9.	CHASSIS NO-0F4351108829	BIKE
10.	WB 70E/1972	Motorbike
11.	BP 2/1439	MARUTI
12.	WB 70/3314	MARUTI

Sd/-
Authorized Officer, District of Alipurduar
&
Deputy Field Director, Buxa Tiger Reserve (East)
Alipurduar

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার জন্যে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় চিন্তামুক্ত। বৃষ : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। মিথুন : কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। ব্যবসার জন্যে ঋণ নিতে হতে পারে। কর্কট : ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতপার্থক্য। কর্মপ্রার্থীরা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। সিংহ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। কন্যা : দূরের কোনও আত্মীয়ের জন্য চিন্তা হতে পারে। সন্তানের পরীক্ষার ফলে আনন্দ। তুলা : আজ নতুন কোনও কাজ হাতে নিতে পারেন। অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করে জনপ্রিয় হবেন। বৃশ্চিক : ব্যবসার কারণে ঋণ করতে হতে পারে। সংসারে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। ধনু : সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ হবে। মকর : পূর্বের কোনও ফেলে রাখা কাজ আজ শুরু করতে পারেন। বাবার সঙ্গে মতভেদ। কুম্ভ : খুব কাছের লোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। প্রেমে শুভ। মীন : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। ব্যবসায় আজ সামান্য মন্দা চলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ২৫ অগ্রহায়ণ, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ৩০ অঘোন, সংবৎ ১ পৌষ বদি, ১৩ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৬, অঃ ৪।৫১। সোমবার, প্রতিপদ দিবা ১।১৯। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ৩।৩। শুক্রযোগ রাত্রি ১।২৭। কৌলবকরণ দিবা ১।১৯ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১২।৫৩ গতে গরকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৩।৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ১।১৯ গতে একপাদদোষ, রাত্রি ৩।৩ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী-পূর্বে, দিবা ১।১৯ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৭।৩৫ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ২।১২ গতে ৩।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৫৩ গতে ১১।৩৩ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। ষড়শীতি সংক্রান্তিঃ- সংক্রান্তিকৃত্য ও স্নানদানাদি। প্রদোষে সন্ধ্যা ৪।৫১ গতে রাত্রি ৬।২৭ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। রাত্রিদণ্ডে সায়ংসন্ধ্যা কর্তব্য। দিবা ৭।১৩ গতে মৃগনেত্রা নিবৃত্তিঃ। কুমারীদিগের সেঁজুতিপুজো সমাপন। শ্রীশ্রীমিত্র বা ইতুপুজো সমাপন ও বিসর্জন। শ্রীশ্রী ১০৮ ওঁ শ্রীমৎ স্বামী প্রমোদানন্দ ব্রহ্মচারী বাবাগুরু ব্রহ্মের আবির্ভাব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৯ মধ্যে ও ৯।১৪ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৩ গতে ১১।১৭ মধ্যে ও ২।৫০ গতে ৩।৪৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ফের ধর্না

আরজি করের ঘটনার প্রেক্ষিতে ফের ধর্মতলায় ধর্নায় বসতে চলেছেন সিনিয়ার ডাক্তাররা। এই নিয়ে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়েছে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস।

ট্রায়াল রান

বিমানবন্দর থেকে নোয়াপাড়া রুটে মেট্রোর ট্রায়াল রান হল। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যে এই রুটে মেট্রো চলতে পারে বলে আশা করছেন মেট্রো কর্তারা।

স্মারকলিপি

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনায় রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল প্রদেশ কংগ্রেস। এই ঘটনার বিরূপ প্রভাব যাতে রাজ্যে না পড়ে সেই আর্জি জানায় তারা।

প্রতিবাদে মিছিল

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার সোদপুর ট্রাফিক মোড় থেকে মিছিল করবে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই। কলকাতার নানা ক্যাম্পাসেও চলবে প্রতিবাদ।

বাংলাদেশকে দেখে আতঙ্কে মতুয়ারা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিতে সেদেশের সংখ্যালঘু নাগরিকরা পশ্চিমবঙ্গে এলে পরিস্থিতি যে আরও খারাপ হবে, সেই আশঙ্কা করছেন এই রাজ্যের মতুয়ারা। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি এখনও বিশবাঁও জলে। সিএএ আইন পাশ হলেও তা কার্যকর হয়নি। তাই তাঁরা নিজেরাই কীভাবে নাগরিকত্ব পাবেন, তা নিয়ে আতঙ্কিত। নতুন করে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থী এলে সিএএ কার্যকর করা যে আরও জটিল হয়ে যাবে, তা মনে করছেন এই রাজ্যের মতুয়ারা। রাজ্যে এইমুহূর্তে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রায় ৩ কোটি লোক রয়েছেন। একসময় মতুয়া সম্প্রদায়ের সিংহভাগ বামেদের সমর্থক ছিল। ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে তাঁরা তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ হন। কিন্তু ২০১৪ লোকসভা নির্বাচন থেকে মতুয়া ভোট বিজেপির কাছে বড় ব্যাংক। প্রায় ৮০ শতাংশ মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ ও রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্র বিজেপি দখল করেছে শুধুমাত্র মতুয়া ভোটের সৌজন্যে। বাংলাদেশের নির্যাতিত সংখ্যালঘুরা এই রাজ্যে শরণার্থী হয়ে এলে, তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার করবে বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন এই রাজ্যের মতুয়ারা।

রানাঘাট দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়েছিলেন মুকুটমণি অধিকারী। কিন্তু পরে তিনি ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের টিকিটে রানাঘাটের প্রার্থী হন। মুকুটমণি বলেন, ‘সিএএ আইন পাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার তো মতুয়াদের নাগরিকত্ব আগেই কেড়ে নিয়েছে। নতুন করে শরণার্থী এলে তাঁরা কীভাবে নাগরিকত্ব পাবেন? যাঁরা এই রাজ্যে বছরের পর বছর রয়েছেন, তাঁদের নাগরিকত্বই কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারল না।’ বাগদার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস বলেন, ‘নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিজেপির এই প্রচার মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা। এই রাজ্যে বসবাসকারী মতুয়াদের নিরাপত্তা কেন্দ্রীয় সরকার দিতে পারেনি। তাহলে নতুন করে শরণার্থী এলে তারা কী করবে?’ তবে বিজেপি মুখপাত্র তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কড়া পর্যবেক্ষণ করছে। তাই পরিস্থিতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার সঠিক পদক্ষেপ করবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের সরকারের মতো ভিত্তিহীন দাবি তুলবে না।’

তবে বিজেপি নেতাদের আশ্বাসে যে চিঁড়ে ভিজছে না, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে ঠাকুরনগরের বাসিন্দা আশিস বিশ্বাসের কথায়। পেশায় চিত্রশিল্পী আশিসবাবু বলেন, ‘এইমুহূর্তে মতুয়াদের অবস্থা আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এই রাজ্যে যে মতুয়ারা রয়েছেন, তাঁরা এখনও নাগরিকত্ব পাননি। খুড়োর কল ঝুলিয়ে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার মতুয়াদের সেন্টিমেন্ট নিয়ে খেলা করছে। আমরা কখনই চাই না, নতুন করে শরণার্থী আসুক।’ বাগদার বাসিন্দা দুলাল বর বলেন, ‘বাংলাদেশে আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। আমাদের পূর্বপুরুষও বাংলাদেশে ছিলেন। কিন্তু এই রাজ্যে নতুন করে শরণার্থী এলে অবস্থা আরও খারাপ হবে। কর্মসংস্থান সহ একাধিক সমস্যা আরও বাড়বে। তাই আমরা কখনই চাইব না, নতুন করে শরণার্থী আসুক।’

নয়া সমবায় নীতি নিয়ে আজ বৈঠক মুখ্যসচিবের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : সমবায় নিয়ে কেন্দ্রের নয়া নীতি ও বিভিন্ন প্রকল্পের মূল্যায়ন শুরু করেছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নীতির সঙ্গে বিশেষ খাপ খায় না রাজ্যের তৃণমূল সরকারের। বরং বিরোধ লেগেই থাকে। বকেয়া পাওনা আদায় নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিরোধ-বিতর্ক প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারই মধ্যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র অধীনে সমবায়মন্ত্রক আসার পর তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হয়েছেন মন্ত্রকের আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে। সারা দেশে সমবায়কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌঁছে দিতে নয়া নীতি গ্রহণ করেছেন তিনি। বেশ কিছু নয়া প্রকল্প চালু করে সমবায়ের আরও ব্যাপক প্রসার ঘটাতে চাইছেন শা। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের অন্যান্য রাজ্যে নয়া প্রকল্পগুলি চালু করার ব্যাপারে দিল্লি থেকে ‘অ্যাডভাইজারি’ পাঠানো শুরু হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের খবর।

সেই সূত্রেই নতুন করে মূল্যায়ন শুরু করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ নবান্নে এনিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন। নয়া প্রকল্প রূপায়ণের পাশাপাশি স্বভাবতই কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তার বিষয়টি উঠে এসেছে। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, অমিত শা’র অধীনে থাকা সমবায়মন্ত্রকের নয়া নীতি ও প্রকল্পগুলির মধ্যে রাজ্য সরকার কোনটা গ্রহণ করবে, করলে কতটাই বা নেওয়া হবে, আর্থিক সহায়তা কতটা পাওয়া যাবে, কেন্দ্র ও রাজ্যের হারের পরিমাণ কী, রাজ্য সরকারের মূল্যায়নে এসবই স্থান পাবে বলে রবিবার নবান্ন প্রশাসনের শীর্ষ এক আধিকারিক জানান। তিনি জানান, সোমবার রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ মূলত এই বিষয়ে আলোচনা করতে নবান্নে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছেন। বৈঠকে রাজ্যের সমবায় দপ্তরের সচিব সহ অন্য শীর্ষ আধিকারিকরা হাজির থাকবেন।

ওই সূত্রের খবর, সমবায় ক্ষেত্রে ‘সহায়ক সমৃদ্ধি’ শীর্ষক কেন্দ্রের নয়া প্রকল্পের সঙ্গে আর কিছু নীতি ও প্রকল্পের বিষয়ে কথা হবে নবান্নের বৈঠকে। বৈঠকের আলোচনায় সারবস্তু নিয়ে পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মুখ্যসচিব পন্থেরও বৈঠক হওয়ার কথা। ওই নবান্ন প্রশাসনের শীর্ষকর্তার দাবি, রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জনমুখী সামাজিক প্রকল্প আরও ব্যাপকভাবে চালু রাখার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীও চান সমবায় ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটাতে। আরও বেশি সমবায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে গড়ে তোলার ব্যাপারে বরাবরই আগ্রহী মুখ্যমন্ত্রী। মানুষের মধ্যে সমবায়ী মানসিকতা গড়ে তোলার বিষয়ে বরাবরই উদ্যোগী তিনি।

গঙ্গাসাগর নিয়ে নবান্নে বৈঠক

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার নবান্নে বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থ, জনস্বাস্থ্য, পূর্ত, পরিবহণ সহ ১৭টি দপ্তরের শীর্ষ আধিকারিকদের এই বৈঠকে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের মন্ত্রীদেরও থাকতে বলা হয়েছে।

প্রয়াত সৌরভ

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : প্রয়াত হলেন রাজ্যের প্রাক্তন আমলা সৌরভ দাস। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সহ একাধিক দপ্তরের দায়িত্ব তিনি সামলেছেন।

আমারও কলকাতা...

কলকাতার রাস্তায় প্রাইড মার্চ। রবিবার। ছবি : দেবাশিস মণ্ডল

বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান ঘিরে রহস্য

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ফোর্ট উইলিয়ামে সেনাবাহিনী আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে কারা থাকছেন তা নিয়ে রহস্য কাটল না। রবিবার সেনাবাহিনীর তরফে পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের কথা বলানো সম্ভব নয়। এদিন বিকেল পর্যন্ত যা খবর, তাতে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের ছাড়পত্র পাওয়া গেলে শুধুমাত্র এএনআই বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবে। এছাড়া রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও প্রাক্তন সেনাকর্মীরা বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেতে পারেন।

রবিবার বেশি রাতে শুধু এটুকুই জানানো হয়েছে, ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ থেকে ছোট্ট একটা দল আসছে। তার নেতৃত্বে থাকবেন একজন ব্রিগেডিয়ার।

১৬ ডিসেম্বর স্মরণে প্রতি বছর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে যে অনুষ্ঠান হয়, তাতে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা সহ একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে থাকে। এবছর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অস্থির পরিস্থিতির জন্য সে দেশের প্রতিনিধিদলের এই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়।

পরবর্তীকালে ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির বাংলাদেশ সফরের পরে কিছুটা বরফ গলে। বাংলাদেশের তরফে জানানো হয়, একটি প্রতিনিধিদল বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে কলকাতায় যোগ দেবে। তবে বাংলাদেশ সরকার ইতিমধ্যেই সেদেশে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় যেসব অনুষ্ঠান ও কুচকাওয়াজ নিয়মিতভাবে বিজয় দিবস পালনে অনুষ্ঠিত হত, সেগুলি এ বছর বাতিল করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে কারা আসছেন তা নিয়ে বাংলাদেশের সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন শনিবারই ফেসবুক পোস্টে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, আসল মুক্তিযোদ্ধার বদলে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারাও এই প্রতিনিধিদলে আসতে পারেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে কলকাতায় শুধু জানানো হয়েছে এই দলটি খুবই ছোট। সেই প্রতিনিধিদলে মুক্তিযোদ্ধারা থাকছেন কিনা তা নিয়ে কোনও তথ্য তাদের কাছে নেই। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধামন্ত্রক সূত্রেও জানা গিয়েছে, এ বছর মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতে যাওয়ার জন্য কোনও আমন্ত্রণ পাঠানো হয়নি। কাজেই সোমবার বিজয় দিবসে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে কারা থাকছেন, তা বোঝার উপায় রইল না।

রাজ্যে ৩৪৭টি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : রাজ্যের ৩৪৭টি মহকুমা, ব্লক ও গ্রামীণ হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

চলতি আর্থিক বছরে মার্চ মাসের মধ্যে এই হাসপাতালগুলিতে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান চালু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বেশ কিছু মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতালে ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান রয়েছে।

এই ৩৪৭টি ব্লক, মহকুমা ও গ্রামীণ হাসপাতালে এই ওষুধের দোকান খোলা হলে সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৬৪টি। এই দোকানগুলিতে ১৪০টি ওষুধ সুলভমূল্যে পাওয়া যাবে। বাজারদরের থেকে ৫০ শতাংশ থেকে ৮৬ শতাংশ কম দামে ওষুধ দেওয়া হবে। সরকারি অফিসাররা মনে করছেন, আরও বেশকিছু দোকান ভবিষ্যতে খোলা হবে এই রাজ্যে।

কাল আবাস যোজনার টাকা দেওয়া শুরু

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : আবাস যোজনার টাকা পাওয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য-কেন্দ্র টানাপোড়েন চলছিল। অবশেষে রাজ্য সরকার এই রাজ্যের ১২ লক্ষেরও বেশি উপভোক্তার হাতে আবাস যোজনার ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। মঙ্গলবার থেকেই উপভোক্তারা সেই টাকা পেতে শুরু করবেন।

ওইদিন সন্ধ্যায় নবান্নে আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টাকা দেওয়া শুরু করবেন। রাজ্য সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকেই প্রথম দফায় ৬০ হাজার টাকা করে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো শুরু হবে। ইতিমধ্যেই উপভোক্তাদের তথ্য যাচাই করে দেখেছেন সরকারি আধিকারিকরা। রাজ্যের অর্থ দপ্তরের নির্দেশ মতো টাকা অ্যাকাউন্টে পাঠানোর আগে ১৬ দফা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি মানা হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, উপভোক্তার আধার কার্ডে ইউনিক কোড ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকলে তাঁরা প্রথম কিস্তির টাকা পাবেন না। তবে ১২ লক্ষ ২,২৬৬ জন উপভোক্তার আধার ইউনিক কোডের সঙ্গে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সংযুক্তি রয়েছে। ফলে তাঁদের টাকা পেতে অসুবিধা হবে না।

২১ জুলাই ধর্মতলায় শহিদ সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন, আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র না দিলেও রাজ্য নিজের তহবিল থেকেই দেবে। ডিসেম্বরের মধ্যে টাকা দেওয়া হবে বলেও ওই সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। দফায় দফায় উপভোক্তাদের নামের তালিকা যাচাইয়ের পর তাঁদের টাকা দেওয়ার কাজ শুরু হচ্ছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, যে মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণ রয়েছে, সেই মোবাইল নম্বরে ওটিপি পাঠিয়ে পরিচয় যাচাই করা হবে। সোমবার ও মঙ্গলবার প্রথমার্ধে এই ওটিপি উপভোক্তাদের মোবাইল নম্বরে যাবে।

সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরেই তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো শুরু হবে। সেই জন্য রাজ্য সরকারের প্রত্যেক উপভোক্তাকে ইউনিক পরিচয়পত্র দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। এছাড়াও উপভোক্তাদের নামের তালিকা প্রতিটি বিডিও অফিস ও গ্রাম পঞ্চায়েতে টাঙিয়ে রাখা হবে। ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, ‘আবাস যোজনায় পরিচয়পত্র যাচাইয়ের কাজ চলছে। তালিকা প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো মঙ্গলবার থেকেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছোনো শুরু হবে। এর ফলে রাজ্যের ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষ উপকৃত হবেন।’

অধিকারীদের গড়ে গোহারা বিজেপি

শুভেন্দুর কর্তৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন দলে

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : রাজ্যে বিজেপির অন্যতম কান্ডারি শুভেন্দু অধিকারীর জেলার একের পর এক সমবায় ব্যাংকের নির্বাচনে গোহারা হারছে বিজেপি। এবার কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে খাস কাঁথি সমবায় ব্যাংকের ভোটেও বিপুল ভোটে জিতল তৃণমূল। পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূলের এই সাফল্য কি জেলা তথা বিজেপির কাছে অশনিসংকেত? চর্চা বিজেপিতে।

৮ ডিসেম্বর তমলুক সমবায় ব্যাংকের নির্বাচনে ৬৯টি আসনের মধ্যে ৫৬টি জিতেছিল তৃণমূল। বিজেপি জিতেছে মোট ১৩টি আসনে। এই ১৩টি আসনই নন্দীগ্রাম ১ ও ২ নম্বর ব্লকের। রবিবার, কাঁথি সমবায় ব্যাংকের মোট ১০৮ আসনের জন্য মোট ১৪টি কেন্দ্রে ভোট হয়েছে। এর মধ্যে পটাশপুর, কোলাঘাট, বেলদা, নন্দকুমার, মহিষাদল, হেড়িয়া সহ মোট ১০১ আসনে জয়ী তৃণমূল। একটি ছাড়া সব ব্লকে জিতেছে তৃণমূল। বিজেপি পেয়েছে মাত্র ৬টি আসন ও ১টি নির্দল। প্রত্যাশা মতোই এই ভোটকে লুঠের ভোট বলে দাবি করে আদালতে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, ছাপ্পা ও মৃত ভোটারের ভুয়ো ভোটে অনৈতিকভাবে জয়ী তৃণমূল। অন্যদিকে, শুভেন্দুর এই মন্তব্যকে পরাজিতের আর্তনাদ বলে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূলের অখিল গিরি।

তৃণমূলে থাকাকালীন কাঁথি সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর সেই পদ থেকে তাঁকে সরতে হয়েছিল। এবারের নির্বাচনে ৮০ হাজারের বেশি ভোটারের সেই সমবায় ব্যাংকের ওপর শুভেন্দু ও অধিকারী পরিবারের নিরঙ্কুশ প্রভাব শেষ হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শুভেন্দু যাই দাবি করুন না কেন, কাঁথি সমবায় ব্যাংকের এই ফলের পর তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে জেলা ও রাজ্য বিজেপিতে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিজেপির এক নেতা বলেন, ‘সমবায় ব্যাংকের নির্বাচনের ফল বড় কোনও বিষয় নয়। খোদ কাঁথিতে হারাটাই তাৎপর্যপূর্ণ।’

২৪-এর লোকসভা ভোটে শুভেন্দুর সাফল্য বলতে কাঁথি, তমলুক। তার বাইরে বিষ্ণুপুর আসনটি ছাড়া দক্ষিণবঙ্গে বিজেপি শূন্য। ফলে, কাঁথি সমবায় ব্যাংকের নির্বাচনে হারের পর এবার নিজের জেলাতেও কোণঠাসা হয়ে পড়লেন শুভেন্দু? সেক্ষেত্রে, আগামীতে জেলা ও রাজ্য বিজেপিতে শুভেন্দুর কর্তৃত্ব নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে ওয়াকিবহাল মহলের মতে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা ও সর্বোপরি কাঁথির মতো অধিকারী গড়ে এই ফল অপ্রত্যাশিত। রাজ্য রাজনীতির প্রশ্নে সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তৃণমূলের একাংশের মতে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় তৃণমূলের একাংশ বিজেপির সঙ্গে তলায় তলায় যোগ রাখত। এদিনের জয়ের পর জেলা নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভিক্টোরিয়ার সামনে গিজগিজ করছে মানুষ। রবিবার কলকাতায়।

দার্জিলিংকে টক্কর দিচ্ছে পুরুলিয়া

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : উত্তরকে চ্যালেঞ্জ করছে দক্ষিণবঙ্গ। শনিবার থেকে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে দক্ষিণবঙ্গেও। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য বেশ কয়েকটি জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচে ছিল। সোমবার পর্যন্ত শীতের এই দাপট চলবে বলে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে।

রবিবার পুরুলিয়ার তাপমাত্রা ছিল ৫.৯ ডিগ্রি, যা দার্জিলিংয়ের ৫.২ ডিগ্রির কাছাকাছি। বাঁকুড়ায় ৯.৫ ডিগ্রি। শ্রীনিকেতনে ৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তরের হাওয়ার জন্যই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে শীত জাঁকিয়ে পড়ছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে বীরভূম, পুরুলিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, হাওড়া সহ সমস্ত জেলাতেই শৈত্যপ্রবাহ চলবে। তবে সোমবারের পর তাপমাত্রা খানিকটা বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে ঘন কুয়াশার পূর্বাভাসও দেওয়া হয়েছে।

শীতের মরশুমে ভিড় সমাধিক্ষেত্রে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লেখা ‘উই আর সেভেন’ কবিতায় অল্প বয়সি মেয়েটি জীবন ও মৃত্যুর বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে মৃত ভাই-বোনেদেরও পরিবারের অংশ হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল। ডিসেম্বরের উত্তুরে হাওয়া শহর কলকাতার বাতাসে বইছে। তিলোত্তমার চার্চগুলি সেজে উঠেছে। সেইসঙ্গে শহরের বুকে সমাধিক্ষেত্রগুলির জনসমাগম যেন স্পষ্ট করেছে, আজও পরিজনদের তাঁরা ভোলেননি। একদিকে বড়দিনের খুশির হাওয়া, আবার এই মরশুমেই পরিজনদের কাছে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসছেন আত্মীয়রা। শীতকাল মানেই চার্চ এবং সমাধিক্ষেত্রগুলিতে মানুষের আনাগোনা বাড়তে থাকে। এই শীতেই সমাধিক্ষেত্রগুলি ভ্রমণস্থানেও পরিণত হয়েছে। ফলে বেড়েছে বাড়তি নিরাপত্তা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা।

একসময় কলকাতার পার্ক স্ট্রিট চত্বর ছিল ডাকাতদের ঘাঁটি। ধীরে ধীরে এখন যা প্রমোদ সরণিতে পরিণত হয়েছে। এই চত্বরেই স্মৃতি আঁকড়ে ধরে আজও দাঁড়িয়ে প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো সাউথ পার্ক স্ট্রিট সিমেট্রি। শীতের শুরুতেই এখানে ঢুঁ মারতে দেখা গেল বহু মানুষের ভিড়। কেউ এসেছেন ভ্রমণে, কেউ পুরাতনের টানে, আবার কেউ পূর্বসূরিদের স্মরণে। থরে থরে সাজানো বিভিন্ন আকার আকৃতির সমাধির মাঝেই চোখে পড়ল হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর সমাধি। এখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন উইলিয়াম জোন্স, সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যর এলাইজা ইম্পে সহ বিশিষ্ট ব্রিটিশ ব্যক্তিরা। বিরল প্রজাতির প্রাচীন গাছপালাগুলি আগলে রেখেছে ১৬০০ সমাধি। প্রতিটি সমাধির গায়ে নোনা ধরেছে। সমাধির গায়ের লেখাগুলিও অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। আর্কিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে এই সমাধিক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ করে খ্রিস্টান বেরিয়াল বোর্ড। বোর্ডের এক সদস্য বললেন, ‘প্রতিনিয়ত পরিচর্চার কাজ চলে। এই শীতের সময়ই লোকজনের ভিড় বাড়ে। তাই নিরাপত্তা বাড়াতে হয়।’

ডিরোজিও’র সমাধি। পার্ক স্ট্রিটে এখনও ভিড় এই সমাধি দেখার জন্য।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে লোয়ার সার্কুলার রোড সিমেট্রিতে শায়িত রয়েছেন সস্ত্রীক কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর আবক্ষমূর্তির নীচে লেখা, ‘দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব বঙ্গে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল এই সমাধিস্থলে।’ ডেভিড ড্রামান, বেথুন সাহেব, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ সহ প্রায় ১২০০০ সমাধি রয়েছে এখানে। এই মরশুমে এখানে দূর থেকে আসছেন পরিজনেরা। অন্ধকারে ডুবে থাকা সমাধিক্ষেত্র আবার মোমবাতির আলোয় ঝলমল করে উঠছে। এই সমাধিক্ষেত্রের এক কর্মী জানালেন, ‘২০২১ সাল থেকে এখানে শুধুমাত্র দর্শনের জন্য ঢোকা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে যাঁদের পরিজনদের সমাধি রয়েছে, তাঁরা এই সময়টায় বেশিরভাগ আসেন।’

দুটি সমাধিক্ষেত্রের দায়িত্বে থাকা খ্রিস্টান বেরিয়াল বোর্ডের এক সদস্য দেবাশিস বিশ্বাস বলেন, ‘এই নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে লোকজনের ভিড় বাড়ে। অনেকে শ্রদ্ধা জানান, প্রার্থনা করেন। তবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বা ডিরোজিও-এর বংশধরেরাও হয়তো আসেন, পরিচয় জানা নেই। রক্ষণাবেক্ষণের কাজ প্রতিনিয়ত হয়। আমাদের বোর্ডের সদস্যরা সপ্তাহে বেশ কয়েকদিন এসে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।’ এই শহর কলকাতার বুকে ইহুদিদের আগমনও হয়েছিল। এখনও এজরা স্ট্রিট, ক্যানিং স্ট্রিট থেকে ইহুদিদের মৃতদেহ আসে ফুলবাগানের ইহুদিদের সমাধিক্ষেত্রে। ১৮৩৬ সালে ইসলাম সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি স্যালম আরন ওবাডিয়াহ কোহেনকে ২০ বিঘা এই জমি দান করেছিলেন। নাহুম সহ প্রায় ১০ হাজার ইহুদি সমাধি রয়েছে এখানে। এক কর্মী জানালেন, ‘এখন তো গুটিকয়েক ইহুদি রয়েছে কলকাতায়। তাই মাসে বা বছরে দেহ আসে। তবে নিয়ম করে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া থেকে পরিজনেরা এই সময়ে আসেন।’

প্রশংসা লিবারেশনের, প্রশ্ন আইএসএফে

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : বারবার অবস্থান বদলাচ্ছে আইএসএফ। তাই সিপিএমের এরিয়া কমিটিগুলির সম্মেলন থেকে নৌশাদ সিদ্দিকীর দলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দলের কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, একবার সমঝোতা হয়, আবার তা ভেঙে যায়। সদ্যসমাপ্ত উপনির্বাচনে আবার আইএসএফের সঙ্গে বামফ্রন্টের জোট হয়েছে। পরবর্তীতে আইএসএফের অবস্থান কী থাকবে এবং তাতে বামফ্রন্টের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে বলে মনে করছেন এরিয়া কমিটিগুলির একাধিক নেতা। তবে উত্তরবঙ্গের এরিয়া কমিটিগুলির সম্মেলনে সিপিআই(এমএল) লিবারেশন-এর ভূমিকা নিয়ে প্রশংসা করা হয়েছে। বৃহত্তর বাম ঐক্যের স্বার্থে ফ্রন্টের ক্ষয়িষ্ণু পরিস্থিতিতেও লিবারেশনের শামিল হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পরবর্তীতে ওই দলকে ফ্রন্টের শরিক করা হতে পারে কি না তা নিয়েও একপ্রস্থ কথাবার্তা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

লোকসভা নির্বাচনের আগে মহম্মদ সেলিমকে প্রকাশ্যেই কটাক্ষ করেছিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ। পরবর্তীতে অবস্থান পালটে আবার উপনির্বাচনে বামফ্রন্টের সঙ্গে সমঝোতা করেছে আইএসএফ। এখন এরিয়া কমিটিগুলির সম্মেলন চলছে। সেই সম্মেলন থেকেই কর্মীরা প্রশ্ন তুলেছেন, এভাবে বারবার অবস্থান বদলালে দলের নীচুতলার কর্মীদের ক্ষোভ সৃষ্টি হবে।

সোমবার, ৩০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২০৭ সংখ্যা

দায় বেশি ভারতেরই

প্রতিবেশীদের নিয়ে এমন দুশ্চিন্তায় কখনও পড়তে হয়নি ভারতকে। একসঙ্গে সবক'টি দেশে বন্ধু সরকারের অনুপস্থিতি- এমন দুরবস্থা সম্ভবত ভারতের এই প্রথম। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, পাকিস্তান, চিন, বাংলাদেশ- কোনও দেশেই এখনকার শাসকগোষ্ঠী আর যাই হোক, ভারতের অনুগত নয়। তবে শ্রীলঙ্কা, নেপাল, পাকিস্তান ও চিনকে ছাপিয়ে বাংলাদেশই সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠেছে মোদি সরকারের কাছে।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামি লিগ যতদিন ক্ষমতায় ছিল, ততদিন ভারত ছিল নিশ্চিন্তে। কাজ চালানোর মতো কূটনৈতিক বোঝাপড়া ছিল দু'পক্ষের। উত্তর-পূর্বে জঙ্গি সমস্যা নিয়েও দিল্লিকে সেভাবে ভাবতে হয়নি। সীমান্তে এবং বাংলাদেশে জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংসে প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল হাসিনার। পরিস্থিতি আমূল পালটে গিয়েছে গণ অভ্যুত্থানের জেরে ৫ অগাস্ট আওয়ামি লিগ নেত্রী ভারতে পালিয়ে আসার পর থেকে।

এখন তিনি ভারত সরকারের আশ্রয়ে থেকে মাঝেমধ্যে নিজের দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস সম্পর্কে বিবৃতি ও ভাষণ দিতে থাকায় দিল্লি-ঢাকা সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত ও জটিল হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে এখন মৌলবাদীদের দাপট ক্রমশ বেড়ে চলেছে। জাতির জনক মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত সবকিছু ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে। মুজিবের নাম মুছে ফেলা হয়েছে স্কুলের সিলেবাস থেকে। হামলা থেকে রেহাই পায়নি ভারতের নাম জড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ভবন। জাতীয় স্লোগানের মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হয়েছে 'জয় বাংলা'র।

হাসিনা-জমানাতে সংখ্যালঘু নির্যাতন হয়নি তা নয়। কিন্তু গত পাঁচ মাসের দমনপীড়ন অবর্ণনীয়। পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হচ্ছে একের পর এক হিন্দু মন্দির, উপাসনালয়। অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে সন্ন্যাসীদের। হামলা চলছে হিন্দুপাড়ায়। ভীতসন্ত্রস্ত বহু হিন্দু পরিবার পালিয়ে আসছে ভারতে। কথায় কথায় বাংলা, বিহার, ওড়িশা দখলের হুমকি উঠছে বাংলাদেশে। আগরতলায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের অফিসে হামলার প্রতিবাদে প্রায় রোজই আখাউড়া সীমান্তে বিএনপির 'লং মার্চ'-এর আস্ফালন ইত্যাদিতে চরম ভারতবিরোধী আবহ।

এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রির ঢাকা সফর নিঃসন্দেহে মোদি সরকারের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস, বিদেশসচিব জসিমউদ্দিন সহ গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী আরও অনেকের সঙ্গে মিশ্রির বৈঠক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের শীতলতা কিছুটা হলেও কাটাতে পেরেছে। তবে হাসিনার বিবৃতি নিয়ে ঢাকা যথেষ্ট ক্ষুব্ধ। যদিও দিল্লির অবস্থান হল, অতীতে দলাই লামার মতোই ভারতে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে হাসিনাকে।

কিন্তু তাঁর বিবৃতির সঙ্গে কোনও যোগ নেই বলে অবস্থান স্পষ্ট করেছে নয়াদিল্লি। মিশ্রির সফরে ভারতের প্রাপ্তি বলতে, এই প্রথম সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ মেনে বিভিন্ন ঘটনায় মোট কতজন গ্রেপ্তার, কী কী পদক্ষেপ ইত্যাদি জানিয়েছে ইউনূস সরকার। পাশাপাশি কলকাতায় ইস্টার্ন কমান্ডের সদর দপ্তর ফোর্ট উইলিয়ামে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল।

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের জয়ের স্মরণে ফি বছর এই দিনটি ফোর্ট উইলিয়ামে পালিত হয়। হাসিনা সরকারের পতনের পরিপ্রেক্ষিতে এবারের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি প্রতিনিধিদলের যোগদান অনিশ্চিত ছিল। শেষপর্যন্ত সেই অনিশ্চয়তা কেটেছে। তবে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ভারত এখনও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। দু'দিন আগে লোকসভায় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের বক্তব্যে তা ধরা পড়েছে।

সংখ্যালঘু নিপীড়ন নিয়ে উদ্বিগ্ন আমেরিকার বাইডেন সরকারও। প্রতিবেশী বড় দেশ হিসেবে দায় অবশ্য ভারতেরই বেশি। মোদি সরকারকে তাই অনেক সাবধানে এগোতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের শাসক তৃণমূল ও বিজেপিরও মন্তব্য করার ক্ষেত্রে সতর্ক এবং সংযত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা-এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক।

-ভগবান

১৬ ডিসেম্বর ও বাংলাদেশের ডিগবাজি

আজকের দিনের সঙ্গে ভারত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, ইন্দিরারও নাম আসে। পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয় মনে করায়!

সুমন ভট্টাচার্য

"বিষণ্ণ বিস্ময়। আমি বাংলাদেশের টেলিভিশন চ্যানেলের একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে এখনও দেখলাম না, কোনও চ্যানেলে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কোনও অনুষ্ঠান হতে। আগে প্রতি বছর ডিসেম্বর এলেই মুক্তিযুদ্ধের সেই চূড়ান্ত পর্ব নিয়ে ধারাবাহিক অনুষ্ঠান হত। আলোচনায়, গানে, কবিতায় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ অনুরণন দেখতাম সর্বত্রই। এবার কী হল? মুক্তিযুদ্ধ কেন চলে গেল প্রান্তিক অবস্থানে? আমি জানি না, কেউ কি জানেন!"

"জামাত যদি ভারতপন্থী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা না করত, আমরা '২৪-এ এসেও স্বাধীনতা পেতাম না। জামাত যা ৫০ বছর আগে বোঝে, বাঙালি তা বোঝে এত দিনে।"

সোমবার, ১৬ ডিসেম্বরকে ভারতবর্ষ বা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে আমরা বাঙালিরা কীভাবে দেখব, তার উত্তর লুকিয়ে আছে সমাজমাধ্যমে ভাইরাল উপরের দুটি পোস্ট ঘিরে।

প্রথম পোস্টটি মার্কিন প্রবাসী বাংলাদেশের এক সাহিত্যিক- সাংবাদিকের, যিনি বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তর রেডিও নেটওয়ার্কের বাংলা বিভাগের প্রধান। তাঁর যে 'বিস্ময়', অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ কেন মুক্তিযুদ্ধকে স্মরণ করছে না সেইভাবে, তার উত্তর লুকিয়ে আছে আবার বাংলাদেশে থাকা জামাতের এক নেতার ওই ভাইরাল হওয়া পোস্টে। যেখানে তিনি, বাংলাদেশের জামাতের ওই নেতা স্পষ্টতই বলে দিচ্ছেন, ১৯৭১-এর ১৪ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীদের যে হত্যা করা হয়েছিল, তার দায়িত্ব তাঁদের। আর জামাত জেনে বুঝেই ভারতপন্থী লেখক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, চিকিৎসকদের হত্যা করেছিল, কারণ তা না হলে '৭১-এর ৫৩ বছর বাদেও আওয়ামি লিগকে উৎখাত করে 'গণ অভ্যুত্থান' ঘটানো সম্ভব হত না।

প্রশ্ন উঠবেই, তাহলে আজকের বাংলাদেশের কাছে ১৬ ডিসেম্বর বা স্বাধীনতা দিবস উদযাপন আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? যেহেতু এই বিষয়ে কারও কোনও সংশয় নেই যে, বর্তমান ইউনূস প্রশাসনের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশের জামাত বা বেশ কিছু মৌলবাদী শক্তিই, তাহলে কি ঢাকা ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে সত্যিই কিছুটা পিছনে ঠেলে দিতে চাইছে? কারণ ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের সঙ্গে ভারত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, ইন্দিরা গান্ধির নাম আসে এবং অবশ্যই পাকিস্তানের শোচনীয় পরাজয়কে মনে করায়!

১৯৭১-এ যেহেতু জামাত ঘোষিতভাবেই পাকিস্তানের সঙ্গে ছিল, ১৬ ডিসেম্বর বা জেনারেল নিয়াজির, মহা দাপুটে পাক সেনা অফিসার জেনারেল নিয়াজি, যিনিও ১৯৭১-এর ওই ডিসেম্বরে ঢাকায় বসে রোজ বলতেন, "তিনদিনের মধ্যে কলকাতা দখল করব", আর "ফোর্ট উইলিয়ামে পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়ে ওবেরয় গ্র্যান্ডে বসে চা খাব", তাঁর জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণের 'আইকনিক' ফ্রেমটা কি জামাতপন্থীদের অস্বস্তি দেয়?

এটা আলাদা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যে, বাংলাদেশে এই ডামাডোলের সময়ে ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষও সেনাপ্রধানের ঘর থেকে জগজিৎ সিং অরোরা আর নিয়াজির সইসাবুদের সেই ঐতিহাসিক ছবিটি সরিয়ে ফেলেছে। আসলে যা ছিল নয়াদিল্লির চূড়ান্ত বিজয়ের অর্ধশতাব্দী ধরে প্রতীক এবং যে নতুন দেশের পৃথিবীর মানচিত্রে আবির্ভাব এত দিন ভারতবর্ষ গর্ব ভরে স্মরণ করত, সেই 'প্রতিবেশী'ই যদি সেই দিনটির কথা মনে না রাখতে চায়, তাহলে নয়াদিল্লি কেন সেই টেক্কার তাসটিকে টেবিলের উপর রাখবে?

১ লক্ষ ৭০ হাজারের কিছু বেশি পাকিস্তানি সেনা নিয়ে জেনারেল নিয়াজির অসহায় আত্মসমর্পণের ছবি হয়তো ভারতীয় সেনাপ্রধান তাঁর ঘর থেকে সরিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু ফোর্ট উইলিয়াম থেকে ভারতের সব সেনা দপ্তরই ১৬ ডিসেম্বর উদযাপন করছে। কারণ নয়াদিল্লি জানে যে, ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর যে ইতিহাস লেখা হয়েছিল, তা আসলে শুধু বাংলাদেশ নামে একটি রাষ্ট্রের জন্ম দেয়নি, দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসকে বদলে দিয়েছিল।

হেনরি কিসিঞ্জার থেকে শুরু করে, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির সব 'চাণক্য'ই লিখে গিয়েছেন, ইন্দিরা গান্ধি এবং শেখ মুজিবুর রহমান আধুনিক পৃথিবীর অন্যতম সেরা যে 'মহাকাব্য' লিখেছিলেন, যাকে আজকের ঢাকা ভুলতে চায়, সেই দিন কিন্তু তা ওয়াশিংটনকে এমনভাবে ধাক্কা দিয়েছিল যে, আমেরিকা ভিয়েতনাম থেকেও সরে আসার সিদ্ধান্তের দিকে হাঁটতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৭১-এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক তাৎপর্য এতটাই ছিল।

জামাত নেতাদের বক্তব্য এবং ওই ভাইরাল হওয়া পোস্ট এই ১৬ ডিসেম্বর যে প্রশ্নটা উসকে দিচ্ছে এবং যা হয়তো এপারের বাঙালিদের জন্যও উদ্বেগের, তা হল বাংলাদেশের বর্তমান শাসকরা কি তাহলে 'জামাত' এবং 'বাঙালি' নিয়ে আবার চর্চা করছে? অর্থাৎ খুব সহজভাবে বলতে গেলে, ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময় জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব, যা এই উপমহাদেশের বড় অংশের মুসলিমদের প্রভাবিত করেছিল এবং যাকে নস্যাৎ করে দিয়ে মাত্র ২৪ বছরের মধ্যে মুজিবুর রহমান যে 'বাঙালি জাতিসত্তা'-কে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন, তাকে কি বাংলাদেশ ভুলতে চাইছে? তা না হলে জামাত কেন 'বাঙালির বুঝতে ৫০ বছর লাগল' বলে ব্যঙ্গ করছে?

একটা দেশের গণতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় কাঠামো কোন পথে চলছে তা বোঝার কিছু পরিমাপক বা প্যারামিটার আছে। আমেরিকা বিভিন্ন ধরনের রাজনীতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছে এবং যাচ্ছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা অথবা ডোনাল্ড ট্রাম্প কেউই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস যে ৪ জুলাই, সেটা অস্বীকারের চেষ্টা করেননি।

ভারতবর্ষে কংগ্রেসের একাধিপত্য ছিল ১৯৭৭ পর্যন্ত। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধির শাসন, জরুরি অবস্থা এবং তারপরে জনতা দলের সরকার আসার পর অ-কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোরারজি দেশাই ১৯৪৭-কেও ভুলে যাননি, বা ১৫ অগাস্টকেও পিছনের দিকে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেননি। নেহরু এবং গান্ধি পরিবারকে নিয়ত গালপাড়া নরেন্দ্র মোদিও মহাত্মা গান্ধির চরকার সামনে দাঁড়িয়ে ফ্রেমবন্দি হন, ১৫ অগাস্ট লালকেল্লা থেকে পতাকা তোলাটাকে তিনি এবং তাঁর দল উদযাপন করেন।

আজকের বাংলাদেশ যেভাবে ১৪ ডিসেম্বরের শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবসে কোনওরকম আলোচনা বা স্মরণকে এড়িয়ে যাচ্ছে, কিংবা ১৬ ডিসেম্বর উদযাপনে ভারতের সঙ্গে 'সম্পৃক্ততা' পরিহার করে চলতে চাইছে, তা অবশ্যই অনেক ধারণার জন্ম দেয়।

১৯৭১ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত আসতে আসতে এমনটা নয় যে, বাংলাদেশে সবসময় আওয়ামি লিগই চালকের আসনে ছিল। জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি বাংলাদেশ চালিয়েছে, ঢাকায় কর্তৃত্বের রাশ গিয়েছে এরশাদের হাতে। কিন্তু ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসাররাও মনে করে বলতে পারছেন না, কবে এমনটা হয়েছে যে, ঢাকা তাদের 'নির্বাচিত মুক্তিযোদ্ধা'দের কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে পাঠাতে অস্বস্তি বোধ করেছে! এরশাদ হয়তো তাঁর পছন্দমতো 'মুক্তিযোদ্ধা'দের নির্বাচন করেছেন, বিএনপি তাদের তালিকার 'মুক্তিযোদ্ধা'দের পাঠিয়েছে। এবারের ঘটনাক্রম প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে, ঢাকার বর্তমান শাসক, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস এবং পৃষ্ঠপোষক শক্তিগুলি কি তাহলে আসলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়েই ততটা 'স্বচ্ছন্দ' নয়? জামাত তো সেদিন, ১৯৭১-এ না হয় চায়নি পাকিস্তান যুদ্ধে হারুক, আজকের বাংলাদেশে তারা কী চায়?

১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানকে যুদ্ধে হারানো এবং তারপরে ভারতের ভূমিকা, এই তিনটে শব্দবন্ধতেই যদি বাংলাদেশের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর আপত্তি থাকে, তাহলে প্রতিবেশী দেশে কেন সংখ্যালঘু নির্যাতন হচ্ছে বা আর 'জয় বাংলা' স্লোগান জাতীয় স্লোগান থাকছে না, তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। তখন আমাদের বুঝে নিতে হবে, মুহাম্মদ ইউনূস "ছাত্ররা 'রিসেট' বোতাম টিপে দিয়েছে" বলতে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন।

১৯৭১ দেখে এপারের বাঙালি দেশভাগের দগদগে ক্ষত ভুলতে চেয়েছিল, মনে করেছিল পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম নেওয়া আসলে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগকে অস্বীকার করে আবার 'বাঙালি জাতিসত্তা'র উন্মেষ।

৫৩ বছরের ব্যবধানে আমাদের আবারও বুঝতে হচ্ছে, এত দিন ধরে কি তাহলে আমরা 'ভ্রম'-এর মধ্যে ছিলাম? বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকে যখন বাংলাদেশের জামাত 'ঠিক কাজ' বলে মনে করিয়ে দিচ্ছে, ওপারের হিন্দু পরিবারের নাবালিকা কিশোরী সীমান্ত পেরিয়ে এসে যখন সংখ্যালঘু নির্যাতনের কথা বলছে, তখন বুঝতে পারছি, ইতিহাস আবার আমাদের এক সন্ধিক্ষণে নিয়ে এসেছে।

এপারের, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সেই সন্ধিক্ষণে রাস্তা খুঁজে নিতে হবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৮৪০

সমাজসংস্কারক উমেশচন্দ্র দত্তের জন্ম আজকের দিনে।

১৮৮২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সংগীতজ্ঞ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোচিত

বাংলাদেশ সরকারের বিজয় দিবসের পোস্টারে সবচেয়ে বড় ছবিটি ছাপা হয়েছে নিহত এক জামায়াতে ইসলামির কর্মীর। কিন্তু তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল। বাংলাদেশের জয় চায়নি। আহা, আমার দুর্ভাগা বাংলাদেশ।

- তসলিমা নাসরিন

ভাইরাল/১

'মানুষের মতো হাঁটতে গেলে হোঁচট খাওয়া শিখতে হবে'- সম্প্রতি এমনই ক্যাপশনে টেসলার শেয়ার করা ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, তাদের তৈরি রোবট ঢাল দিয়ে নীচে নামার সময় মানুষের মতো হোঁচট খাচ্ছে। তাল সামলে আবার হাঁটতে শুরু করেছে। তাকে ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে দেখা যাচ্ছে।

ভাইরাল/২

চিকেন টিক্কা চকোলেট! ব্যাপারটা কী? জার্মানির এক রেস্তোরাঁর মালিক একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। যেখানে একাকার চিকেন টিক্কা এবং চকোলেট। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভদ্রলোকের এই ভিডিও শেয়ার করেছেন অনেকেই। নিন্দাও করছেন।

জনমন

জনমত

ক্যানসার নিয়ে আরও সচেতনতা চাই

ক্যানসার রোগে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর পরে স্বাভাবিকভাবে কতগুলি বিষয় এসে দাঁড়ায়। যেমন, ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণির শিক্ষিত মানুষজনের বেশিরভাগেরই ক্যানসার সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই বলে মনে হয়। এই অবস্থায় প্রতিটা হাসপাতাল, নার্সিংহোম, মেডিকেল কলেজের ক্যানসার ডিপার্টমেন্ট এবং যেখানে ক্যানসারের চিকিৎসা হয় সেইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ যদি প্রতিনিয়ত গ্রামেগঞ্জে, শহরাঞ্চলে, বিভিন্ন ক্লাবে শিবির করে ক্যানসার সম্পর্কে সচেতন করে তাহলে খুবই ভালো হবে বলে মনে হয়।

দ্বিতীয়ত, এই ক্যানসার রোগের উপসর্গ, কীভাবে মনিটর করতে হয় বা কোন হাসপাতালে যেতে হয় প্রভৃতি ব্যাপারে কাউন্সেলিংয়ের ভীষণ অভাব আছে বলে মনে হয়। তৃতীয়ত, ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য প্রচুর টাকার দরকার। এই টাকার জোগান দিতে প্রচলিত যেসব সরকারি প্রকল্প আছে সেটাই হয়তো যথেষ্ট নয়। সেজন্য অর্থনৈতিকভাবে যাঁদের সামর্থ্য রয়েছে তাঁদের নিজেদের জন্য মেডিক্লেমের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে হয়।

সার্বিকভাবে সচেতনতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য করতে পারে। সেইসঙ্গে চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা এবং আন্তরিকতার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার থাকা অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে হয়। কারণ, ক্যানসার এমন একটি রোগ যেখানে রোগীকে সুস্থ করার জন্য কেমোথেরাপি বা রেডিয়েশনের পাশাপাশি রোগীকে মানসিকভাবে সুস্থ ও হাসিখুশিতে রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে চিকিৎসাকেন্দ্রগুলির ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সুব্রত ভট্টাচার্য
পূর্ব অরবিন্দনগর, জলপাইগুড়ি।

লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে লেখা কই

বইমেলা নিয়ে দৈনিক প্রতিবেদন বেরোচ্ছে এর ওর তার কলমে-খুব ভালো। কিন্তু ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকা মানে লিটল ম্যাগাজিন স্টলের বিষয়ে তেমন লেখা চোখে পড়ে না। কেমন যেন একটা উদাসীন ভাব! তাছাড়া ভাষা সাহিত্য নিয়ে আলোচনার খবরও সেই অর্থে প্রকাশিত হয় না, কারণ সেটা ভরদুপুরে করার অনুমতি দেওয়া হয় না। সেই সময় মেলা প্রাঙ্গণে দর্শক-শ্রোতা থাকে না বললেই চলে।

এই অবস্থায় লিটল ম্যাগাজিন স্টলের দিকে নজর দিতে উত্তরবঙ্গ বইমেলা কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ রইল।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দরিদ্র বনাম হতদরিদ্র নিয়ে সংঘাত

ভুল সমীক্ষা প্রমাণিত আবাস যোজনায়। এই আর্তিতেই এক কোচবিহারের শীতলকুচি থেকে বালুরঘাটের শীতলাপাড়া।

অজিত ঘোষ

'শীতে ঠান্ডা বাতাস হুহু করে ঢোকে। ঘরে থাকা যায় না। ফুটো টিনের চাল দিয়ে বর্ষায় পড়ে জল। রাত জেগে এককোণে বসে থাকতে হয়। একটা ঘর পেলে কত যে উপকার হত। সরকার একটা ঘর দিক আমাদের।'

আবাস যোজনার ঘর চেয়ে জানালেন চাকুলিয়ার সুনু যোগী। একই অবস্থা মালদার ভূতনির অয়ন মণ্ডলের। বাড়ির নামে তাঁর আছে একটি ঘর। বাড়ি না বলে জরাজীর্ণ সভ্যতার নিদর্শনও বলা যেতে পারে। গঙ্গার চরের দু'হাত দূরে বাঁশের খুঁটি দিয়ে তৈরি ঘরে মরচে ধরা টিনের চাল। কাশফুলের শুকনো খড় আর বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া। ঘরের মেঝেতে প্লাস্টিক পেতে বর্ষার জলের মোকাবিলা করতে হয়। রতুয়ার ফুলকুমারী দাসের কথায়, 'আমরা কি ঘর পাব না? আমাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে না? নদীপারে প্রবল শীত ও বর্ষায় ত্রিপলের নীচে কীভাবে বাস করব?' 'আর কত গরিব হলে আবাসের ঘর মিলবে?' প্রশ্ন তপনের নিতাই দাসের।

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণ তালিকায় নাম নথিভুক্তদের মধ্যে প্রকৃত প্রাপকদের চিহ্নিতকরণের কাজে গিয়ে আর্জির সঙ্গে আর্তির পার্থক্যটা বুঝেছেন আবাস সমীক্ষকরা। এই আর্তিতেই এক হয়েছে কোচবিহারের শীতলকুচি থেকে বালুরঘাটের শীতলাপাড়া। সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রকল্পটির আবেদনের সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ফলে সংখ্যাটা আরও বাড়বে।

এঁদের কেউ নির্মাণশ্রমিক, কেউ ইটভাটার, কেউ আবার মাঠেঘাটের দিনমজুর। কেউ বা অন্য পেশার মানুষ। এককথায়

প্রত্যেকেই নিম্ন আয়ের মানুষ। যাঁদের ধড়ে ধুঁকতে থাকা প্রাণ থাকলেও মাথা গোঁজার ঘর নেই। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলেও অর্ধাহার-অনাহারে অভ্যস্ত। কারও টাকা ঢুকেছে অন্যের অ্যাকাউন্টে। কেউ ঘর পেতে কাটমানি দিয়েছেন। কোথাও একই নেতার নামে এসেছে একাধিক ঘর। নাম জড়িয়েছে শাসক-বিরোধী উভয় শিবিরের।

চলতি বছরের প্রথমেই আমেরিকার একটি গবেষণা সংস্থা 'ব্রুকিংস' জানিয়েছে, 'ভারতে হতদরিদ্র বলে আর কেউ নেই।' এবছরেরই জুলাই মাসে ভারতে দরিদ্র মানুষের অনুপাত নিয়ে নীতি আয়োগের সমীক্ষায় বলা হয়েছে, বিগত দশ বছরে দারিদ্র্যের অনুপাত ও তীব্রতা দুই-ই উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। গরিবি হটানোর বিভিন্ন পদক্ষেপে ২৫ কোটিরও বেশি সংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমা পেরিয়েছেন। কমেছে দৈনিক আয়ের নীচে বসবাসকারী মানুষের হারও। ২০১১-'১২ সালে এই হার ছিল ৫৩.৬ শতাংশ, যা ২০২২-'২৩ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২০.৮ শতাংশে।

২৫ জুন, ২০১৫-তে 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' প্রকল্পটির পথ চলা শুরু। সেসময় লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১.২২ কোটি বাড়ি নির্মাণের। ২০২৪-এ লক্ষ্যমাত্রা পৌঁছেছে ২.৯৫ কোটি।

প্রশ্ন উঠেছে লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধিতে। সংঘাত দেখা দিয়েছে দরিদ্র আর হতদরিদ্র শব্দ দুটিতে। গ্যাসের কানেকশন, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে দরিদ্রের হার কমানো হয়েছে। আর হতদরিদ্র? যদি না-ই থাকে তবে আবাস যোজনার লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি হয় কী করে? ব্রুকিংসয়ের পরিসংখ্যান দেশের দুই-তৃতীয়াংশ জনগণকে প্রদেয় বিনামূল্যে র‍্যাশন ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে রাখেনি। যদি গৃহহীন মানুষকেও ওই পরিসংখ্যানে না রাখতেন তাহলে নিশ্চিত পরিসংখ্যানের সঙ্গে গৃহহীন মানুষের অনুপাতটা একটি সীমানারেখার আকার ধারণ করত না। যে রেখার এপারে দরিদ্র ওপারে হতদরিদ্র।

(লেখক গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৪

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। সবসময় ব্যবহারের ছোট প্লেট বা ডিশ ৪। যা তুললে মৃত্যু অনিবার্য ৫। শস্যদানার ওপরের আবরণ ৭। একটা ফল অথবা রংয়ের নাম ৮। সরকারি সিলমোহর সমেত জমির দলিল ৯। মুশকিল বা দিগদারি ১১। ময়ূরের পাখা বা লেজ ১৩। চাঁদের হিসেবে সময়ের মাপ ১৪। ঈশ্বরের নামে শপথ ১৫। হুঁকোর সঙ্গে সম্পর্কিত।

উপর–নীচ : ১। শিবের ধনুর্বাণ ২। অস্থির প্রকৃতির মহিলা ৩। ব্যবসায়ীর নতুন বছরের হিসেবের খাতা ৬। প্রমাণপত্র বা নথি ৯। খুব তাড়াতাড়ি ১০। হাতে একেবারেই টাকাপয়সা নেই ১১। মৃতদেহের জন্য নতুন বস্ত্র ১২। জমির কাঁচা দলিল।

সমাধান ■ ৪০১৩

পাশাপাশি : ১। বরবাদ ৩। গীতল ৫। তরণী সেন ৭। মশান ৯। গামছা ১১। বনভোজন ১৪। সারাই ১৫। বয়লার।

উপর–নীচ : ১। বকলম ২। দলিত ৩। গীর্বাণী ৪। লন্ডন ৬। সেলাম ৮। শালীন ১০। ছারখার ১১। বচসা ১২। ভোরাই ১৩। নবাব।

বিন্দুবিসর্গ

বিজয় দিবসের আগে বার্তা হাসিনার

ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর : বিজয় দিবসের প্রাক্কালে রবিবার আওয়ামি লিগের ফেসবুক পেজে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি বিবৃতি জারি করে ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে ফের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আগামীকাল মহান বিজয় দিবস। বাংলাদেশের বিজয়ের ৫৩ বছর পূর্তি হবে। শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বাঙালি জাতি।'

ইউনূসের সরকারকে বিঁধে হাসিনা বলেছেন, 'দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশবিরোধী গোষ্ঠী অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। ফ্যাসিস্ট ইউনূসের নেতৃত্বে অগণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর জনতার প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই। তাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকা শক্তির বিরুদ্ধে বিষোদগার করা। স্বাধীনতাবিরোধী, উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে তারা প্রচ্ছন্নভাবে মদত দিচ্ছে। জাতীয় শোক দিবস, সংবিধান দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলি বাতিল করা হয়েছে। জয় বাংলা জাতীয় স্লোগান ঘোষণার রায় স্থগিত করা হয়েছে।' তাঁর দাবি, 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি দেশের মানুষের নির্ভেজাল অনুরাগের চাপে দায়সাড়া গোছের আচার পালন করছে বর্তমান সরকার। তারা পারলে মুক্তিযুদ্ধের চিহ্ন মুছে ফেলত।' আওয়ামি লিগের তরফে সোমবার যে কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন, ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গনে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিতে শ্রদ্ধা এবং বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনাসভারও আয়োজন।

> বাংলাদেশের বিজয়ের ৫৩ বছর পূর্তি হবে। শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের এই দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে বাঙালি জাতি।
>
> **শেখ হাসিনা**

তবে ইউনূস সরকার একেবারে পিছিয়ে থাকছে না। এদিন অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে ১০ টাকা মূল্যের একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়। সেইসঙ্গে ১০ টাকা মূল্যের উদ্বোধনী খাম এবং ৫ টাকা মূল্যের একটি ডাটাকার্ডও প্রকাশ হয়েছে এদিন।

রবিবার বিকালে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এগুলির উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম এবং আরও অনেকে। এবার বিজয় দিবসে দেশজুড়ে বিজয় মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

এদিকে নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন এদিন ফেসবুকে লিখেছেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদদের লাশ তোলা যাবে না বলে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র নেতা সারজিস আলম। কেন এত ভয়? লাশ তুললে বোঝা যাবে রাজাকার স্লোগান দেওয়া শিবির ও হিযবুত তাহরীরের গুলিতে তারা মারা গিয়েছে।

বাইশ গজের যুদ্ধে সাংসদরা

অনুরাগের সেঞ্চুরি, সেরা বোলার হুডা

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : ব্যাট করছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী তথা হামিরপুরের বিজেপি সাংসদ অনুরাগ ঠাকুর। অপর প্রান্ত থেকে বল করতে আসছেন আপের রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডা। লোপ্পা বল পেতেই সপাটে ছক্কা হাঁকিয়ে সেঞ্চুরি করলেন অনুরাগ। শীতের রবিবাসরীয় দুপুরে এমনই দৃশ্যের সাক্ষী থাকল মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়াম। দেশ থেকে যক্ষ্মা নির্মূলের মহান ব্রত কাঁধে নিয়ে এদিন একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। একদিকে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান একাদশ। যার ক্যাপ্টেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী তথা অরুণাচল পশ্চিমের বিজেপি সাংসদ কিরেন রিজিজু। লোকসভার স্পিকার একাদশের ক্যাপ্টেন ছিলেন খোদ অনুরাগ। দুই দলেই শাসক-বিরোধী শিবিরের একাধিক সদস্য খেলেন। শেষমেশ চেয়ারম্যান একাদশকে ৭৩ রানে পরাজিত করে স্পিকার একাদশ।

সংসদের অন্দরে প্রতিদিনই একে অন্যকে তীব্র বাক্যবাণে বিদ্ধ করেন তাঁরা। লোকসভা এবং রাজ্যসভায় শাসক-বিরোধী সদস্যদের বাগযুদ্ধে প্রায় প্রতিদিনই ভন্ডুল হয়েছে এবারের শীতকালীন অধিবেশন। কিন্তু রবিবার একটু অন্য মেজাজে ধরা দিলেন শাসক ও বিরোধী শিবিরের সাংসদরা। চুটিয়ে ক্রিকেট খেলেন দুই দলের সদস্যরা। খেলা দেখতে এসে ব্যাট হাতে মাঠে নেমে পড়েন স্পিকার ওম বিড়লাও। তবে যতটা দক্ষতার সঙ্গে লোকসভার ট্রেজারি এবং বিরোধী বেঞ্চকে তিনি সামলান, ব্যাট হাতে বল পেটানোয় ততটা দক্ষতা দেখাতে পারেননি তিনি।

পীযূষ গোয়েল ট্রফি তুলে দিলেন জয়ী ক্যাপ্টেন কিরেন রিজিজুকে।

অনুরাগ এদিনের খেলায় একাই করেন ১১১ রান। অধিবেশন চলাকালীন বিরোধীদের লাগাতার আক্রমণ শানান বিজেপির সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তাঁকে এদিনের খেলায় সেরা ফিল্ডার হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। সেরা বোলারের শিরোপা পান কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দর সিং হুডা। সুপার ক্যাচের শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছেন উত্তর-পূর্ব দিল্লির বিজেপি সাংসদ মনোজ তিওয়ারি। প্রত্যেককে অভিনন্দন জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। এদিনের ম্যাচে বিজেপির তরফে সর্বানন্দ সোনোয়াল, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, কংগ্রেসের গৌরব গগৈ, ইমরান প্রতাপগারহি, তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন এবং ইউসুফ পাঠানরা অংশ নিয়েছিলেন। আপের তরফে রাঘব চাড্ডার পাশাপাশি হরভজন সিংও অংশ নিয়েছিলেন খেলায়।

যে উদ্দেশ্য নিয়ে খেলার আয়োজন করা হয়েছিল তাকে সাধুবাদ জানিয়ে অনুরাগ বলেন, 'যক্ষ্মা একটি মারাত্মক রোগ। এর মোকাবিলায় সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার। সরকার, সমাজ এবং সাংসদদের এটা দায়িত্ব। প্রধানমন্ত্রী দেশকে ২০২৫-এর মধ্যে যক্ষ্মা মুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিয়েছেন। ২০১৫ থেকে এখনও পর্যন্ত ৩৮ শতাংশ যক্ষ্মার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে।' অপরদিকে কিরেন রিজিজু বলেন, 'আমাদের মন্ত্র হল যক্ষ্মামুক্ত ভারত এবং ফিট ইন্ডিয়া আন্দোলন।' রাঘব চাড্ডা বলেন, 'এটা খুব ভালো উদ্যোগ। একটি মহৎ কারণে এই খেলার আয়োজন করা হয়েছে। এই ম্যাচের মাধ্যমে সারাদেশে সচেতনতা পৌঁছোবে।'

দিল্লিতে চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা প্রকাশ আপের

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : আসন্ন বিধানসভা ভোটে দিল্লিতে একক শক্তিতে লড়াই করবে আপ। রবিবার চতুর্থ তথা শেষ দফার প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করে সেই বার্তাই দিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। আপের শেষ দফার তালিকায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল ছাড়াও রয়েছেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মারলেনা। দুজনেই নিজেদের পুরোনো আসনে প্রার্থী হয়েছেন। এছাড়া সৌরভ ভরদ্বাজ, গোপাল রাই, সত্যেন্দ্র জৈন, দুর্গেশ পাঠকের মতো পরিচিত মুখদেরও প্রার্থী করা হয়েছে।

নয়াদিল্লি আসনে লড়বেন কেজরিওয়াল। অতিশী প্রার্থী হচ্ছেন কালকাজি থেকে। গ্রেটার কৈলাস কেন্দ্রে আপ প্রার্থী সৌরভ ভরদ্বাজ। গোপাল রাই টিকিট পেয়েছেন বাবরপুর আসনে। লোকসভা নির্বাচনে দিল্লির ৭টি আসনে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে লড়াই করেছিল আপ। তবে একটিতেও জিততে পারেনি ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক দল। লোকসভা ভোটে বিজেপির কাছে ৭-০-এ হারের পর বিধানসভা নির্বাচনে আলাদা লড়াই করছে আপ, কংগ্রেস। তবে কংগ্রেসকে টেক্কা দিয়ে আগেই দিল্লি বিধানসভার ৭০টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করল আপ।

এর আগে শুক্রবার প্রথম দফায় ২১ জনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। কেজরিওয়ালের নয়াদিল্লি আসনে কংগ্রেস প্রার্থী করেছে প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের পুত্র সঞ্জয় দীক্ষিতকে। একসময় নয়াদিল্লি আসনটি কংগ্রেস তথা শীলা দীক্ষিতের দুর্গ বলে পরিচিত ছিল। ২০১৩-য় সেখানেই শীলাকে পরাজিত করেন কেজরিওয়াল। তখন থেকে টানা দু-দফায় নয়াদিল্লি আসনে জয় পেয়েছেন তিনি। গত ২টি বিধানসভা ভোটে দিল্লিতে খাতা খুলতে পারেনি কংগ্রেস। অন্যদিকে আপ-কংগ্রেস দ্বৈরথের সুযোগে দিল্লি দখলে মরিয়া বিজেপি।

শাম্ভু সীমানায় আন্দোলনে কৃষকরা। তাঁদের খাবারের জন্য রান্নায় ব্যস্ত মহিলা কৃষকরা। রবিবার।

রাজ্যসভায় জোড়া কৌশল তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : সোমবার থেকে রাজ্যসভায় সংবিধান ইস্যুতে হতে চলা বিতর্কে নতুন কৌশল গ্রহণ করতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। সাধারণত এই ধরনের আলোচনায় দলের বরাদ্দ সময়ে দুই বা তিনজন সাংসদ বক্তব্য রাখেন। তবে এবার তৃণমূল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভিন্নভাবে তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবে। পাশাপাশি নজর রাখা হবে শাসক শিবিরের সাংসদের শব্দ চয়নের দিকে। কোনও বিজেপি সাংসদ আপত্তিকর মন্তব্য করলে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ দেবে তৃণমূল। ইতিমধ্যে সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর বিরুদ্ধে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ জমা দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। অভিযোগ, রিজিজু বিরোধী সাংসদদের উদ্দেশে অপমানজনক মন্তব্য করেছেন। সংসদে তৃণমূলের এই নতুন স্ট্র্যাটেজি শাসক-বিরোধী সংঘাতের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

লোকসভায় ইতিমধ্যে তৃণমূলের পক্ষে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহুয়া মৈত্র এবং সৌগত রায় সংবিধান নিয়ে বক্তব্য রেখেছেন। সূত্রের খবর, লোকসভার বিপরীতে রাজ্যসভায় দলের সাংসদদের প্রত্যেকে বক্তব্য রাখবেন। প্রত্যেক সাংসদের জন্য বরাদ্দ থাকবে ৩ মিনিট করে সময়। সংবিধানের প্রস্তাবনার এক একটি শব্দ ধরে একজন করে সদস্য বক্তব্য রাখবেন। কেউ 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি নিয়ে বলবেন, কেউ আবার 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি নিয়ে আলোচনায় অংশ নেবেন। 'গণতান্ত্রিক' শব্দটির ওপর ভিত্তি করে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবেন কোনও সাংসদ। কেউ বা 'স্বাধীনতা' ও নাগরিক অধিকারের ওপর জোর দেবেন।

এই কৌশল তৃণমূল কংগ্রেসকে একদিকে যেমন রাজ্যসভায় আরও প্রভাবশালী করে তুলবে, তেমনি প্রত্যেক সাংসদের বক্তব্য দলীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে সংগঠিতভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করবে বলে ঘাসফুল শিবিরের ধারণা। তৃণমূল সাংসদদের বক্তব্য রাখার সময় প্রাধান্য পাবে শ্রেণি, ভাষা, সংস্কৃতিগত বৈচিত্র্য। এক তৃণমূল সাংসদের বক্তব্য, 'এর মাধ্যমে আমরা দলের বৈচিত্র্যকে তুলে ধরব।'

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকরের বিরুদ্ধে বিরোধীরা অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছে। চেয়ারম্যানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎও বন্ধ রেখেছেন বিরোধী দলগুলির সাংসদরা। তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি, এনসিপি-এসপি এবং শিবসেনা-ইউবিটি একত্রে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। যদিও কংগ্রেস সাংসদের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তিগতভাবে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করছেন বলে খবর।

'এক দেশ, এক ভোট' বিল পেশ নিয়ে ধন্দ

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সায় পাওয়ার পরেও 'এক দেশ, এক ভোট' বিল নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে নারাজ মোদি সরকার। তাই সোমবার লোকসভায় এই সংক্রান্ত বিলটি পেশ করার কথা থাকলেও সেটি হচ্ছে না বলে সূত্রের খবর। রবিবার সংশোধিত সংসদীয় তালিকাতেও এই বিল অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

ইতিমধ্যেই লোকসভার সমস্ত সাংসদকে ওই বিলটির একটি করে কপি পাঠানো হয়েছে। যাতে তাঁরা বিলটি বিস্তারিতভাবে পড়ে নিতে পারেন। কিন্তু কবে নাগাদ বিল পেশ হবে, তা নিয়ে চূড়ান্ত জটিলতা তৈরি হয়েছে। ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলবে। যদি সোমবার শেষপর্যন্ত বিলটি পেশ করা না হয়, তাহলে বিলটি আদৌ পেশ হবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হবে। একটি সূত্র জানিয়েছে, শীতকালীন অধিবেশন শেষ হওয়ার ঠিক আগে বিলটি পেশ করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিলটি নিয়ে চর্চার খুব একটা অবকাশ পাবে না বিরোধী শিবির। এর আগেও ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার মতো বিলগুলি অধিবেশনের একেবারে শেষলগ্নে লোকসভায় পেশ করা হয়েছিল। ফলে বিরোধীদের বিশেষ কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ওই বিলগুলি পাশ করিয়ে নিতে পেরেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। 'এক দেশ, এক ভোট' নিয়েও বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের তীব্র আপত্তি রয়েছে। সেক্ষেত্রে বিরোধীদের কথা বলার বিশেষ সুযোগ না দিয়েই বিলটি পাশ করিয়ে নিতে মরিয়া কেন্দ্রীয় সরকার।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েনের কটাক্ষ, 'এরাই ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করার সময় মাত্র দশ মিনিট আগে নোটিশ দিয়েছিল।' ১২ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে মন্ত্রীসভার বৈঠকে বিলটি অনুমোদন পায়। মন্ত্রীসভা দুটি খসড়া বিলে অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে একটি সংবিধান সংশোধনী বিল, যেখানে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন একত্রে আয়োজনের প্রস্তাব দেওয়া আছে। অন্যটি তিন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রযোজ্য। এই বিলের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এই পদক্ষেপকে 'অগণতান্ত্রিক' এবং 'যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী' বলে আখ্যা দিয়েছেন। শুক্রবার পর্যন্ত জানা ছিল, সংবিধানের ১২৯তম সংশোধনী বিল এবং কেন্দ্রশাসিত আইন (সংশোধনী) বিল সোমবার পেশ করা হবে। কিন্তু পরে সেগুলি অ্যাজেন্ডা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সংসদের মাটি খুঁড়ে যদি কিছু পাই : ওয়াইসি

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : রাম মন্দির-বাবরি মসজিদ বিতর্কে ইতে টেনেছে সুপ্রিম কোর্টের রায়। কিন্তু তারপরেই একাধিক ধর্মস্থান নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের সম্ভালের একটি মসজিদে সমীক্ষা চালানোর সময় জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে ৪ বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। শনিবার এই ইস্যুতে কেন্দ্র-বিজেপিকে নিশানা করলেন এআইএমআইএম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তাঁর প্রশ্ন, 'আমি যদি এখানকার মাটি খুঁড়ে কিছু পাই তাহলে কি সংসদ আমার হয়ে যাবে?' বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে গোরক্ষকদের অতিসক্রিয়তা নিয়েও সরব হয়েছিলেন ওয়াইসি। হায়দরাবাদের সাংসদ বলেন, 'অনেক রাজ্য আইন তৈরি করেছে। আপনি এটা খেতে পারবেন না। গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হরিয়ানা ও রাজস্থানে পুলিশ গো-রক্ষকদের ক্ষমতা দিয়েছে। গণপ্রহারের ঘটনা ঘটছে।... সাবির মালিককে বাজারের মধ্যে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।' সংখ্যালঘুদের নিশানা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন ওয়াইসি।

পদোন্নতি গৃহহীন সেনাকর্মীর

নায়েক থেকে লেফটেন্যান্ট

দেরাদুন, ১৫ ডিসেম্বর : জাতি হিংসার আগুন এখনও ধিকি ধিকি জ্বলছে। ঘরছাড়ার সংখ্যা ৬০ হাজার ছাড়িয়েছে। মণিপুরে কবে শান্তি ফিরবে, হলফ করে বলতে পারছেন না কেউই। হিংসা, খুনোখুনি, ধ্বংসযজ্ঞের রাশি রাশি ঘটনার মধ্যে সিগৌলাল ভাইহেইয়ের গল্পটা একটু অন্যরকম। আদতে মণিপুরের বাসিন্দা সিগৌলাল ভারতীয় সেনার নায়েক থেকে পদোন্নতি পেয়ে সদ্য লেফটেন্যান্ট হয়েছেন। শনিবার দেরাদুনে আয়োজিত সেনার এক অনুষ্ঠানে লেফটেন্যান্ট হিসাবে কমিশন পান তিনি।

অনুষ্ঠানের ফাঁকে জানালেন, মণিপুরে হিংসার শিকার হাজার হাজার মানুষের মধ্যে তাঁর গোটা পরিবার রয়েছে। পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বাড়িঘর।

সব হারিয়ে তাঁর বিধবা মা, স্ত্রী ও সন্তানরা এক সপ্তাহ ধরে সেনাশিবিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারপরেও এলাকায় ফিরতে পারেননি সিগৌলালের পরিজনরা। নিরাশ্রয় স্ত্রী, মা, সন্তানরা যখন ত্রাণশিবিরে দিন কাটাচ্ছেন, সেই সময় ডিউটিতে ছিলেন নায়েক সিগৌলাল।

সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে শনিবার লেফটেন্যান্ট জানান, পরিবার যখন গৃহহীন, সেই সময় তিনি সার্ভিস সিলেকশন বোর্ডে সাক্ষাৎকারের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেনার কঠোর প্রশিক্ষণ ও মানসিক শক্তি তাঁকে ইন্টারভিউয়ের বেড়া টপকাতে সাহায্য করেছে।

সেনা আধিকারিক বলেন, 'নিরাপত্তার কারণে স্ত্রী, সন্তানদের মেঘালয়ের শিলংয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার ভাই ভারতীয় সামরিক অ্যাকাডেমির একজন প্রশিক্ষক।

মা দেরাদুনে তাঁর কাছে রয়েছেন।' লেফটেন্যান্ট সিগৌলালের পর্যবেক্ষণ, 'মণিপুরে বন্দুকধারী সব তরুণ জঙ্গি নন। তাঁরা সম্ভবত নিজেদের বাড়ি এবং পরিবারকে বাঁচাচ্ছেন। মণিপুরের জন্য শান্তিই একমাত্র সমাধান। আমাদের শৈশব যেখানে কেটেছে, আমরা সেখানে ফিরে যেতে চাই।'

প্রকাশ্যে বক্তৃতার প্রস্তুতি খালেদার

ঢাকা, ১৫ ডিসেম্বর : ছাত্র-জনতা আন্দোলনের চাপে আওয়ামি লিগ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে উঠে এসেছে বিএনপি। দেশজুড়ে সভা-মিছিল করছে খালেদা জিয়ার দল। এবার প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখতে চলেছেন খোদ খালেদা জিয়া। বিএনপির তরফে জানানো হয়েছে, ২১ ডিসেম্বর ঢাকার আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের উদ্যোগে আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন খালেদা জিয়া।

জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দলের সভাপতি ইশতিয়াক আজিজ উলফত রবিবার জানান, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য তথা সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজউদ্দিন আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে শনিবার তিনি খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে যোগ দিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান তাঁরা। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন খালেদা জিয়া। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগ দেবেন খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানও।

গান্ধিদের নিয়ে আক্ষেপ মণির

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর : গান্ধি পরিবারকে নিয়ে একপ্রকার আক্ষেপ প্রকাশ করলেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা মণিশংকর আইয়ার। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, তাঁর রাজনৈতিক জীবন তৈরি করেছেন গান্ধিরা। আবার সেটা শেষ করে দিয়েছে গান্ধি পরিবারই। এক সাক্ষাৎকারে মণিশংকর বলেন, 'গত ১০ বছরে আমাকে সোনিয়া গান্ধির সঙ্গে একান্ত বৈঠক করার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। রাহুল গান্ধির সঙ্গেও একবারের বেশি বৈঠক করার সুযোগ পাইনি। প্রিয়াংকা গান্ধির সঙ্গে দু-বার সময় কাটিয়েছি। উনি আমাকে ফোন করে আসেন। কাজেই তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমার রাজনৈতিক জীবন গড়েছে গান্ধি পরিবার। আবার সেটা নষ্টও হয়ে গিয়েছে গান্ধি পরিবারের জন্যই।' তিনি জানিয়েছেন, রাহুল গান্ধিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতেও তাঁকে প্রিয়াংকার ওপর ভরসা করতে হয়েছে। আইয়ার মনে করেন, কংগ্রেস যদি প্রণব মুখোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী এবং ড. মনমোহন সিংকে রাষ্ট্রপতি করত, তাহলে ২০১৪-র নির্বাচনে ভরাডুবি হত না। শীঘ্রই আইয়ারের একটি বই প্রকাশিত হওয়ার কথা।

৪৬ বছর পর শিব মন্দিরে আরতি

লখনউ ও প্রয়াগরাজ, ১৫ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশের সম্ভালে মন্দির মসজিদ বিতর্ক ঘিরে পরিস্থিতি এখনও তপ্ত। এর মধ্যেই সম্ভালের খাগ্গু সরাইয়ে ৪৬ বছর বন্ধ থাকার পর ভস্ম শংকর মন্দিরের দরজা খোলা হয়েছে। রবিবার আরতি হল।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'মন্দির রাতারাতি আবির্ভূত হয় না। এ হল ঐতিহাসিক সত্য। আমাদের ঐতিহ্য। গণহত্যায় যুক্ত অপরাধীদের কেন বিচারের আওতা আনা হয়নি?'

জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার বেআইনি নির্মাণ ও অবৈধ বিদ্যুতের লাইন কাটতে গিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে মন্দিরটি দেখতে পান। গতকাল দরজা খোলা হয়। পুজো হয়। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মন্দিরের বাইরে পুলিশ নিয়োগ করা হয়েছে। লাগানো হয়েছে সিসিটিভি।

শতাব্দী প্রাচীন ভস্ম শংকর মন্দির সম্ভালের শাহি জামা মসজিদ থেকে ১ কিলোমিটার দূরে। সাম্প্রদায়িক হিংসার কারণে ১৯৭৮ সাল থেকে মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। মন্দিরে শিবলিঙ্গ, হনুমানের মূর্তি আছে।

সম্ভালের এসডিও বন্দনা মিশ্র জানিয়েছেন, মন্দিরের আসল চেহারা ফিরিয়ে আনা হবে। জেলা শাসক রাজেন্দ্র পেনসিয়া জানিয়েছেন, মন্দির চত্বরে কুয়ো পাওয়া গিয়েছে।

রাজার মুকুট...বস্তারের এক অনুষ্ঠানে অমিত শা। রবিবার।

অপহরণ করিয়ে স্বামীকে খুন

আহমেদাবাদ, ১৫ ডিসেম্বর : প্রেমিককে পেতে বিয়ের চারদিনের মধ্যে স্বামীকে খুন করালেন স্ত্রী। দুষ্কৃতীদের দিয়ে অপহরণ করে খুন করানো হয়েছে। এমনই অভিযোগ উঠেছে গুজরাটের আহমেদাবাদে সদ্য বিয়ে হওয়া এক তরুণীর বিরুদ্ধে। তরুণী গ্রেপ্তার হয়েছেন। তিন দুষ্কৃতীকেও পাকড়াও করা হয়েছে। ধৃত পায়েল গান্ধিনগরের বাসিন্দা। বিয়ের আগে থেকে তুতো দাদার সঙ্গে প্রেমে মজেছিলেন। পরিজনেরা বিষয়টি জানতেন কিনা জানা যায়নি। দেখাশোনা করে তরুণীর বিয়ে হয় আহমেদাবাদে।

হিজাব না পরায় ইরানে গ্রেপ্তার গায়িকা

তেহরান, ১৫ ডিসেম্বর : হিজাব ছাড়া অনলাইন কনসার্টে গান গাওয়ায় গ্রেপ্তার হলেন ইরানের তরুণী গায়িকা পারাস্তু আহমদি। শনিবার মাজানদরন প্রদেশের সারি সিটি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। শুধু গায়িকাই নন, গ্রেপ্তার হয়েছেন তাঁর ব্যান্ডের দুই শিল্পী সোহেল ফাগিহ নাসিরি ও এহসান বেরাগদারকেও। তাঁদের ধরা হয়েছে তেহরানে। এত কিছু সত্ত্বেও পারাস্তুর কনসার্টে ভিউ পড়েছে ১৪ লক্ষ।

পারাস্তু আহমদি অনলাইনে কালো রঙের পোশাক পরেছিলেন। পোশাকটি পশিমি ঘরানার, নাম স্ট্র্যাপি বডিকন ড্রেস। হাতকাটা খোলামেলা এই পোশাকে শরীরের

ঊর্ধ্বাংশের অনেকটাই দেখা যায়। পারাস্তুর মাথায় হিজাব ছিল না। তাঁকে গানে সংগত দিয়েছিলেন চার পুরুষ যন্ত্রশিল্পী। পারাস্তুর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হয়েছে তা জানা যায়নি। তাঁকে কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছে তাও জানা যায়নি।

ইরানে হিজাব সহ পোশাকবিধি না মানলে ভঙ্গকারীর পাঁচ থেকে ১০ বছর কারাদণ্ড, ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

নাতি কি বেঁচে আছে, প্রশ্ন অতুলের বাবার

গ্রেপ্তার আত্মঘাতী ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী-শাশুড়ি-শ্যালক

বেঙ্গালুরু, ১৫ ডিসেম্বর : অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন নিহত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অতুল সুভাষের স্ত্রী নিকিতা। শনিবার তাঁকে গুরুগ্রাম থেকে গ্রেপ্তার করে বেঙ্গালুরু পুলিশ। নিকিতার মা নিশা এবং ভাই অনুরাগ সিংহানিয়াকে প্রয়াগরাজ থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশ ইতিমধ্যে আত্মহত্যায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে মামলা রুজু করেছে। বেঙ্গালুরুর একটি আদালত তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে। নিকিতা অবশ্য এলাহাবাদ হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয়নি। তবে তাঁদের গ্রেপ্তারির সঙ্গেই প্রশ্ন উঠেছে অতুল-নিকিতার ৪ বছরের ছেলেকে নিয়ে।

অতুলের বাবা পবন কুমার মোদির প্রশ্ন, 'আমরা জানি না নিকিতা আমাদের নাতিকে কোথায় রেখেছে। তাকে কি হত্যা করা হয়েছে? নাকি সে এখনও বেঁচে আছে? আমরা ওর ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমি আমার নাতিকে ফিরে পেতে চাই।' বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। কারণ, অতুলের আত্মহত্যার পর থেকে তাঁর শিশুপুত্রের কোনও খোঁজ নেই। অতুলের বাবা জানিয়েছেন, নাতির সঙ্গে তাঁর কখনও দেখা হয়নি। কখনও নাতিকে কোলেও তুলতে পারেননি। শুধুমাত্র ভিডিও কলে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। নিজের নাতিকে ফিরে পেতে প্রধানমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছেও আর্জি জানিয়েছেন তিনি। পবন বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে আমাদের নাতির নামে একটি নতুন মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এবং অন্য নেতাদের কাছে আবেদন করছি, তাঁরা যেন আমার নাতিকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া সুনিশ্চিত করেন। একজন দাদুর কাছে তাঁর নাতি ছেলের থেকেও বড়।'

অতুলের ভাই বিকাশ বলেন, 'কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কয়েকজনকে এখনও করা হয়নি। আমি বিশ্বাস করি, তাঁদের বিরুদ্ধেও বেঙ্গালুরু পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। আমাদের কাছে এখন সবথেকে বড় চিন্তা হল, আমার ভাইপো কোথায় আছে, কী অবস্থায় আছে।' এদিকে রহস্য ঘনিয়েছে অতুলের লেখা ২৪ পাতার সুইসাইড নোট ঘিরে। গুগল ড্রাইভে সেটি রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে অতুলের লেখা সুইসাইড নোটটি পাওয়া যাচ্ছে না। প্রমাণ লোপাটের জন্যই ওই চিঠি মুছে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিষয়টি বেঙ্গালুরু পুলিশের নজরেও আনা হয়েছে। যদিও এই ব্যাপারে পুলিশ বা গুগল কর্তৃপক্ষ এখনও কিছু বলেননি। সোমবার বেঙ্গালুরুর বাড়ি থেকে অতুলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল।

বেশি মধু খেলে অম্ত্রের ওপর চাপ পড়ে। পেটে সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া অতিরিক্ত মধু খেলে রক্তে শর্করা বেড়ে যেতে পারে।

ফুলকপি হজমে সমস্যা করতে পারে। ফুলকপিতে ফসফরাস ও পটাশিয়াম বেশি থাকে, যা কিডনির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

দুই বছরের আগে ন্যাড়া নয়

জাতিধর্মনির্বিশেষে নিয়মের দোহাই দিয়ে জন্মের ছয়দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ শিশুকে ন্যাড়া করা হয়। অথচ চিকিৎসাবিজ্ঞানে এমন কোনও নির্দেশ নেই। বরং দুই বছরের আগে শিশুর মাথা ন্যাড়া করাই উচিত নয়। লিখেছেন শিশুমঙ্গল চাইল্ড ডেভেলপমেন্টাল সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডেভেলপমেন্টাল পেডিয়াট্রিশিয়ান **ডাঃ নীলাঞ্জন মুখার্জি**

চিকিৎসক হিসেবে মৃত্যু হতে দেখা খুব একটা নতুন নয় ঠিকই, কিন্তু সেই মৃত্যুর কারণ যদি হয় মানুষের অজ্ঞতা, তবে তা নাড়া দেয় বৈকি! দেড় মাসের শিশুর মা বিলকিস খাতুন যখন হাসপাতালের শিশু বিভাগের দাওয়ায় বসে হাহাকার করছিলেন, তখন সেই কষ্ট মেনে নেওয়া যায় না।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে একদিকে যখন মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পর্যন্ত পালটে ফেলা যাচ্ছে, অন্যদিকে কুসংস্কারের বলি হয়ে আজও যাচ্ছে বহু প্রাণ।

কামড়ালে ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়া, জন্ডিস হলে কবিরাজি মালা পরানো, খিঁচুনি রোগে ভূতে ধরার নামে ঝাড়ফুঁক ইত্যাদি তো রয়েছেই, সর্বাধিক ভয়ানক হল জন্মের অনতিবিলম্বে নবজাতকের মস্তক মুণ্ডন।

জাতিধর্মনির্বিশেষে নিয়মের দোহাই দিয়ে জন্মের ছয়দিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে প্রায় ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ শিশুকে ন্যাড়া করা হয়। পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে পূর্বজন্মের চুল যা নাকি অপবিত্র, তাই ফেলার হিড়িক রয়েছে সর্বত্র। মুসলিম ধর্মে সপ্তম দিনে সুন্নাহ নামে এক প্রথা রয়েছে যেখানে ফেলে দেওয়া চুলের সমান ওজনের রুপো দীনদরিদ্রকে দান করা হয়, আবার হিন্দু ধর্মে চুল ফেলে শিশুকে শুদ্ধ করা হয়, কারণ মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় চুল নাকি অশুদ্ধ।

এছাড়া অনেক সময় দেখা যায়, শিশুর মাথায় ঘা হয়েছে বলে চুল ফেলে দেওয়া হয়। আসলে শিশুর জন্মের দেড় বছর পর্যন্ত তার মাথার ঠিক মাঝখানে একটা নরম অংশ থাকে। তাকে মাথার চাঁদি বলা হয়। এটি আসলে মাথার তিনটি অস্থির সংযোগস্থল। একে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে ফন্টানেল। ধীরে ধীরে এই নরম অংশটি শক্ত হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এই নরম অংশে সর্ষের তেল দিয়ে রাখা হয় বা কোনও ন্যাকড়ায় সর্ষের তেল মাখিয়ে তা সারাদিন শিশুর মাথায় রেখে দেওয়া হয়। যার ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে মাথায় ঘা হয় এবং মাথা ন্যাড়া করা হয়।

চুল ফেললে কী অসুবিধা

নবজাতকের চুল হল তার মাথার একটা আলাদা আস্তরণ। এটি শিশুকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে। আমরা জানি, সারা বছরে সবচেয়ে বেশি জন্মের হার হল অগাস্ট থেকে অক্টোবর। অর্থাৎ দুর্গাপুজোর আশপাশে নবজাতক মুণ্ডিত মস্তক হয় এবং কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে তার নির্মম পরিণতি দেখা যায় সর্বাধিক।

শীতের শুরুতে রেসপিরেটরি সিন্সিটিয়াল ভাইরাস ভয়ানক সক্রিয় হয়ে ওঠে আর হাজার হাজার শিশু ব্রংকিওলাইটিস নিয়ে ভর্তি হয় সর্বত্র। এটি একটি প্রদাহমূলক সমস্যা যা প্রধানত শিশুদেরই বিশেষভাবে আক্রমণ করে। এর ফলে শিশুদের প্রথমদিকে সর্দিকাশি ও পরে শ্বাসকষ্ট হয়। আরও পরে তা ভয়ংকর আকার নেয় এবং উপর্যুপরি জীবাণু সংক্রমণের (সেকেন্ডারি ব্যাকটিরিয়াল ইনফেকশন) ফলে নিউমোনিয়া এবং মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

এবার তাকাই পরিসংখ্যানের দিকে। রায়গঞ্জ সরকারি মেডিকেল কলেজের শুধু শিশু বিভাগে সারা নভেম্বর মাসে কেবল কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে ভর্তি হয়েছে চারশোরও বেশি শিশু। যার মধ্যে ২০ শতাংশ বাচ্চাকে পাঠাতে হয়েছে ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে। এই সংখ্যার ৯০ শতাংশ শিশুর বয়স এক বছরের নীচে এবং ৬৫ শতাংশ শিশুর বয়স ছয় মাসের নীচে এবং সদ্য বা গত ১৫ দিনের মধ্যে মাথা ন্যাড়া হওয়া শিশুর সংখ্যা নেহাত অবহেলা করার মতো নয়।

তাহলে উপায় কী

■ চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোথাও শিশুর মাথা ন্যাড়া করার কোনও নির্দেশ নেই। আমেরিকান অ্যাকাডেমি অফ পেডিয়াট্রিকের গাইডলাইন এর সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে।

■ দুই বছরের আগে শিশুর মাথা ন্যাড়া করা কখনোই উচিত নয়। যদি চুলে জট হয় বা চুল লম্বা হওয়ার কারণে দেখার অসুবিধা হয়, সেক্ষেত্রে চুল ছোট করে দেওয়া যেতে পারে।

■ মাথার ঘা সারানোর জন্য শিশুর ন্যাড়া হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এর জন্য সঠিক চিকিৎসা আছে। আপনার শিশুর ডাক্তারই আপনাকে বলে দেবেন।

■ যদি অন্য কোনও শারীরিক প্রয়োজনে চুল কাটাতে হয়, তাহলে অবশ্যই শিশু বিশেষজ্ঞর মতামত নেওয়া জরুরি।

■ মাথা ন্যাড়া করলে চুল ভালো হওয়ার কোনও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি নেই।

■ মাথার চাঁদি শক্ত করতে সর্ষের তেলের কোনও প্রয়োজন নেই। দেড় বছরের মধ্যে শিশুর মাথার চাঁদি একা একাই শক্ত হয়ে যাবে।

এই গোড়ায় গলদ আটকানোর জন্য কী করা যায়? আমাদের মনে রাখতে হবে, শিশুর মতো পবিত্র আর কিছুই হয় না। তাই পবিত্রতার দোহাই দিয়ে শিশুর ওপর এই অত্যাচার বন্ধ হওয়া দরকার। সরকারকে আরও সদর্থক ভূমিকা নিয়ে পাবলিক হেলথের ওপর জোর দিতে হবে। গ্রামীণ এলাকায় আইইসি (ইনফরমেশন এডুকেশন কমিউনিকেশন)-র মাধ্যমে প্রচারের পরিমাণ অবিলম্বে বাড়ানো প্রয়োজন। জননী সুরক্ষা যোজনার মতো সফল কোনও প্রকল্প যদি নেওয়া যায় যেখানে ন্যাড়া না করলে ন্যূনতম পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে - তাতে যদি জনমানসে চেতনা জাগ্রত হয়।

আসুন, আমরা নিজেরা এটাকে মানতে চেষ্টা করি, এই কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করি এবং তাতে কমবে মর্টালিটি অর্থাৎ মৃত্যু ও মরবিডিটি অর্থাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা। সর্বোপরি কমবে ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট অর্থাৎ শিশুমৃত্যুর হার।

যা না জানলেই নয়

■ চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোথাও শিশুর মাথা ন্যাড়া করার কোনও নির্দেশ নেই

■ দুই বছরের আগে শিশুর মাথা ন্যাড়া করা কখনোই উচিত নয়

■ মাথার ঘা সারানোর জন্য শিশুর ন্যাড়া হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই

■ যদি অন্য কোনও শারীরিক প্রয়োজনে চুল কাটতে হয়, তাহলে অবশ্যই শিশু বিশেষজ্ঞর মতামত নেওয়া জরুরি

■ মাথা ন্যাড়া করলে চুল ভালো হওয়ার কোনও বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি নেই

■ মাথার চাঁদি শক্ত করতে সর্ষের তেলের কোনও প্রয়োজন নেই

ফ্যালোপিয়ান টিউব ব্লকেজ এবং গর্ভধারণ

ফ্যালোপিয়ান টিউব গর্ভধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন্ধ টিউবের কারণে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বন্ধ্যাত্ব ঘটে। লিখেছেন শিলিগুড়ির ইনফার্টিলিটি স্পেশালিস্ট **ডাঃ প্রসেনজিৎকুমার রায়**

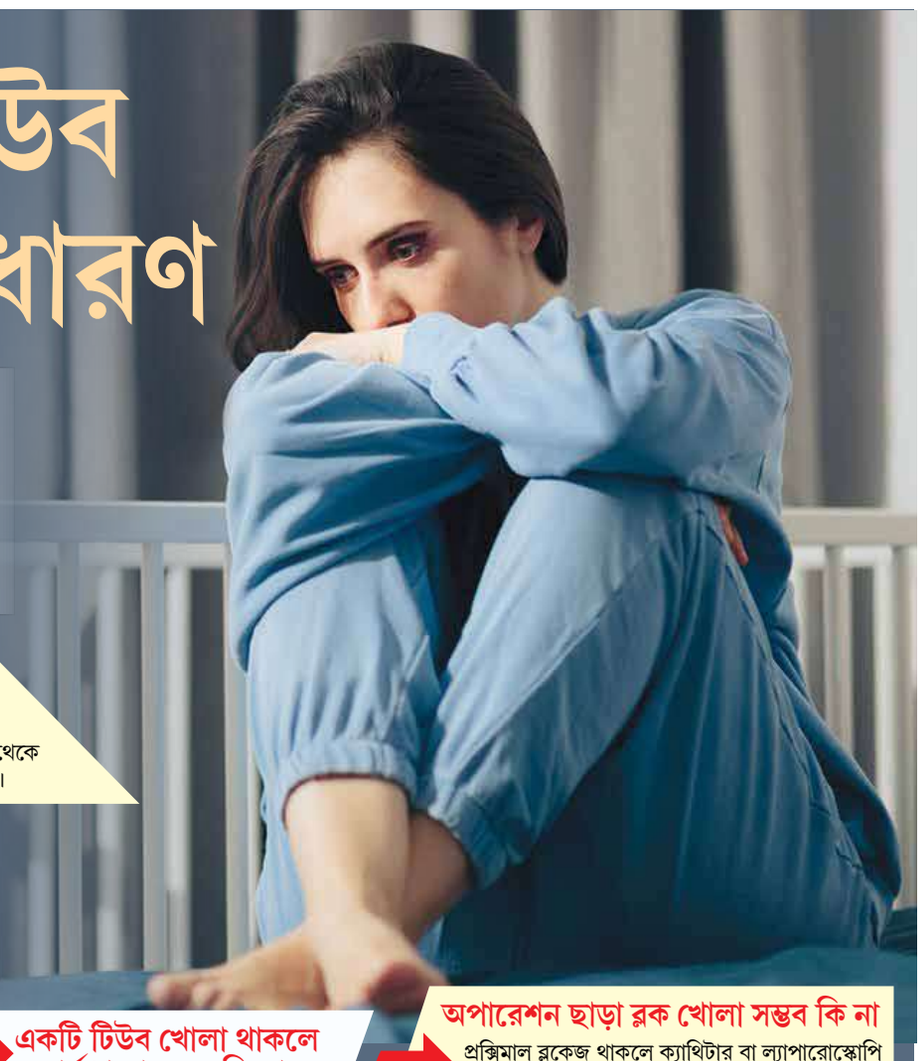

ফ্যালোপিয়ান টিউবের কার্যক্রম

প্রতি মাসে ডিম্বাশয় থেকে ডিম নির্গত হয়, যা ফ্যালোপিয়ান টিউবের দ্বারা সংগৃহীত করা হয়। ডিমটি টিউবের মাধ্যমে শুক্রাণুর কাছে পৌঁছায়। যৌন মিলনের সময় যদি ডিম্বাণুর কাছে শুক্রাণু উপস্থিত থাকে, তবে একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ভ্রূণ তৈরি করে। এই ভ্রূণটি টিউবে থেকে বিভক্ত হয় এবং বৃদ্ধি পায়। সেইসঙ্গে টিউবের সিলিয়া ও পেশির মাধ্যমে জরায়ুর দিকে এগিয়ে যায়।

টিউব ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ

সংক্রমণ (যেমন-এসটিডি, যক্ষ্মা), পেটের অস্ত্রোপচারের পর সংক্রমণ, গর্ভপাত, পূর্ববর্তী একটোপিক গর্ভাবস্থা, এন্ডোমেট্রিওসিস, ফাইব্রয়েড।

কোন কোন অংশে টিউব বন্ধ হয়

প্রক্সিমাল ব্লক (প্রথম ভাগ), মিড সেগমেন্ট ব্লক (মধ্যভাগ), ডিস্টাল ব্লক (অন্তিম ভাগ), ফিমব্রিয়াল ব্লক, হাইড্রোসালপিংক্স (টিউবে তরল জমা)।

লক্ষণসমূহ

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টিউব ব্লক কোনও লক্ষণ তৈরি করে না। তবে হাইড্রোসালপিংক্সের কারণে তলপেটে ব্যথা বা যোনিপথে স্রাব হতে পারে।

শনাক্তকরণ পদ্ধতি

এইচএসজি (হিস্টেরোসালপিংগ্রাফি), হাইকোসি বা সিস এবং ল্যাপারোস্কোপি।

একটি টিউব খোলা থাকলে গর্ভধারণ সম্ভব কি না

একটি ভালো টিউব থাকলে গর্ভধারণ সম্ভব। তবে ল্যাপারোস্কোপি করে টিউবের অবস্থা যাচাই করা উচিত।

উভয় টিউব বন্ধ থাকলে করণীয়

অস্ত্রোপচার : ব্লকেজ সামান্য হলে ল্যাপারোস্কোপি করে টিউব খুলে দেওয়া হয়।
আইভিএফ : যদি টিউব গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে টেস্টটিউব পদ্ধতির মাধ্যমে গর্ভধারণ সম্ভব।

অপারেশন ছাড়া ব্লক খোলা সম্ভব কি না

প্রক্সিমাল ব্লকেজ থাকলে ক্যাথিটার বা ল্যাপারোস্কোপি ও হিস্টেরোস্কোপির মাধ্যমে ব্লক খোলা যেতে পারে। কিন্তু মিড সেগমেন্ট বা ডিস্টাল ব্লকে সম্ভব নয়।

হাইড্রোসালপিংক্সের চিকিৎসা

হাইড্রোসালপিংক্স থাকলে টিউব অপসারণ বা ক্লিপিং করা ভালো। কারণ এটি আইভিএফের সাফল্যের হার কমিয়ে দেয় এবং এটি থাকলে সাধারণভাবে গর্ভধারণ অসম্ভব। স্বাভাবিক ফ্যালোপিয়ান টিউব গর্ভধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব ব্লকেজ ধরা পড়লে দ্রুত চিকিৎসা করা জরুরি।

হিমোগ্লোবিন বাড়ানোর উপায়

শরীরে হিমোগ্লোবিনের অভাব হলে রোগভোগের আশঙ্কা বেড়ে যায়। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে গেলে দুর্বলতা, ক্লান্তি, মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, ঝিম ধরা, ক্ষুধামান্দ্য ও দ্রুত হৃদস্পন্দনের মতো সমস্যা দেখা যা.। যদি হিমোগ্লোবিনের মাত্রা অনেক কম হয়, তাহলে রক্তাল্পতা বা তার চেয়েও মারাত্মক সমস্যা দেখা দিতে পারে।

হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে যা খেতে পারেন -

■ ডিম, রেড মিট, মাছ, মুরগির মাংস, মটরশুঁটি, আপেল, বেদানা, ডালিম, তরমুজ, কুমড়োর বীজ, খেজুর, জলপাই, কিসমিস ইত্যাদি।

■ ভিটামিন সি-র অভাবে হিমোগ্লোবিন কমে যেতে পারে। অতএব পেঁপে, লেবু, স্ট্রবেরি, গোলমরিচ, ব্রেকোলি, আঙুর, টমেটো খাওয়া যেতে পারে।

■ ফলিক অ্যাসিড একপ্রকার ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। এটা লাল রক্তকণিকা তৈরিতে প্রয়োজনীয় উপাদান। সবুজ পাতাযুক্ত সবজি, বাদাম, শিমের বীজ, বাদাম, কলাতে অনেক ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

■ বিটের রস খেতে পারেন। এতে প্রচুর আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, ফাইবার ও পটাশিয়াম রয়েছে।

■ পেয়ারা খেতে পারেন। অ্যানিমিয়া মোকাবিলায় সাহায্য করে পেয়ারা।

■ এছাড়া আয়রন সাপ্লিমেন্টও নেওয়া যায়। তবে সেটা চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করেই নেবেন। কারণ, কিছু আয়রন ট্যাবলেটে কোষ্ঠকাঠিন্য ও পেট ব্যথার মতো সমস্যা হয়ে থাকে।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- health.uttarbanga@gmail.com

আজ থেকে ময়নাগুড়িতে শুরু জেলা বইমেলা

বল খেলার মাঠে বইমেলা

অর্ঘ্যজ্যোতি দত্ত

আমার অঞ্চলে প্রায় পাঁচ বছর পর আবার হচ্ছে জেলা বইমেলা। এ বড় আনন্দের বার্তা অঞ্চলবাসীর জন্য। আমরা আনন্দিত। উনিশের পর চব্বিশ- একটা দীর্ঘ সময়। দীর্ঘ প্রতীক্ষাও! অবশেষে পুণ্য 'সমাগমো'। পুঁথি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিও একটা মহৎ কাজ। ভরা শীতের মাসে যদি এমন শ্রম-রমণের সুযোগ মেলে কয়েকটা দিন, তবে তার চেয়ে রমণীয়তা কী হতে পারে আর!

পুঁথি নিয়ে নতুন করে, নতুনভাবে কোনও কেজো তত্ত্ব-কথকতার গন্ধমাদন বহন করা আমার কাজ নয়! কারণ, অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী! আমি 'বায়ুপুত্র হনু' নই! বরং বলা যেতে পারে, রোগা-স্থূলমতি-নিকৃষ্টতর রাক্ষসসেনা। কথার উপর ফুল ছড়ানোর জন্য শুধু হাতের যেটুকু কসরত- দেবেন্দ্র-সারদার অষ্টম পুত্রটি তাঁর যাটোত্তর পর্বে এসে একবার এমন একটা নাটক লিখে ফেললেন, যেখানে কোনওরকম কোনও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কণামাত্র নেই এমন একজন 'অধ্যাপক' চরিত্র উঠে এল!

যিনি ভালোবাসেন রঞ্জনবিলাসিনীকে দুটো-পাঁচটা 'তত্ত্বকথা' শুনিয়ে তাঁর কাছে কিছুক্ষণ বসিয়ে রাখতে। একদিকে মুগ্ধ-তত্ত্ব, অন্যদিকে শুদ্ধ-সংসক্তি! একদিকে ঘন কাজের মাটি, অন্যদিকে 'ফাঁকা সময়ের আকাশ!' আমার মনে হয়, পুঁথির মঙ্গল ঠিক এই জায়গাতেই, অনেক বেশি করে। এখন দেখার বিষয়, এই মঙ্গল-সূত্র আমরা ধারণ করতে পারছি কীভাবে, কতটুকু!

পাঁচ বছর বাদে আবার 'বল খেলার মাঠে বইমেলা!' ক'দিন খেলা মাটি করে বই কিনতে আসবে ছেলেরা! কিনতে না আসুক, নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকতে আসবে অন্তত! গন্ধ না শুঁকুক, কবিতা পড়বে! কবিতা না পড়ুক, মঞ্চের সামনে বসে অনুষ্ঠান দেখবে! অনুষ্ঠান না দেখুক, অন্তত পনেরো টাকার আলুকাবলি তো খাবেই! যতক্ষণ তারা 'বল খেলার মাঠ'-এ থাকবে, ততক্ষণ তারা বইমেলার পূর্ণ অংশ। অন্তত এই ক'দিনের জন্য।

অনেকে মেলায় আসেন। তাঁদের কেউ দেখেন, শুধুই দেখেন! ওই দেখাটুকুর জন্যও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কেউ পাগলের মতো ঘুরতে ঘুরতে বা পড়তে পড়তে হঠাৎ কিছু পুঁথি পছন্দ করে বসেন। তখন বিক্রেতাদের পোয়াবারো! সারাদিন খুব সিরিয়াস থাকা সত্ত্বেও মাঝেমধ্যে রাগী বিক্রেতারা হেসে ফেলেন ফিক করে। অনেকে আসেন আবার ভূপতি ভুঁইয়ার ফর্দ নিয়ে- কী তুলবেন, কোন প্রকাশনা সংস্থা, কত মূল্য, কতটা ছাড়, কার কত অপ্রতুলতা, কোনটা অধিক অপ্রতিম ইত্যাদি-প্রভৃতি।

এভাবে পাঁচ বছর বাদে আবার ভরে উঠবে ছেলেদের 'বল খেলার মাঠ।' বিতর্ক বাধবে 'আনন্দ'র পুঁথিমূল্য বিচারে! বিতর্ক বাধবে মার্কস, সাভারকার এবং 'কাদম্বরী দেবীর সুইসাইড নোট' নিয়ে। অনুষ্ঠান, মুসায়েরা, বিতর্ক, বঙ্কিমচন্দ্র, রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়... সবকিছুর সাক্ষী হবে আবার, শক্তি-বিজড়িতা সেই প্রবীণা তপস্বিনী! 'প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে?' মাঝে শুধু পাঁচটা বছর-ঘুম, ঘুম! ঘুম...

- পড়ুয়া, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

আয়োজন এবং কিছু প্রশ্ন

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : আজ থেকে ময়নাগুড়িতে শুরু হতে চলেছে ৩৬তম জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলা। চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ডুয়ার্সের এই গুরুত্বপূর্ণ জনপদে এনিয়ে তৃতীয়বার এই বইমেলার আসর বসল। আয়োজনে ত্রুটি নেই। মেলার মূল মঞ্চের নামকরণ হয়েছে সমরেশ মজুমদার মঞ্চ। উত্তরবঙ্গের কিংবদন্তি কবি সতী সেনগুপ্তের স্মৃতিতে প্রাঙ্গণের নামকরণ হয়েছে, তাঁর নামে তোরণও বসছে।

কবির স্নেহধন্য ছাত্র ছিলেন সমরেশ। ১৯৮৪ সালে সমরেশ যখন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান, তখন সর্বাগ্রে সতীর সঙ্গে দেখা করতে ময়নাগুড়ি এসেছিলেন।

১৯৮২ সালের আনন্দ পুরস্কার এবং পরবর্তীতে সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কার, দুটোই সমরেশ সতীকে প্রথম দেখান। গয়েরকাটার একটি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন সতী। সেই স্কুলের ছাত্র ছিলেন সমরেশ। তাঁর বাবা চা বাগানে কাজ করতেন। সমরেশ লেখাও শুরু করেন সতীর হাত ধরেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, ছাত্রের নামে মঞ্চ এবং গুরুর নামে প্রাঙ্গণ কেন?

ময়নাগুড়ির আরও এক কৃতী সন্তান ছিলেন প্রয়াত সুধীর কুশারি। শহরের বাসিন্দা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী। দশ বছর ব্রিটিশদের কারাগারে বন্দি ছিলেন। কারাগারে বসেই লিখেছেন বহু কবিতা গল্প। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মানুষের কল্যাণে উৎসর্গকৃত প্রাণ তিনি। একাধারে নিখরচায় ছেলেমেয়েদের ইংরেজি পড়িয়েছেন। নিজের বাসভবন দেবীনগরপাড়ার জীর্ণ বাড়িতে বসে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেছেন শুধুমাত্র। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সুপরামর্শ দিয়েছেন আমৃত্যু। এবারের ৩৬তম জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলায় ময়নাগুড়ির এই মহান ব্যক্তিত্বের নামটা ব্রাত্যই রয়ে গেল।

এখানেই শেষ নয়। ময়নাগুড়ির আরও এক কৃতী সন্তান এবং প্রয়াত কবি নীতিন সেনগুপ্ত। হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি খুঁজে বেড়াতেন। আর সেই সব বিষয়বস্তু ফুটে উঠত তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী কবিতা এবং অণুগল্পে। শহরের জরদা নদীর ধারে তাঁর জীর্ণ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার চেম্বারটাই যেন একসময় ছিল সাহিত্যচর্চার আড্ডাখানা। সকাল হলেই এখানে হাজির হতেন বিদ্বজ্জনরা। এবারের বইমেলায় তিনিও ব্রাত্য রয়ে গেলেন।

সতী সেনগুপ্তর ছেলে শুভাশিস প্রসাদ সেনগুপ্ত বলেন, 'সমরেশ মজুমদার ও আমার বাবার নামে মঞ্চ ও প্রাঙ্গণ করা হয়েছে বলে জানতে পেরেছি। সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের যে অবদান, সেটা তখনই সার্থক হবে যখন মানুষ বইমেলায় আসবেন, বই পড়বেন।' জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সম্পাদক তথা কবি ও সাহিত্যিক গৌতম গুহ রায় বলেন, 'ঐতিহ্যে ময়নাগুড়িকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ময়নাগুড়ির ঐতিহ্য সাহিত্যের বড় জায়গা। সেক্ষেত্রে ময়নাগুড়ির কবি সতী সেনগুপ্তের নামে মঞ্চ হলে আরও বেশি উদ্দেশ্য সফল হত। সুধীর কুশারি এবং নীতিন সেনগুপ্তের অবদানও মহান।'

আসলে স্পর্শকাতর এই বিষয়গুলো সেভাবে হয়তো আলোচনার বিষয় নয়। তবে পাড়ার মোড়, চায়ের দোকানে এসব নিয়ে আলোচনা শোনা যাচ্ছে। 'নাগরিক চেতনা'র কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা প্রাক্তন শিক্ষক অমল রায় বলেন, 'এই সমস্ত সম্মাননীয় ব্যক্তিত্বকে সম্মান জানানো সংস্কৃতিমনস্কদের কর্তব্য। বইমেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সম্পাদক মনোজ রায়ের বক্তব্য, ওই নামগুলো রাখলে ভালো হত।'

বইমেলার মুখ্য উপদেষ্টা কমিটির অন্যতম সদস্য তথা ময়নাগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, প্রয়াত সুধীর কুশারির নামটাও জনসমক্ষে এলে ভালো হত। সমরেশ মজুমদার যে কবি সতী সেনগুপ্তের ছাত্র ছিলেন সেকথাও স্বীকার করে নিয়েছেন অনন্তদেব। তবে মঞ্চ ও প্রাঙ্গণের নামকরণে উলটো হল না কেন, সেকথার কোনও উত্তর দেননি তিনি।

জবরদখলের জেরে প্রধান রাস্তা দিয়েই চলাচল। ময়নাগুড়িতে।

পার্কিং সমস্যায় নাজেহাল মাল শহর

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৫ ডিসেম্বর : বর্তমানে মাল শহরের অন্যতম সমস্যা হল পার্কিং। জায়গার অভাবে রাস্তার ওপর যানবাহন রাখতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। ফলে যানজটে নাজেহাল অবস্থা বাসস্ট্যান্ড থেকে ক্যালটেক্স মোড়, সুভাষ মোড় থেকে ঘড়ি মোড় সহ শহরের বিভিন্ন এলাকা। বেশিরভাগ সময় যেখানে-সেখানে গাড়ি রেখে বেপাত্তা হয়ে যান গাড়ির মালিক। ফলে সমস্যায় পড়ছেন যানবাহন থেকে পথচলতি মানুষ সবাই।

ট্রাফিক ওসি দেবজিৎ বসু বলেন, 'দু'মাস আগে মহকুমা শাসকের দপ্তরে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, পুরসভা ও ট্রাফিক একত্রে বৈঠক করেছে। সেখানে পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে জমি সমস্যার বিষয়টি উঠে এসেছে। পাশাপাশি দিন পনেরো আগে পুরসভা এবং মালবাজার ট্রাফিক যৌথভাবে শহরের বিভিন্ন যানজটযুক্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেছে। আগামীতে ফের এব্যাপারে আলোচনায় বসা হবে।'

মুখ্যমন্ত্রী কয়েক মাস আগে ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেইমতো প্রশাসন কাজ শুরু করলেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে পুনরায় ফুটপাথ দখল হতে শুরু করেছে। রুদ্র দাস পাল নামে এক শহরবাসী বলেন, 'একদিকে ফুটপাথ দখল। আরেক দিকে রাস্তার ওপরে গাড়ি পার্কিং। এই দুই সমস্যায় সাধারণ মানুষের রাস্তায় চলাচল ভয়ংকর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' অপর এক নাগরিক সন্দিতা ঘোষ জানান, 'এই মুহূর্তের মূল সমস্যা শহরে পর্যাপ্ত পার্কিংয়ের জায়গা নেই। ফুটপাথ দখল করে থাকা ব্যবসায়ীদের অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা করলে শহর অনেকটাই যানজটমুক্ত হবে। পাশাপাশি পার্কিং থেকে পুরসভার রাজস্ব আদায়ের একটি পথ হবে।'

ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'পার্কিংয়ের বিষয়টি পুরসভার ভাবনায় আছে। শহর ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। ফলে এখন শহরের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল পার্কিং। কিন্তু জায়গার অভাবে সেটি আটকে আছে। আলোচনার মাধ্যমে জায়গা নির্বাচন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। এতে পুরসভার রাজস্ব আদায়ের একটি পথ তৈরি হবে।' কিন্তু শহরবাসী এই আশ্বাসে খুশি নয়। তাঁদের দাবি, আলোচনা তো অনেক হল। আমরা চাই এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি। এখন দেখার প্রশাসন কবে আলোচনা শেষ করে এই সমস্যার সমাধান করে।

বেপরোয়া বাইক ঠেকাতে অভিযান

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : সন্ধ্যার পর শহরজুড়ে বেপরোয়া বাইক দৌরাত্ম্যের বিষয়ে মৌখিক অভিযোগ পেয়েই দিনভর চেকিংয়ে নামল ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ড। রবিবার সকাল থেকেই ট্রাফিক গার্ডের অফিসাররা শহরের থানা রোড, লিচুতলা, হাসপাতাল গেট, চৌপথি এলাকায় নজরদারি শুরু করেন। রাত পর্যন্ত এমন একটানা অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। রিলস বানাতে এবং বাইকিংয়ের নেশাতেই বেপরোয়া গতিতে বাইক নিয়ে ছুটছে চালকদের একাংশ। গত কয়েকদিন ধরে এমন অভিযোগ উঠেছিল। এর জেরে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কম নয়। তাই কড়া হাতে বেপরোয়া বাইকচালকদের দমন করার কাজ শুরু করেছে এলাকার ট্রাফিক গার্ড এবং পুলিশ। জলপাইগুড়ির ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) অরিন্দম পাল চৌধুরী বলেন, 'জরিমানা করার প্রক্রিয়া নিয়মিত চলে। তবে বেপরোয়া বাইকের দৌরাত্ম্য কমানোর চেষ্টাও চালানো হচ্ছে। এর জন্যই একাধিক অভিযান শুরু করা হয়েছে।'

সম্প্রতি ধূপগুড়ি শহরে বেপরোয়া বাইকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। অল্পবয়সি কিছু তরুণ ও কিশোররা অহরহ এইভাবে বাইক চালাচ্ছে। শহরের এক বাসিন্দা দীপ নাগ বলেন, 'সন্ধ্যা নামতেই এক শ্রেণির চালক স্পোর্টস বাইকগুলি নিয়ে ঝড়ের গতিতে শহরের রাস্তা এবং অলিগলিতে ছুটে চলেছে। এতে বাইকচালকদের দুর্ঘটনার আশঙ্কা যেমন থাকে, তেমনি রাস্তায় অন্য মানুষেরও দুর্ঘটনা সম্মুখীন হওয়ার

ধূপগুড়ি

সম্ভাবনা বাড়ে। এদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। ট্রাফিক গার্ড যদি জরিমানা করে বা অন্য কোনও উপায়েও এদের শায়েস্তা করতে পারে, তাহলে সাধারণ পথচারীরাই উপকৃত হবেন।' একই দাবি জানিয়েছেন এলাকার আরেক বাসিন্দা অভিজিৎ দাস। তিনি জানান, দুরন্তগতিতে বাইক চালানো যেন এলাকার একটি প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে এদের শক্ত হাতে দমন করা প্রয়োজন। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সমস্যা মিটবে বলেই আশাবাদী সকলে।

ইট খসে পড়ে জরাজীর্ণ ভাটিয়া ভবনের। জলপাইগুড়িতে। - সংবাদচিত্র

ভাটিয়া ভবনের বেহাল দশায় উদ্বেগ

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম বিপজ্জনক ভাটিয়া ভবন নিয়ে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের পাশেই ভবনটি অবস্থিত। দীর্ঘ পরিসরের এই ভবনে বসবাসের জায়গা ছাড়াও দোকানপাট রয়েছে। রাজনৈতিক দলের অফিসও রয়েছে। জলপাইগুড়ি পুরসভা ভাটিয়া বিল্ডিংয়ের পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। প্রাচীন এই ভবনটি থেকে আজকাল হরদম ইট খসে পড়ে। যে কোনও সময় ভবনটি ভেঙে পড়ে বড় রকমের বিপর্যয়ের মুখে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। সার্কিট বেঞ্চ ঘেঁষা এই বিল্ডিংয়ের ভগ্ন অবস্থা নিয়ে জলপাইগুড়ির সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে যেমন তেমনি ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিল্ডিংয়ে বসতবাড়িগুলি ব্যবহারের অযোগ্য। এই বিল্ডিংয়েই রয়েছে সিপিএমের যুব সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের জেলা দপ্তর। ভবনের ভগ্নদশার পরিপ্রেক্ষিতে বিল্ডিংটিতে কোনওরকম সাংগঠনিক কাজ এই ভবন থেকে পরিচালনা হয় না। ভাটিয়া বিল্ডিংয়ে চরম অস্বাস্থ্যকর এবং অসামাজিক কার্যকলাপ চলে। এই ভবনে মদের অবাধ কারবার এবং মাদকদ্রব্যের কারবার বিল্ডিং চত্বর এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। এই অপব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

ভাটিয়া বিল্ডিংয়ের ভগ্ন ভবন নিয়ে সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রদীপ দে বলেন, 'আমরা শহরের গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা করেছি। সকলকে মিলে এই প্রয়াস নিতে হবে। কারণ সমস্যাটি সার্বিক।' জলপাইগুড়ি জেলা কংগ্রেসের বর্ষীয়ান সহ সভাপতি সুভাষ বক্সী বলেন, 'নাগরিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে সম্মিলিত প্রয়াস না নেওয়া হলে ভাটিয়া বিল্ডিং যে কোনওদিন ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিল্ডিংটি ভেঙে পড়ে জীবনহানির আশঙ্কা রয়েছে।' ভাটিয়া বিল্ডিং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা মনা ভট্টাচার্য বললেন, 'বর্তমান সরকার এই সমস্যা সমাধানের জন্য সচেষ্ট। ভবনটি সংস্কারের জন্য সরকারি পদক্ষেপ প্রয়োজন।'

জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ভাটিয়া বিল্ডিংয়ের সমস্যাটি দীর্ঘদিনের। বাম আমল থেকেই এই ভবনের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। বর্তমান পুরবোর্ড ধাপে ধাপে ভাটিয়া ভবনের সমস্যা মেটাতে চেষ্টা করছে।'

তিস্তাপাড়ে সুলভ শৌচালয় দাবি

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি শহর ও শহর লাগোয়া এমন অনেক বাসিন্দাই রয়েছেন, যাঁদের অবসর সময় কাটানোর জন্য প্রথম পছন্দ তিস্তাপাড়। পিকনিকের মরশুমে ওই এলাকা রীতিমতো গমগম করে মহাসমারোহে। কিন্তু সেই তিস্তাপাড়ে চড়ুইভাতি করতে হলে মানতে হচ্ছে প্রশাসনের নিয়ম। যেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে আবর্জনা ফেলে নদী এবং নদীচর দূষণ করা যাবে না। কিন্তু এরই মাঝে একটা জিনিসের দিকে হয়তো নজর দেয়নি প্রশাসন। সেটা হল শৌচালয়। এই শৌচালয় না থাকায় পুরুষরা শৌচকর্ম করছেন নদীচরে। উপায় না থাকায় মহিলারা আশপাশের বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ করছেন শৌচালয় ব্যবহারের জন্য। এনিয়ে শহরবাসীর মধ্যে অসন্তোষ রয়েছে।

ডিসেম্বরের দ্বিতীয় রবিবার তিস্তার ৫ নম্বর স্পারের পাশে পিকনিকে এসে পান্ডাপাড়ার অমৃতা দেব বললেন, 'পিকনিকের জন্য তিস্তার এই পাড় খুব ভালো হলেও শৌচকর্মের জন্য বেশ অসুবিধাজনক। কারণ এখানে কোনও সুলভ শৌচালয় নেই। আশপাশের বাসিন্দারা ভালো, তাই তাঁদের শৌচালয় ব্যবহার করতে দিচ্ছেন। কিন্তু এটা শোভনীয় নয়। সমস্যার সমাধান করা উচিত প্রশাসনের।' ২ নম্বর স্পারে পরিবার নিয়ে পিকনিকে এসেছিলেন দক্ষিণ বামনপাড়ার রায় পরিবার। তাঁরাও শৌচালয়ের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছিলেন এদিক-ওদিক। পরে রাজু বর্মন তাঁর বাড়িতে মহিলাদের টয়লেটের ব্যবস্থা করে দিলে কিছুটা হলেও স্বস্তি পান তাঁরা। পরিবারের তরফে শর্মিষ্ঠা রায় বলেন, এখানে পিকনিক করতে আসেন হাজারো মানুষ। তাঁদের কথা ভাবা উচিত স্থানীয় প্রশাসনের।'

জুবিলি পার্ক থেকে ১০ নম্বর স্পার পর্যন্ত এলাকা খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। গতবছর সরকারি নির্দেশে জুবিলি পার্কে ঢোকার মুখেই তিস্তা নদী ও পাড় পরিষ্কার করার জন্য নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল। প্রশাসনের নতুন নির্দেশিকায় খুশিও ছিলেন ওই এলাকার সাধারণ মানুষ। কিন্তু, এখনও সমস্যা মেটেনি শৌচালয় নিয়ে। এ বিষয়ে খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কানন অধিকারী বলেন, 'স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে আপাতত কিছু অস্থায়ী টয়লেট বানিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ নদীর চরে স্থায়ী নির্মাণ মুশকিল। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো অস্থায়ী টয়লেট তৈরিও হয়ে যাবে।'

সাইকেল র‍্যালি

জলপাইগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : আগামী ১৭ ডিসেম্বর সারা দেশের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি সাই ট্রেনিং সেন্টার থেকে 'ফিট ইন্ডিয়া সাইকেলিং টুইসডেজ'-এর সূচনা করবেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী ডঃ মানসুখ মান্ডব্য। রবিবার একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানান স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার জলপাইগুড়ি শাখার ইনচার্জ ওয়াসিম আহমেদ। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ওইদিন সকাল ৭টায় সচেতনতামূলক সাইকেল র‍্যালিটি জলপাইগুড়ি স্পোর্টস কমপ্লেক্স থেকে শুরু হয়ে ইন্দিরা কলোনি, শান্তিপাড়া হয়ে সাই-তে গিয়ে শেষ হবে। জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন স্কুল সহ খেলার জগতের ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থাকবেন। মূলত স্বাস্থ্য সচেতনতা ও খেলার প্রতি উৎসাহ বাড়াতে ভারত সরকার এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

মালবাজার, ১৫ ডিসেম্বর : যোগ অনুশীলন কেন্দ্রের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি পালিত হল মালবাজারে। রবিবার ভোরে শহরের রেলওয়ে ময়দান সংলগ্ন এলাকায় একটি ভবনে অনুষ্ঠানটি হয়। প্রাণায়াম, যোগাসনের প্রদর্শনী হয় সেখানে। অন্তত ৫০ জন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। যোগাসন চর্চা ছাড়াও তার উপকারিতার বিষয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন যোগ শিক্ষক গোবিন্দ ভৌমিক, প্রবীর সিনহা, সন্তোষ সাহা প্রমুখ। গীতা পাঠ ও শান্তির বাণী দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

পাট্টা সমস্যা

জলপাইগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি পুরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডে সুভাষ উন্নয়ন কলোনি ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পিলখানায় পাট্টার সমস্যা রয়েছে। উদ্বাস্তু মানুষকে সরকারের উদ্বাস্তু কল্যাণ দপ্তরের তরফে পাট্টা দেওয়া হলেও এখনও অনেকে পাট্টা পাননি। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলার প্রদীপ দে বলেন, 'প্রায় শতাধিক ব্যক্তি এখনও পাট্টা পাননি।'

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক**

এ পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	৩
বি পজিটিভ	–	১
বি নেগেটিভ	–	২
এবি পজিটিভ	–	০
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	০
ও নেগেটিভ	–	০

Institute of Neurosciences Kolkata
OPD CLINIC, Siliguri Branch
DR. ANINDYA BASU
SPINE SURGEIN, MS(ORTH), MRCS, MCH, MNAMS
Free Bone Density Measurement for patients with appointments and walk in.
26th DECEMBER 2024
3A VYOM SACHITRA BUILDING (3rd FLOOR)
HAIDAR PARA, SILIGURI - 734001, W.B

গুড়ের মান নিয়ে ধন্দে জলপাইগুড়ি

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : আজকাল প্রত্যেক খাবারে মিশছে ভেজাল। গুড়ও ব্যতিক্রম নয়। এর মধ্যেও কোনটা আসল কোনটা নকল, বুঝতে পারছে না সাধারণ চোখ। এদিকে, দামও বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। তবুও কি আর মন মানে? সাধারণ মানুষ গুড় কিনছেন, খাচ্ছেনও।

দিনবাজারে পাটালি প্রতি কেজি ১০০-২৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। নলেন গুড় বিক্রি হচ্ছে ২৫০-৪০০ টাকায়। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থেকে পাটালি তৈরি হয়ে বাজারে আসছে। আর নলেন গুড় আসছে সাগরপাড়া, দেবীপুর থেকে। কিন্তু আদতে তা কোথা থেকে আসছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দোকানিদের কথায়, অর্ডার করলেই বিভিন্ন দামের গুড় চলে আসে। বয়েলখানা বাজার এলাকার ব্যবসায়ী সমীর দাস জানালেন, খুচরো প্রতিকেজি গুড় ১৫০ টাকা, ২২০ টাকা দরে বিক্রি করছি। নলেন গুড় প্রতিকেজি ৩৫০-৪০০ টাকা দরে বিকোচ্ছে। কিন্তু, এই গুড় আসল না রং মেশানো, সেটা নিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ তিনি।

এদিকে, সরকারি সুফল বাংলার স্টলে ১৩০ টাকা করে পাটালি বিক্রি হচ্ছে, যা বর্তমানে শেষ হয়ে গিয়েছে। কবে তা ফের আসবে সেটা বলতে পারছেন না সেখানকার কর্মীরা। বাবুপাড়ার ব্যবসায়ী নীলকমল মাহাতোর কথায়, 'খদ্দেরদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই সময় পাটালি দোকানে রাখতে হয়। তবে গুড় কীভাবে তৈরি হয় সেটা আমাদের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়।' শহরের বাজারের প্রতিটি দোকানে গুড় রাখলেও সেগুলির স্বাদ এবং গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেক ক্রেতাই। সমাজপাড়ার বাসিন্দা রাজু সিংহর মতে, 'আগেও শীতে পাটালি খেতাম। সেটার স্বাদ আলাদা ছিল। কিন্তু এখন যেগুলো বাজারে পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো আগের মতো নয়। খালি মনে হয়, কিছু মেশানো হচ্ছে।' কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করে খেজুর গুড়ের গন্ধ আনা হচ্ছে না তো? প্রশ্ন অনেকেরই।

কোনটা আসল, কোনটা নকল বোঝা মুশকিল।

পান্ডাপাড়ার বাসিন্দা শুভঙ্কর কর্মকারের বক্তব্য, 'শীত এলে খেজুর গুড়ের পায়েস খাই। কিন্তু বাজারে যে গুড় বিক্রি হচ্ছে, তার মধ্যে কোনটা খাঁটি কোনটা ভেজাল তা বোঝা মুশকিল।' এদিকে, ভেজাল গুড় নিয়ে চিকিৎসক শিলাদিত্য ভাদুড়ির বক্তব্য, 'অন্যান্য জিনিসের মতো গুড়ও খাঁটি খাওয়া ভালো। রং ও ফ্লেভার মেশানো গুড় দীর্ঘদিন খেলে পেটের রোগ, ত্বকের সমস্যা, সর্দিকাশি, অ্যালার্জি হতে পারে।' এককথায় নিরুপায় ক্রেতারা। স্বাভাবিকভাবেই দোকানে দোকানে খাদ্যের মান যাচাই করা তাঁদের কাজ নয়। এব্যাপারে ফুড সেফটি দপ্তরের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন ক্রেতারা।

বার্ষিক পুজো

জলপাইগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ির ভট্টাচার্যবাড়ির ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক পুজো উৎসবের সমাপ্তি হল। এদিন সকলের মঙ্গলার্থে কাত্যায়নীপুজো হয়। পুজো দেখতে প্রচুর মানুষ ওই বাড়িতে ভিড় জমান।

চিহ্নিত রোগীদের বিশেষ পরিচর্যার উদ্যোগ স্বাস্থ্য দপ্তরের

শিবিরে ফাইলেরিয়া চিকিৎসা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৫ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলায় ফাইলেরিয়া আক্রান্তদের চিকিৎসার আওতায় নিয়ে আসতে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হল। মঙ্গলবার থেকে জেলার প্রতিটি ব্লক ধরে বিশেষ শিবির শুরু হবে। যার পোশাকি নাম মর্বিডিটি ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ডিজঅ্যাবিলিটি প্রিভেনশন (এমএমডিপি)। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ও বানারহাট ব্লকের কারবালা চা বাগানে ফাইলেরিয়া আক্রান্তদের নিয়ে শিবির হবে। জেলা পতঙ্গবিদ রাহুল সরকার জানিয়েছেন, কর্মসূচির সমস্ত প্রস্তুতি সারা হয়েছে।

জলপাইগুড়ি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদার বলেন, 'ময়নাগুড়ি ও বানারহাট মিলিয়ে ফাইলেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৬৫ জন। এরমধ্যে কেবল কারবালাতেই আক্রান্তের সংখ্যা ৪২ জন। জেলায় ৭০০ জনেরও বেশি ফাইলেরিয়া আক্রান্তকে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। ধাপে ধাপে জেলার সমস্ত ব্লকেই শিবির হবে। আক্রান্তদের প্রয়োজনমতো পরিচর্যা ও চিকিৎসা করা হবে।'

ফাইলেরিয়া শনাক্তকরণে শিবির। - ফাইল চিত্র

চলতি বছরের নভেম্বর মাসে নাগরাকাটা, বানারহাট ও মেটেলি ব্লকের ৬টি চা বাগানে নাইট ব্লাড সার্ভে হয়। সেখান থেকে ৩৫ জন ফাইলেরিয়া আক্রান্তের সন্ধান মেলে। তাই ওই তিন ব্লকে ফাইলেরিয়াকে বেশ গুরুত্ব দিয়েই দেখা হচ্ছে। আক্রান্তদের সঠিক চিকিৎসা ও পরামর্শের মাধ্যমে ফাইলেরিয়া আক্রান্তদের সুস্থ রাখতে এই বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, ফাইলেরিয়া তিন ধরনের হতে পারে। হাত, পা ফুলে থাকা যাকে চলতি ভাষায় গোদ বলে তাও এক প্রকার ফাইলেরিয়া। এতে আলাদা করে কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। ব্যাকটিরিয়ার সংক্রমণ যাতে না হয় প্রথমে তা নিশ্চিত করে ফোলা অঙ্গের যত্ন নিতে হয়। সেক্ষেত্রে ওই প্রকার ফাইলেরিয়ার চিকিৎসা রোগী নিজেই করতে পারেন। কীভাবে করতে হবে তা ওই শিবিরগুলিতে দেখিয়ে দেওয়া হবে। রোগীদেরকে বিনামূল্যে পরিচর্যার জন্য একটি কিট দেওয়া হবে।

> জেলায় ৭০০ জনেরও বেশি ফাইলেরিয়া আক্রান্তকে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। মঙ্গলবার প্রথম শিবির হবে। ধাপে ধাপে জেলার সমস্ত ব্লকেই শিবির হবে। আক্রান্তদের প্রয়োজনমতো পরিচর্যা ও চিকিৎসা করা হবে।
>
> **ডাঃ অসীম হালদার**
> মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, জলপাইগুড়ি

দ্বিতীয় প্রকারটি হাইড্রোসিল। যেখানে রোগীর ফাইলেরিয়ার প্রকোপ থেকে রোগীকে স্বাভাবিক জীবনযাপন দিতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন পড়ে। ওই বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে দেখা হবে কাদের অস্ত্রোপচার প্রয়োজন রয়েছে। পরবর্তী সময়ে সরকারি হাসপাতালে তাদের অস্ত্রোপচার করা হবে। এই দুই প্রকারের বাইরে মহিলাদের স্তনেও ফাইলেরিয়া আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রেও অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে। প্রয়োজনমতো শিবির থেকে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে।

জলপাইগুড়িতে ২০২৩ সালের আগে পর্যন্ত ফাইলেরিয়াকে নন এন্ডেমিক বা অচিরাচরিত রোগ হিসেবে গণ্য করা হত। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৬০টি স্কুলের ৪৮০ জন পড়ুয়ার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তার মধ্যে ২৬ জন ফাইলেরিয়া পজিটিভ হিসেবে চিহ্নিত হয়। তারা প্রত্যেকে নাগরাকাটা, বানারহাট ও মেটেলি ব্লকের পড়ুয়া। এই সমীক্ষার পরেই বোঝা যায়, জলপাইগুড়ি জেলায় রোগটির বেশ প্রকোপ রয়েছে। তারপর থেকেই জেলায় ফাইলেরিয়া নিয়ে সচেতনতা বাড়তে উদ্যোগ নেওয়া হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে একাধিক কর্মসূচি, সার্ভে করা হতে থাকে। সেই কর্মসূচির অংশ এই বিশেষ শিবির।

রবিবার জলপাইগুড়িতে কর্মশালায় ক্ষুদ্র চা চাষিরা। -সংবাদচিত্র

চা প্রক্রিয়াকরণে ৫০ কোটির প্রকল্প

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় চা প্রক্রিয়াকরণ (বটলিফ ফ্যাক্টরি) শিল্পে ৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী মাইক্রো ফুড ফর্মালাইজেশন প্রকল্পে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চাষিরা চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে আগ্রহ দেখিয়েছেন। রবিবার জলপাইগুড়িতে জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির কার্যালয়ে তিন জেলার চাষিদের নিয়ে বৈঠক করে বিষয়টি বোঝালেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আধিকারিকরা।

গত কয়েক বছর ধরে ক্ষুদ্র চা বাগান মালিকরা কাঁচা চা পাতার ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। ফলে, তাঁদের বটলিফ ফ্যাক্টরিতে কম দামে কাঁচা পাতা বিক্রি করতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র চা চাষিরা জোট বাঁধছেন। সমিতির সভাপতি রজত কার্জির কথায়, 'জলপাইগুড়িতেই প্রায় ২৫ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন। বাকি জেলাগুলি মিলিয়ে এই সংখ্যাটি প্রায় ৫০ হাজার। চা চাষিরা যদি জোট বেঁধে নিজেরা চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে এগিয়ে আসেন তাহলে অনেক কর্মসংস্থান হবে। তৈরি চায়ের চাহিদাও বাড়বে। কারণ, ক্ষুদ্র চা বাগানের উৎপাদিত কাঁচা পাতার গুণগতমান অনেক উন্নত।' কনফেডারেশন অফ স্মল টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানান, এই প্রকল্পে মোট খরচের ৪০ শতাংশ দেবে রাজ্য। বাকি ৬০ শতাংশ দেবে কেন্দ্র। যদিও চা প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়তে ক্ষুদ্র চাষিদের অবশ্য ৩০ শতাংশ করে অর্থ দিতে হবে। আপাতত তিন জেলায় পাঁচটি এমন ইউনিট তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। খুব দ্রুত আরও কয়েকটি তৈরি হবে বলে তাঁর দাবি।

এই প্রকল্পের প্রধান সন্দীপ সাহা জানান, ক্ষুদ্র চাষিরা স্বনির্ভর গোষ্ঠী, সমবায় বা কৃষক প্রোডিউসার সংস্থা গড়েও সম্মিলিতভাবে এতে যোগ দিতে পারেন। বহু ক্ষুদ্র চা চাষি এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের কর্তা অরুণাভ বাউল জানান, রবিবার কর্মশালায় ক্ষুদ্র চা চাষিদের প্রকল্পটির সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত বোঝানো হয়েছে। তাঁরা অনেকেই আগ্রহী। জলপাইগুড়িতে যেহেতু ক্ষুদ্র চা চাষির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, তাই চা প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প রূপায়ণে সমস্যা হবে না। চাষিরা এগিয়ে এলে নিজেরাই লাভবান হবেন বলে তাঁর দাবি।

শিলিগুড়ির কাওয়াখালির মাঠে সনাতন সংস্কৃতি সংসদের উদ্যোগে লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ। রবিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

মঞ্চে রাজনীতি

প্রথম পাতার পর

যার ইঙ্গিত জেনেবুঝে ফিরহাদ হাকিম দিয়েছেন। হিন্দুদের তাই ভাবতে হবে।' দলের এখনকার রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নিশানাতেও ফিরহাদ ও তাঁর ধর্মীয় পরিচয়। তাঁর কথায়, 'হিন্দুদের এ রাজ্যে ভবিষ্যৎ কী, তা ফিরহাদ হাকিম স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন। হিন্দুদের তাই রাজনৈতিকভাবে এক হতে হবে। রাজ্য সরকার ঘুরিয়ে ফিরহাদ হাকিম, সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, হুমায়ুন কবীরদের মতো নেতাদের অ্যাজেন্ডাকে চালাতে দিচ্ছে।' তৃণমূলের পাশাপাশি কার্তিক মহারাজ বাংলাদেশে ইসলামিক মৌলবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে ভাষণ দেন একই সুরে।

তাঁর বক্তব্য, 'বাংলাদেশে হিন্দু ভাইবোনরা আজ অত্যাচারিত, নিপীড়িত। তাঁদের ঘরবাড়ি লুট হচ্ছে। এখনই মৌলবাদী জামাতদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।'

আর দিলীপের স্পষ্ট কথা, 'পশ্চিমবঙ্গকে দেশ থেকে আলাদা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস হল জাতীয়তা বিরোধী এজেন্টদের জায়গা। যারা উগ্রপন্থী, মৌলবাদী, জামাতদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে। জাতীয়তা বিরোধীদের নিয়ে তৃণমূল সরকার চালাচ্ছে।'

> আমরা কারও অকল্যাণ চাই না। মারার জন্য যদি অস্ত্র নিয়ে আততায়ীরা অগ্রসর হয়, তাহলে পালটা হাতে অস্ত্র তুলতে হবে।
>
> **প্রণব চৈতন্য মহারাজ,** সদস্য
> সনাতন সংস্কৃতি সংসদ

গীতা পাঠের আয়োজক সংস্থা সনাতন সংস্কৃতি সংসদের কর্মকর্তা প্রণব চৈতন্য মহারাজ বাংলাদেশে হিন্দুদের একজোট হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ডাক দেন। তাঁর ভাষায়, 'আত্মরক্ষার অধিকার সকলের আছে। আমরা কারও অকল্যাণ চাই না। মারার জন্য যদি অস্ত্র নিয়ে আততায়ীরা অগ্রসর হয়, তাহলে পালটা হাতে অস্ত্র তুলতে হবে। নয়তো বাংলাদেশে হিন্দুরা পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।'

গীতা পাঠ ছাড়া প্রায় পাঁচ ঘণ্টার অনুষ্ঠানের বাকি সময়ে প্রত্যেকের কথায় ছিল ওপার বাংলায় হিন্দু নির্যাতনের প্রসঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান থেকে অনেকে উপস্থিত ছিলেন ওই অনুষ্ঠানে।

সম্প্রীতির হাত ধরে

প্রথম পাতার পর

তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরও ৪ জন কুক ও ১০ জন সহকারী। বাড়িতে তাঁর তিন ছেলে ও স্ত্রী। বছর পঁয়তাল্লিশের কালাচাঁদের মন্তব্য, 'আগে ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতে যেতাম। আর গ্রামে থাকলে এক রান্নার ঠাকুরের সঙ্গে সহযোগী হিসেবে মাঝেমধ্যে কাজ করতাম। খুব কষ্টে চলছিল সংসার। হঠাৎ একদিন এখানে কাজের সন্ধান পেতেই চলে আসি। সেই থেকে আজ ১৮ বছর হল, এই স্কুলেই রান্নার কাজ করছি। এখন আমার মোটামুটি ভালোভাবেই চলছে। সপ্তাহে একদিন বাড়িও যেতে পারি।'

নিজে নিরক্ষর। তাই পড়ুয়াদের রান্না করে খাওয়াতে আলাদা একটা আনন্দও পান বলে জানালেন রাঁধুনি কালাচাঁদ। ইচ্ছে আছে, ছেলে ক্লাস ফাইভে উঠলে তাকেও এই ভালো স্কুলে পড়িয়ে উচ্চশিক্ষিত করবেন।

মেয়েদের হস্টেলে ওয়ার্ডেন পদে কাজ করেন সুলতানগঞ্জের মঞ্জু বসাক। তাঁকেও সাহারা দিয়েছে এই স্কুল। মঞ্জুর কথায়, 'আমার স্বামীর নিজের একটা ট্যাক্সি ছিল। সেটা চালিয়েই জীবিকানির্বাহ করত। ৮ বছর হল, গাড়ির চাকা বন্ধ। চলবে কী করে? চালক নিজেই তো অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী।' মঞ্জুর স্বামীর হার্টের বাইপাস সার্জারি হয়েছে। সঙ্গে আরও নানা রোগ বাসা বাঁধায় তিনি কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। মঞ্জুর সংযোজন, 'মাঝে দুটো বছর খুব কষ্টে কেটেছে। তারপর ২০১৮-তে এই স্কুলে ওয়ার্ডেনের কাজ পেয়ে এখন অনেকটাই সচ্ছল হয়েছি। বলতে গেলে এই মিশনই আমার সংসারটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।'

তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, মঞ্জুর একমাত্র মেয়ে সুজাতা এখন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে অঙ্কে এমএসসি করছেন, তার নেপথ্যেও এই স্কুলের অবদান রয়েছে। বিএসসি অনার্স পড়ার সময় সুজাতা এই মিশন স্কুলে ক্লাস নিতেন। তার বিনিময়ে যে সাম্মানিক পেতেন তা দিয়েই চলত নিজের পড়াশোনার খরচ।

কথা হল এইরকমই মিশনে কর্মরত আরও এক কর্মী বিজয় সোরেনের সঙ্গে। বিজয়ের বাড়ি হবিবপুরের কাশিপাহাড়া গ্রামে। ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে বিএ পাশ করার পর তিনি কালিয়াচকের একটি মিশনে অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদে চাকরি করছেন। বিজয়ের গলায় আবেগ, 'কত উচ্চশিক্ষিত ছেলেমেয়েই বেকার হয়ে বসে আছে। আমি তো স্রেফ গ্র্যাজুয়েশন করেছি। এই মিশন ছিল বলে সম্মানজনকভাবে বাঁচার জন্য একটা কাজ পেয়ে গেছি। এই বেতনেই এখন মা, বাবা, স্ত্রী ও ১১ মাসের মেয়েকে নিয়ে দিব্যি খেয়েপরে বেঁচে আছি।'

পার্শ্ববর্তী আলিপুর গ্রামের মহম্মদ আসিফ আনসারি আবার কালিয়াচকের যে মিশন থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছিলেন, এমএসসি, এমএড কমপ্লিট করার পর সেই মিশন স্কুলেই শিক্ষক ও এডুকেশন ম্যানেজার পদে কাজ করে উপার্জনের পথ খুঁজে পেয়েছেন। আসিফের কথায়, 'বাবা একটা গুমটি ঘরে জেরক্স মেশিন চালিয়ে রোজগার করে আমাদের বড় করেছেন। আমি প্রাইমারি এসএসসিতে কোয়ালিফায়েড হয়ে বসে আছি। কিন্তু সরকারি চাকরির বাজারের যা হাল! হাইস্কুলের শিক্ষকতা করার মতো ডিগ্রি অর্জন করেও লাভ নেই। আমি এমএসসি করার পর এখনও একটাও এসএসসি পরীক্ষা হয়নি। চাকরি পাব কোথায়? এই মিশন স্কুলগুলো হয়েছে বলে তাও আমাদের মতো বহু শিক্ষিত বেকার কাজের সন্ধান পেয়েছেন।'

শুধু একটি স্কুলেই কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান চমকে দেওয়ার মতো। টার্গেট পয়েন্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের পরিবহণের জন্য বাস ও ছোট ভ্যান মিলিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ২০টি গাড়ি। অর্থাৎ এই একটি স্কুলে শুধু পরিবহণ ব্যবস্থার সৌজন্যেই চালক ও সহায়ক মিলিয়ে হাতে কাজ পেয়েছেন অন্তত ৪০ জন। হস্টেলের প্রতিটি রুমে ছাত্রছাত্রীদের রাতদিন দেখভালের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন প্রায় ৫০ জন শিক্ষিত তরুণ-তরুণী। হস্টেলে পড়ুয়াদের সামগ্রিক তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি পড়াশোনা সংক্রান্ত ছোটখাটো সমস্যায় পড়লে প্রাইভেট টিউটরের মতো তা সমাধানও করে দেন তাঁরা। এই স্কুলে রান্নার কাজের জন্য রয়েছেন ১৯ জন কুক। সুইপিংয়ের কাজে নিযুক্ত ৮ জন। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে বাজারঘাট করা, দ্বাররক্ষী ও নৈশপ্রহরী মিলিয়ে কর্মীর সংখ্যা ১০। এছাড়া, শিক্ষাকর্মী, করণিক, পিওন ও মেট্রন মিলিয়ে কাজ করছেন ডজনখানেক মানুষ। এছাড়াও স্পেশাল কোচিং ও প্রতিদিনের ক্লাস নেওয়ার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন ১০০ জন।

এলাকার ওয়াকিবহাল মানুষজন বলছেন, কালিয়াচকে স্থানীয় কয়েক হাজার পুরুষ ও মহিলার কর্মসংস্থান হয়েছে এই স্কুলগুলোর দৌলতে। কালিয়াচক আবাসিক মিশনের সম্পাদক আমিরুল ইসলামের তথ্য, 'বৃহত্তর কালিয়াচকের কথা ধরলে শতাধিক বেসরকারি আবাসিক ও অনাবাসিক মিশন স্কুল রয়েছে এখানে। ফলে সব মিলিয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই স্কুলগুলোর সৌজন্যে প্রায় ১০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বলতে পারেন।'

সব মিলিয়ে শিক্ষার বিপ্লব এখন সামাজিক অভ্যুত্থান।

(সমাপ্ত)

স্বাস্থ্যকেন্দ্রহীন বিন্নাগুড়ি

শুভ দত্ত

বিন্নাগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : বানারহাট ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় নেই কোনও সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বিন্নাগুড়ি এলাকায় ৩০ হাজারেরও বেশি লোকের বসবাস। এলাকার বাসিন্দারা স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীল। যদিও ব্লক গঠনের চার বছর হতে চললেও বানারহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ব্লক পর্যায়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত করার কাজ এখনও শুরু হয়নি। ফলে বানারহাট হাসপাতালে জ্বর, সর্দিকাশি, ডায়ারিয়ার মতোও উপসর্গের চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোনও কঠিন রোগব্যাধির চিকিৎসা পান না স্থানীয়রা। চিকিৎসার জন্য বানারহাট সহ বিন্নাগুড়িবাসীকে ১৪ কিমি দূরের বীরপাড়া অথবা ৫৮ কিমি দূরে জলপাইগুড়িতে ছুটতে হয়। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকায় অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবাও বিন্নাগুড়িতে তেমন নেই বলেই জানান স্থানীয়রা। এলাকায় দিন-দিন জোরালো হচ্ছে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির দাবি। প্রসঙ্গত, মাদারিহাট বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূল শিবির থেকে বিন্নাগুড়ি এলাকার ভোট টানতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হবে বলে প্রচার করা হয়। বিন্নাগুড়ি এলাকার ওপর নির্ভরশীল হলদিবাড়ি চা বাগান, তেলিপাড়া চা বাগান, মোরাঘাট চা বাগানের কিছুটা অংশ এবং শেরপা বাজার ও সরুগাঁও এলাকার বাসিন্দারা। প্রতিটি চা বাগানে হাসপাতাল থাকলেও সেখানেও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো নেই।

এই প্রসঙ্গে বিন্নাগুড়ি এলাকার এক বাসিন্দা কৃষ্ণা শা বলেন, 'এলাকায় এখনও পর্যন্ত কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। সামান্য কিছু হলেই ছুটতে হয় বানারহাটে। এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অনেক সময় রোগীর এমন করুণ অবস্থা থাকে যে রাস্তাতেই বিপদ ঘটে।'

বিন্নাগুড়ি এলাকার এক ব্যবসায়ীর কথায়, সামান্য চোট পেলে কিংবা রোগের সাধারণ কোনও উপসর্গ হলে বানারহাটে ছুটতে হয়। বিন্নাগুড়ি এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র হলে স্থানীয়রা তো বটেই, আশপাশের অনেক মানুষ উপকৃত হবেন।

বিন্নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজয় প্রসাদ বলেন, 'বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের পাশেই সরকারি জায়গা রয়েছে। এই সরকারি জায়গায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি হলে পরিষেবা পাবেন স্থানীয় বাসিন্দারা।' উপনির্বাচনের প্রচারে বিন্নাগুড়ি এলাকায় স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরির করা হবে বলে তৃণমূলের তরফে প্রচার করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের বানারহাট ব্লক সভাপতি সাগর গুরুং বলেন, 'প্রতিশ্রুতি অনুযায়ীই কাজ হবে। তবে এইসব কাজ একদিনেই চাইলে তৈরি করা সম্ভব নয়।'

প্রচুর পিছিয়ে

প্রথম পাতার পর

সম্যক ছাড়া উত্তরের কোন দাবাড়ুর দিকে নজর থাকা উচিত? কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে উঠে আসছে কিছু নাম। জলপাইগুড়ির অঙ্কিত দাস (অনূর্ধ্ব-১১), পরমব্রত সরকার (অনূর্ধ্ব-১৩), ত্রিপর্ণ ঘোষ (অনূর্ধ্ব-১৫) ও কোচবিহারের পরিজ্ঞান চক্রবর্তী (অনূর্ধ্ব-১৪)-রা। গত অক্টোবরে অনূর্ধ্ব-১৫ রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপে অঙ্কিত, পরমব্রত ও ত্রিপর্ণ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে। ১৪ বছরের পরিজ্ঞানের রেটিং ১৭৪৩। এদের নিয়ে বিশ্ব পর্যায়ের ভাবনা এখনই অবান্তর।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সচিব অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ফোনে কথা বলার সময় মনে করিয়ে দিলেন উত্তরবঙ্গের আরেক সমস্যার কথা। পরিকাঠামো ও আধুনিক সরঞ্জামের অভাব। এত সমস্যার মাঝে ৬৪ খোপের খেলায় আরও আলো ছড়ানো সত্যিই কঠিন। বাবলুর অবশ্য ধারণা, 'সম্যক আইএম তো হবেই। ওর মধ্যে জিএম হওয়ারও সমস্ত রসদ রয়েছে।' সম্যকের নিজের কথায়, 'চূড়ান্ত লক্ষ্য জিএম হওয়া। সেটা নির্ভর করছে দুটো বিষয়ের উপর। ভালো প্র্যাকটিস এবং বিদেশে বড় প্রতিযোগিতায় নেমে রেটিং বাড়ানো।' যা দেখা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গের কাছে চেন্নাই-হায়দরাবাদ এখনও দূর অস্ত। আনন্দ-গুকেশ-অর্জুন-হাম্পিদের ধারেকাছে যাওয়ার মতো নেই কেউ। উত্তরের কাছে দূর কলকাতাও। সেখানে ১১ গ্র্যান্ড মাস্টার আছেন, অথচ ভারতের প্রথম দশে কেউ নেই তাঁরা। উত্তরবঙ্গে তো আইএম নর্মই আসেনি।

বৃন্দা আর সিবিআই

প্রথম পাতার পর

এর আড়ালে এমন কিছু সত্য লুকিয়ে আছে, যা প্রকাশ্যে আনতে কেউই চাইছেন না।

বৃন্দা এই দেশের একজন প্রথম সারির আইনজীবী। তিনি সেপ্টেম্বর থেকে বিনা পারিশ্রমিকে নিহত ডাক্তারের পরিবারের কৌঁসুলি হিসাবে এই মামলাটি লড়ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট থেকে শুরু করে শিয়ালদা কোর্ট, এসিজেএমের আদালত পর্যন্ত বৃন্দা উপস্থিত ছিলেন। অন্য অনেকের মতোই আরজি করের নৃশংস হত্যাকাণ্ড বৃন্দাকেও বিচলিত করেছিল। তাই বিনা পারিশ্রমিকে তিনি এই মামলাটি লড়তে এসেছিলেন। তাহলে কী এমন কারণ ঘটল যে বিবেকের তাগিদে লড়তে আসা বৃন্দা মামলাটি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন?

কেন সরিয়ে নিলেন, তা ভেঙে কিছু বলেননি বৃন্দা। কিন্তু যেটুকু বলেছেন তার ভিতরে রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বৃন্দা বলেছেন, পরিস্থিতির ফলে বাধ্য হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আবার এ-ও বলেছেন, সিবিআই বা রাজ্য সরকারের ওপর থেকে কোনও চাপ তাঁর কাছে আসেনি। তাহলে এমন পরিস্থিতি কে বা কারা তৈরি করল যার ফলে বৃন্দা নিজেকে সরিয়ে নিলেন।

এই মামলায় তিনটি পক্ষ রয়েছে। সিবিআই, রাজ্য সরকার এবং নির্যাতিতা ডাক্তারের পরিবার ও মামলাকারী ডাক্তাররা। বৃন্দার কথামতো সিবিআই এবং রাজ্য সরকার যদি কোনও চাপ সৃষ্টি না করে থাকে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের তিরটা তৃতীয় পক্ষের দিকে ঘুরে যায়। তাহলে কি ওই তৃতীয় পক্ষ এমন কোনও পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিলেন, যেখানে বৃন্দার পক্ষে এই মামলায় সওয়াল করা সম্ভব হচ্ছিল না? আরজি করের ঘটনার দোষীদের শাস্তি চাইলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়াটাও তো জরুরি।

আসা যাক সিবিআইয়ের কথায়। সিবিআই ঘটনার তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর, সিবিআই সূত্র থেকে নানারকম সংবাদ সামনে আসছিল। বৃহৎ ষড়যন্ত্র এবং প্রমাণ লোপাট করার তথ্য সিবিআই পেয়েছে এমন কথাও বলা হচ্ছিল। সুপ্রিম কোর্টে তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট সিবিআইয়ের আইনজীবী তুষার মেহতা তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেই রিপোর্ট পড়ে বিস্মিত হয়েছিলেন চন্দ্রচূড়। বলেছিলেন, 'এ তো ভয়ংকর ঘটনা। দেখে বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি।' প্রধান বিচারপতি এ-ও বলেছিলেন, 'সিবিআই যখন তদন্ত করছে তখন সবকিছু সামনে আসবেই।'

এত কাণ্ডের পর সিবিআই নব্বই দিনের মাথায় চার্জশিট দিতে ব্যর্থ হল কেন? মুখবন্ধ খামে যদি 'ভয়ংকর' সব তথ্য পেশ করা যায় সুপ্রিম কোর্টে তাহলে শিয়ালদার অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে চার্জশিট পেশ করা যায় না কেন? চার্জশিট পেশ করার বদলে সিবিআইয়ের কৌঁসুলি বলেছেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আপাতত আমাদের কোনও আবেদন নেই।'

বৃন্দা গ্রোভারের সরে যাওয়া এবং আদালতে সন্দীপ-অভিজিতের জামিন পাওয়া এই দুটি ঘটনা পাশাপাশি রাখলে কি মনে হচ্ছে না, ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। এমন কিছু 'কালা' যা প্রকাশ্যে এলে অনেকেরই মুখ পুড়বে।

এখনও পর্যন্ত দেখা গিয়েছে কলকাতা পুলিশ মূল অপরাধী হিসাবে যে সঞ্জয় রায়কে আটক করেছিল, তার থেকে একচুলও বেশি এগোতে পারেনি সিবিআই। আরজি করের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেক গল্পগুজব বাজারে রটেছে। প্রচারের জোরে সেইসব গুজবে বিশ্বাস করতে বাধ্য করা হয়েছে মানুষকে। মানুষ বিশ্বাস করেছে এবং উত্তেজিত হয়েছে। এখন কেউ যদি মনে করেন, সেই গুজবকেই মান্যতা দিয়ে সিবিআই চার্জশিট দেবে বা বৃন্দা গ্রোভার সওয়াল করবেন, তবে তা ভুল ভাবছেন তিনি। আইন আদালত, বিচার ব্যবস্থা বা তদন্ত গুজবের ওপর নির্ভর করে চলে না। আর সেটিং তত্ত্ব বাজারে এনে অতি সরলীকরণের রাজনীতি করতে গেলে ডাল মে কুছ কালার সন্দেহটিকেই বোধকরি আরও দৃঢ় করে।

আসলে অনেক কিছুই আমাদের কাছে ধোঁয়াশার মতো রয়ে গিয়েছে। যেমন, যে জুনিয়ার ডাক্তাররা পোস্ট মর্টেমের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং পোস্ট মর্টেমের পর সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সই করেছিলেন, পরে এটা লুকিয়ে গিয়ে কেন তাঁরাই আবার পোস্ট মর্টেম নিয়ে প্রশ্ন তুললেন? যে জুনিয়ার ডাক্তাররা হাসপাতালের ওই নির্দিষ্ট কক্ষটিতে ভাঙচুরে লিখিত সম্মতি জানিয়েছিলেন, কেন তাঁরাই আবার সেকথা চেপে গিয়ে প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ তুলেছিলেন? আন্দোলনের জন্য ক্রাউড ফান্ডিংয়ে চল্লিশ কোটি টাকা সংগ্রহ করার পরও এতদিনেও সেই অর্থ কোন খাতে খরচ হয়েছে তার হিসাব জনসমক্ষে দেওয়া হবে না কেন?

আমরা সকলেই চাই আরজি করের নির্যাতিতা ডাক্তার সুবিচার পান, সুবিচার পাক তাঁর পরিবার। কিন্তু সুবিচার পেতে গেলে এই ধোঁয়াশাগুলি পরিষ্কার হওয়া দরকার। না হলে ধোঁয়াশার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অপরাধীদের চিহ্নিত করা যাবে না।

বন গ্রামবাসী দিবসে বিশেষ আয়োজন চিলাপাতায়

পর্যটকদের জন্য রাভা জনগোষ্ঠীর খাবার

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৫ ডিসেম্বর : রাভা জনজাতির বাসিন্দাদের অন্যতম খাওয়ার 'হেন'। তা আসলে আলু। জঙ্গলের বিভিন্ন ধরনের জংলি আলুকে 'হেন' বলেন রাভারা। প্রায় আট ধরনের হেন খান এই জনজাতির বাসিন্দারা। কোনওটা সেদ্ধ করে, কোনওটা পুড়িয়ে, কোনওটা আবার সবজিতে। বিভিন্ন রকম হেনের আবার আলাদা নাম রয়েছে। সাদা বড় আলুকে বলা হয় হালা, লালচে আলুর নাম হানেক। এক ধরনের আলু খেলে আবার হালকা নেশাও হয়। সেই আলুর নাম হানরাম। এই সবধরনের হেন একসঙ্গে জোগাড় করা কিছুটা মুশকিলই। তবে আগামী ১৮ ডিসেম্বর চিলাপাতায় অনুষ্ঠিত বন গ্রামবাসী দিবসে এই সবধরনের হেন রাখা হবে খাবারের স্টলে। যে কেউ চাইলে সেগুলো কিনতে পারবেন।

প্রায় সাত বছর থেকে এই বন গ্রামবাসী দিবস পালন হয়ে আসছে কালচিনি ব্লকের রাজাভাতখাওয়া নয়াবস্তিতে। তবে অনুষ্ঠানের আয়োজক উত্তরবঙ্গ বন শ্রমজীবী মঞ্চ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবছর থেকে বিভিন্ন বনবস্তিতে এই অনুষ্ঠান হবে। এক জায়গায় হবে না। এবছর সেটা হচ্ছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতা শালবাগানে। উত্তরবঙ্গ বন শ্রমজীবী মঞ্চের আহ্বায়ক লালসিং ভুজেলের কথায়, '২০০৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর সংসদে বন অধিকার আইন পাশ হয়। এই আইনের মাধ্যমে আমরা অনেক অধিকার পেয়েছি। সেজন্য এই দিনটিকে উদযাপন করা হচ্ছে বিগত সাত বছর থেকে। এবছর অষ্টম বর্ষের অনুষ্ঠানে জায়গা বদল করা হল।'

ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। চলছে বিভিন্ন ধরনের স্টল তৈরির কাজ। চিলাপাতায় রাভা জনজাতির বাসিন্দারা রয়েছেন বলে শুধু তাঁদের খাবারের স্টল অনুষ্ঠানে থাকবে, এমনটা নয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা দশটি জনজাতির খাবারের স্টল থাকবে সেখানে।

বোরো জনজাতির খাবার পেখা যা আসলে শামুকের তরকারি, সেখানে থাকবে। থাকবে নেপালিদের শেল রুটি, তিলের চাটনিও। এছাড়াও বিভিন্ন জনজাতির পোশাক, হস্তশিল্পের স্টল থাকছে। একটি স্টলে আবার বিভিন্ন জনজাতির কচিকাঁচাদের আঁকা ছবি প্রদর্শিত হবে। মঞ্চে হবে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সব জনজাতির বাসিন্দারা নিজেদের সংস্কৃতি তুলে ধরবেন সেখানে।

বন অধিকার আইন নিয়েও হবে চর্চা। ২০০৬ সালে ওই আইন পাশ হওয়ার পর সেই আইনে আবার কী কী সংযোজন, সংশোধন হয়েছে সেটা নিয়েও আলোচনা করবেন বিশেষজ্ঞরা। উত্তরবঙ্গ ছাড়াও কলকাতা, বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় বনাধিকার আইন নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞ এবং সমাজকর্মীরাও ১৮ ডিসেম্বর চিলাপাতায় বন গ্রামবাসী দিবসে উপস্থিত থাকবেন।

চিলাপাতায় চলছে স্টল তৈরির কাজ। রবিবার। -সংবাদচিত্র

উত্তরবঙ্গ বন শ্রমজীবী মঞ্চের সহ আহ্বায়ক সুন্দর সিং রাভার কথায়, 'আলিপুরদুয়ার এবং আশপাশের জেলার সব জনজাতির প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে শামিল হবেন। এত জনজাতির খাবার, সংস্কৃতি, পোশাক একসঙ্গে বিস্তারিতভাবে দেখার সুযোগ সব জায়গায় থাকে না।'

১৮ ডিসেম্বর সকাল থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে। সন্ধ্যার আগেই সব অনুষ্ঠান শেষ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আপাতত চিলাপাতার স্থানীয়রাই অনুষ্ঠানের আয়োজনের সমস্ত কাজ দেখছেন।

খেলায় আজ

২০১৪ : ফুটবল থেকে অবসর নিলেন থিয়েরি অঁরি। ফ্রান্সের হয়ে ১২৩ ম্যাচ খেলে তাঁর গোলসংখ্যা ২৩।

সেরা অফবিট খবর

শিল্পার বাবার বন্ধু বয়কট!

ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়ে তখন সবে ধারাভাষ্যে পা রেখেছেন নভজ্যোৎ সিং সিধু। তখনকার একটি গল্প শুনিয়ে সিধু বলেছেন, জিওফ্রে বয়কট তখন আমার কাছে প্রায়ই শিল্পা শেঠি সম্পর্কে জানতে চাইতেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'আজ সকালের সূর্য শিল্পার মতোই সুন্দর লাগছে। তখন আমি তাঁকে বলি, শিল্পা শেঠি আপনাকে ওর বাবার সেরা বন্ধু ভাবে। শুনে বয়কট প্রচণ্ড অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।'

ভাইরাল

জিতেন্দ্র এসেছেন নাকি

ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শুরুর আগে হরভজন সিংয়ের দিকে 'নয়না মে স্বপ্না, স্বপ্নে মে সাজনা' গানে নাচতে নাচতে এগিয়ে গিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। সেইসময় হরভজন গোলাপি পাগড়ি ও সাদা রংয়ের ব্লেজার পরেছিলেন। ভাজ্জির কাছে আসার পর বিরাট জানতে চান, জিতেন্দ্র এসেছেন নাকি? শুরুতে বিষয়টা হরভজন বুঝতে না পারলেও পরে বোঝেন কি ভুলটাই না তিনি করেছেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম বলটি কে খেলেছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. স্যাম কুরান,
২. পাকিস্তানের মহম্মদ সামি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীরাধিপ চক্রবর্তী, রজত সরকার, লাবণ্য কুণ্ডু।

কেনের ৫০, এগিয়ে কিউয়িরা

হ্যামিলটন, ১৫ ডিসেম্বর : প্রথম দুই টেস্টে হারের পর তৃতীয় টেস্টে দ্বিতীয় দিনের পর ভালো জায়গায় নিউজিল্যান্ড। দিনের শেষে কিউয়িদের স্কোর ১৩৬/৩। ক্রিজে রয়েছে কেন উইলিয়ামসন (৫০) ও রাচিন রবীন্দ্র (২)। নিউজিল্যান্ডের লিড ৩৪০ রানের।

রবিবার দিনের শুরুতে দশম উইকেটে ৪৪ রানের জুটি খেলেন মিচেল স্যান্টনার (৭৬) ও উইলিয়াম ও'রৌরকে (অপরাজিত ৫)। তাঁদের জুটিতে প্রথম ইনিংসে কিউয়িরা অল আউট হয় ৩৪৭ রানে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। তাদের দুই ওপেনারকে ফেরান ম্যাট হেনরি (৪৮/৪)। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উইকেট নেন উইলিয়াম (৩৩/৩)। বাকি কাজ সারেন স্যান্টনার (৭/৩)। ৩২ রান করেন জো রুট। কোনও উইকেট পাননি শেষ ম্যাচ খেলতে নামা টিম সাউদি। দ্বিতীয় ইনিংসে উইল ইয়ং (৬০) ও উইলিয়ামসনের ৮৯ রানের জুটি ভরসা দেয় কিউয়িদের।

শতরান করে ট্রাভিস হেড।

নজরে পরিসংখ্যান

১৯.৮১ টেস্টে ১৯০ উইকেট নেওয়ার পথে জসপ্রীত বুমরাহর বোলিং গড়। যা লাল বলের ক্রিকেটে ১৯০ উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে ১৪৭ বছরের ইতিহাসে সর্বনিম্ন।

১২ টেস্টে বুমরাহর এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার সংখ্যা। যা ভারতীয় পেসারদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক। শীর্ষে কপিল দেব (১৬টি)।

১০ এশিয়ার বাইরে বুমরাহর এক ইনিংসে পাঁচ বা তার বেশি উইকেট নেওয়ার সংখ্যা। যা ভারতীয় পেসারদের মধ্যে সর্বাধিক। টপকে গেলেন কপিল দেবকে।

১ ২০১০ সালের পর বুমরাহ প্রথম সফরকারী বোলার যিনি অস্ট্রেলিয়ায় টেস্টে তিন বা তার বেশিবার এক ইনিংসে ৫ উইকেট নিলেন।

১ স্টিভেন স্মিথ প্রথম ব্যাটার হিসেবে দুইটি আলাদা দেশের বিরুদ্ধে টেস্টে ১০ বা তার শতরান করলেন। ব্রিসবেনে ভারতের বিরুদ্ধে এদিন তিনি দশম শতরান পেলেন।

৩৩ টেস্টে স্মিথের শতরানের সংখ্যা। যা অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বাধিক। টপকে গেলেন স্টিভ ওয়াকে (৩২)। সামনে রিকি পন্টিং (৪১)।

ব্যর্থ বুমরাহর প্রচেষ্টা

হেড-আতঙ্কে দোসর স্মিথও

অস্ট্রেলিয়া-৪০৫/৭

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর : ট্রাভিস হেড 'রহস্য' অধরাই। আরও একটা ম্যাচ। আবারও হেডের সামনে আত্মসমর্পণের চেনা দৃশ্য। মঞ্চ বদলাচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় বোলারদের ওপর হেড-দাপটের কাহিনী সেই এক। গৌতম গম্ভীর-রোহিত শর্মাদের যাবতীয় পরিকল্পনা দুমড়ে দিয়ে হেড-বিস্ফোরণ ব্রিসবেনেও।

হেড-আতঙ্কে এদিন দোসর স্টিভেন স্মিথ। লম্বা ব্যর্থতা কাটিয়ে শতরানের সরণিতে ফিরলেন। শুরুতে কিছুটা নড়বড়ে, খোলসের মধ্যে গুটিয়ে থাকা। পরে খোলস ছেড়ে বেরোলেন, ব্যাট থেকে বেরিয়ে এল নান্দনিক সব ক্রিকেটীয় শট।

আগ্রাসী হেড এবং ক্লাসিক স্মিথের যুগলবন্দিতে মজল রবিবাসরীয় ব্রিসবেন। অ্যাডিলেডে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া শতরানের পর রবি শাস্ত্রী, সুনীল গাভাসকাররা সবার আগে হেডের 'দাওয়াই' বের করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বাউন্সারে পরীক্ষা নেওয়ার টিপসও দেন চেতেশ্বর পূজারা। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারেননি মহম্মদ সিরাজরা (৯৭/১)। প্রথমবার সিরিজে খেলতে নামা রবীন্দ্র জাদেজার (৭৬/০) অবস্থা নৈব নৈব চ। ব্যর্থ থিংকট্যাংকের আস্থা রাখার মর্যাদা রাখতে।

সাহায্যের বদলে সিরাজরা 'ওয়ানম্যান আর্মি' জসপ্রীত বুমরাহর (৭২/৫) প্রচেষ্টায় জল ঢাললেন। বুঝিয়ে দিলেন, তাঁরা বুমরাহর যোগ্য পার্টনার নন। নিট ফল, লাঞ্চের আগে এবং শেষবেলায় নতুন বলে বুমরাহর দাপটের পর অস্ট্রেলিয়া ৪০৫/৭। গাব্বার বাইশ গজে বুলডোজার চালিয়ে হেডরা এদিন ৩৭৭ রান যোগ করেন।

হেডের নবম টেস্ট শতরান থামে ১৫২-তে। স্মিথ সেখানে ৩৩ নম্বর সেঞ্চুরিতে স্টিভ ওয়া (৩২টি) পিছনে ফেললেন। অজি ব্যাটারদের মধ্যে সামনে শুধু রিকি পন্টিং (৪১টি সেঞ্চুরি)। স্পর্শ ফেললেন ভারতের বিরুদ্ধে জো রুটের সর্বাধিক ১০ সেঞ্চুরির নজিরও।

স্মিথের সেঞ্চুরি-উচ্ছ্বাস, ব্যাটের হাতলের মাথায় হেলমেট রেখে আকাশের দিকে হেডের দুই হাত তুলে দেওয়া- যে সেলিব্রেশনের মাঝে ভারতের প্রাপ্তি শুধু বুমরাহ। সতীর্থদের ব্যর্থতা ঢেকে দেওয়ার মরিয়া প্রয়াসের পুরস্কার সেনা দেশে (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) অষ্টমবার পাঁচ শিকার। টপকে গেলেন কপিল দেবকে (৭ বার)।

বুমরাহর সাফল্যের দিনেও ভারত ফিরল একরাশ আশঙ্কা নিয়ে। হেড-স্মিথের ২৪১ রানের যুগলবন্দির পরও দ্বিতীয় নতুন বলেও অজিদের ৩১৬/৩ থেকে ৩২৭/৬ করে দিয়েছিলেন। ১২ বলের মধ্যে স্মিথ (১০১), হেডের সঙ্গে মিচেল মার্শকে (৫) ফেরান বুমরাহ।

যদিও উদ্দেশ্যহীন বোলিংয়ে চাপ বজায়ে ব্যর্থ সিরাজ-জাদেজারা। বুঝিয়ে দিলেন রবি শাস্ত্রী কেন দ্রুত মহম্মদ সামিকে অস্ট্রেলিয়ায় আনার কথা বলছেন। বাংলার হয়ে নিয়মিত খেলছেন, সাফল্যও পাচ্ছেন। অথচ, বর্ডার-গাভাসকার সিরিজে নেই! অনেকে রোহিতদের সামি-ইশ্যুতে অন্যরকম গন্ধও পাচ্ছেন।

শনিবার প্রথম দিনে বৃষ্টিতে মাত্র ১৩.২ ওভার খেলা হয়। এদিনও বৃষ্টি জারি, তবে হেড-স্মিথের রান-বৃষ্টি। লাঞ্চে ১০৪/৩। দুই ওপেনার নাথান ম্যাকসুইনি (৯) ও উসমান খোয়াজাকে (২১) বুমরাহর শিকার। মার্নাস লাবুশেনকে (১২) ফেরান নীতীশ। তার আগে মার্নাস-সিরাজের মজার কুসংস্কার। সিরাজ বেল বদলে দিয়ে ঘুরতেই মার্নাস তা আগের জায়গায় করে দেন। 'জয়ী শেষপর্যন্ত সিরাজ। পরের ওভারে নীতীশের শিকার লাবুশেন।

৭৫/৩। এখান থেকে হেড-স্মিথের ম্যাচের দখল নেওয়া। মাঝের সেশনে ১৩০ রান। চায়ের পর ৩১ ওভারে ১৭১! হেড-ঝড়ে শেষদিকে তাল ঠোকেন স্মিথও। প্রথম পঞ্চাশ ১২৭ বলে। ৫০ থেকে ১০০-তে পা রাখতে নিলেন সেখানে ৫৭ বল।

চেতেশ্বর পূজারাদের যুক্তি, হেডরা যেমন ভালো খেলেছে, তেমনই সহজে রান করতে দিয়েছে ভারত। পরিকল্পনা, ফিল্ডিং সাজানো, বোলারদের দিশা দেখানো- ডাহা ফেল অধিনায়ক রোহিতও। হেড বুলডোজারের সামনে কার্যত দর্শক টিম ইন্ডিয়া। হেড মূলত ব্যাকফুট প্লেয়ার। ড্রাইভের চেয়ে পুল, আপার কাট পছন্দ করেন। অথচ, হেডের শক্তিশালী জায়গাতে বেশিরভাগ বল রেখে গিয়েছেন সিরাজরা।

রোহিতরা ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনাল, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ, অ্যাডিলেড টেস্টে থেকেও কোনও শিক্ষা নেননি। আর কবে নেবেন? প্রশ্নটাই দিনভর তুলল্লেন প্রাক্তনরা। ইয়ান চ্যাপেলের কটাক্ষ, অ্যাডিলেডেই ভারতের দুর্বলতা সামনে এনে দেয় হেড। ব্রিসবেনেও যা জারি। আশঙ্কা, বাকি তিনদিনে তিন বছর আগে ভারতের ব্রিসবেন জয়গাথা ভেঙে খানখান হওয়ারও। আগামীকাল স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলতে চলেছে। হেড-ধাক্কা সামলে রোহিত ব্রিগেড আদৌ ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিনা সেটাই এখন দেখার।

জসপ্রীতকে বাঁদর বলে বিতর্কে ঈশা

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর : হরভজন সিং-অ্যান্ড্রু সাইমন্ডসের বিতর্কিত 'মাঙ্কিগেট'-এর ছায়া চলতি ভারত-অস্ট্রেলিয়া দ্বৈরথে। অবশ্য মাঠে নয়, মাঠের বাইরে। ইংল্যান্ডের মহিলা দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঈশা গুহর বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্যের শিকার জসপ্রীত বুমরাহ। ব্রেট লি-র সঙ্গে ধারাভাষ্যের ফাঁকে বুমরাহকে 'সর্বোত্তম বাঁদর' বলে বসেন ঈশা! দ্বিতীয় দিনের শুরুতে প্রথম স্পেলে দুই ওপেনারকে ফেরান বুমরাহ। প্রশংসায় ব্রেট লি বলেছেন, '৫ ওভারে ৪ রানে ২ উইকেট জসপ্রীত বুমরাহর। এটাই প্রাক্তন অধিনায়কের (পারথ সহ দুইটি টেস্টে নেতৃত্ব দেন বুমরাহ) থেকে আশা করা যায়।' এরপরই জবাবে ঈশার আলটপকা মন্তব্য। বলেন, 'হ্যাঁ ও হচ্ছে এমভিপি। তাই না? মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্রাইমেট।' ময়দানি ভাষায় এমভিপি বলতে মূলত মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ারই বোঝানো হয়। কিন্তু এমভিপি'র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাইমেট (বাঁদর শ্রেণিভুক্ত) বলে বসেন কলকাতার সঙ্গে যোগ থাকা প্রবাসী বাঙালি পরিবারের কন্যা ঈশা।

দিনের শেষে জসপ্রীত বুমরাহর ৫ উইকেট নেওয়ার স্বস্তি উধাও।

অজুহাত দিতে ব্যস্ত মরকেল

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর : সাজঘরের পরিকল্পনা কাজে লাগানো যায়নি। টানা দুই দিন বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। আজ বৃষ্টি হয়নি। জসপ্রীত বুমরাহ অসাধারণ। বিশ্বের সেরা বোলার। কিন্তু বাকিরা ওকে সাহায্য দিতে পারেনি। ইনিংসের ৫০-৮০ ওভারের মধ্যে বল নরম বা পুরোনো হয়ে যাওয়ার পর ভারতীয় পেসাররা সেই বলকে কাজে লাগাতে পারছে না।

অদ্ভুত যুক্তি। সৌজন্যে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরনি মরকেল। গাব্বা টেস্টের প্রথম দিনের বেশিরভাগ সময় নষ্ট হয়েছিল বৃষ্টির কারণে। আজ দ্বিতীয় দিনের পুরো সময় খেলা হতেই ব্যাকফুটে টিম ইন্ডিয়া। স্টিভেন স্মিথ, ট্রাভিস হেডের জোড়া শতরানে গাব্বা টেস্ট থেকে হারিয়ে যাওয়ার পথে টিম ইন্ডিয়া। এমন অবস্থায় দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরকেল অজুহাতের কানাগলিতে হাঁটলেন। ঠিক কী বোঝাতে বা বলতে চাইছিলেন, স্পষ্ট করতে পারলেন না। পাশাপাশি দলের বোলিং কোচ হিসেবে তিনি নিজে কীভাবে দায়িত্ব পালন করছেন, তা নিয়েও ধোঁয়াশা বাড়ালেন।

বুমরাহর দাপটে দ্বিতীয় দিনের শুরুটা দারুণ হয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার। তারপরই রোহিত শর্মাদের ম্যাচ থেকে হারিয়ে যাওয়ার শুরু। বোলিং কোচ মরকেলের কথায়, 'হেড দুর্দান্ত ফর্মে। আজ স্মিথও অসাধারণ ব্যাটিং করল। ওরা দুইজনই বিশ্বমানের ব্যাটার। বড় ইনিংস খেলতে পারে, একথা আমাদের সবার জানা। কিন্তু আমরা ৫০-৮০ ওভার সময়ের মধ্যে নরম ও পুরোনো হয়ে যাওয়া বল সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারিনি। এই সময়টাতেই আমরা ম্যাচ থেকে অনেকটা পিছিয়ে গিয়েছি। আমাদের অনেক উন্নতি করতে হবে এখানে।' কিন্তু কবে, কীভাবে হবে উন্নতি? বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হাতছাড়া হয়ে গেলে? স্পষ্টভাবে কোনও জবাব মেলেনি মরকেলের থেকে। বরং তিনি বুমরাহকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গে তাঁর সতীর্থরা সাহায্য করতে না পারার বিষয়টি মেনে নিয়েছেন। মরকেলের কথায়, 'বুমরাহ আজ সকালের শুরুটা দারুণ করেছিল। প্রথম সেশনে তিনটি উইকেটও এসেছিল। কিন্তু তারপরই স্মিথ-হেডের পার্টনারশিপ সব পরিকল্পনা ঘেঁটে দিয়েছে। আসলে বুমরাহ যে চাপটা তৈরি করছে, বাকিরা তা ধরে রাখতে পারছে না।'

বোলিং ব্যর্থতার রকমারি অজুহাত। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ হিসেবে মরকেল কী করছেন, কৌশলে সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়েছেন তিনি। ভারতীয় দলের বোলিং কোচের কথায়, 'আকাশ দীপ দুর্দান্ত বোলিং করেছে। কিন্তু ওর দুর্ভাগ্য কোনও উইকেট পায়নি। মহম্মদ সিরাজও খারাপ করেনি। আপনারা যদি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন, দেখবেন নতুন বলটা আমাদের বোলাররা দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু বল একটু নরম ও পুরোনো হওয়ার পরই সেটা ব্যবহার করতে পারেনি। ফলে বুমরাহও একা পড়ে গিয়েছে।' ভারতীয় বোলারদের কোন জায়গায় উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে, মরকেল বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু কীভাবে সেই উন্নতি সম্ভব, তার দিশা দিতে পারেননি। তাছাড়া অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টের সময়ও একইভাবে বোলারদের দৈন্য দশা সামনে এসেছিল। গাব্বাতেও সেই একই অভ্যাস ধরে রেখেছেন সিরাজরা।

বুমরাহ ছাড়া বোলার কোথায়, প্রশ্ন শাস্ত্রীর

মেলবোর্নে হয়তো আমি রোহিতকে বিঁধলেন ভাজ্জি

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর শতরান পেয়ে স্টিভেন স্মিথ।

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর : পারথে ওয়াশিংটন সুন্দর। অ্যাডিলেডে রবিচন্দ্রন অশ্বীন। ব্রিসবেন টেস্টে রবীন্দ্র জাদেজা। স্পিন বিভাগে যেন 'রোটেশন পলিসি'। যা নিয়ে রোহিত শর্মাদের বিঁধলেন হরভজন সিং। মজার সুরে প্রাক্তন অফস্পিনারের শ্লেষ- 'মেলবোর্নে চতুর্থ টেস্টে জাদেজার জায়গায় হয়তো হরভজন!'

সোশ্যাল মিডিয়াতে আবার রোহিতের মুণ্ডুপাত চলছে। নেতৃত্ব থেকে সরানোর দাবিতে সরগরম নেটিজেনরা। পারথে জসপ্রীত বুমরাহর ইতিবাচক নেতৃত্ব প্রশংসা কুড়িয়েছে। পাশে রোহিতের একের পর এক ভুল পদক্ষেপ আগুনে ঘি ঢালছে।

এক ক্রিকেটপ্রেমী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, নেতৃত্বের দায়িত্বে উপযুক্ত নন রোহিত। ব্রিসবেনের ফলাফল যাইহোক না কেন, বাস্তব স্বীকার করে সরে যাক। অপর এক ভারতীয় ক্রিকেট অনুরাগীর মতে, টানা পাঁচটা টেস্ট হারতে চলেছে। অধিনায়ক রোহিতকে নিয়ে এবার ভাবা উচিত। কারওর মতে, ব্যাটে রান নেই। প্রভাব পড়ছে নেতৃত্বে। খেসারত দিচ্ছে দল।

গতকাল টসে জিতে রোহিতের ফিল্ডিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত সমালোচিত হয়েছিল। দাবি, মেঘলা আবহাওয়াতে ব্যাটিং করার ভয়েই নাকি নেতিবাচক পদক্ষেপ। ব্রিসবেনে প্রথমে ব্যাটিং সবসময় অ্যাডভান্টেজ। রবিবাসরীয় গাব্বায় ট্রাভিস হেডের ব্যাট যত চওড়া হয়েছে, স্টিভেন স্মিথ যত ছন্দে ফিরেছেন, প্রশ্নটা আরও জোরালো।

হেডের বিরুদ্ধে রোহিতের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে হরভজনের দাবি, 'ট্রাভিস হেডের মতো কেউ যখন ক্রিজে আসে, সেরা বোলারকে আক্রমণে আনা উচিত। যদিও জসপ্রীত বুমরাহর বদলে নীতীশ কুমার রেড্ডি, জাদেজাদের বল করিয়েছে রোহিত। এনিয়ে টানা তিন ইনিংসে হেডের বিরুদ্ধে ব্যর্থ বোলাররা। ইতিমধ্যে খেসারতও চুকোতে হয়েছে।'

স্পিনার-বাছাই প্রসঙ্গে হরভজন বলেছেন, 'প্রথম টেস্টে ওয়াশিংটন। দ্বিতীয় টেস্টে অশ্বীন। এখানে জাদেজা। প্রতি টেস্টে আলাদা আলাদা স্পিনার! এ তো স্পিনারদের ওপর অনাস্থা প্রকাশের শামিল। পরের মেলবোর্ন টেস্টে হয়তো খেলবেন হরভজন সিং!'

রবি শাস্ত্রী আবার তোপ দেগেছেন অতিরিক্ত বুমরাহ-নির্ভরতা নিয়ে। বলেছেন, 'প্রতি স্পেলে বল করবে এবং উইকেট এনে দেবে। বুমরাহর ওপর অতি-নির্ভরতাই সমস্যা। সিরিজ সবে মাঝপথে। এখনও মেলবোর্ন, সিডনি টেস্ট রয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, ভারতীয় দলে যেন একটাই বোলার- জসপ্রীত বুমরাহ। কিন্তু কতদিন এটা চলবে?'

সিরিজে এখনও পর্যন্ত ১৭ উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। গড় ১১.৫২। বাকি ভারতীয় বোলারদের সংগ্রহ ১৯ উইকেট। গড় ৪১.৬৮। যে পরিসংখ্যানে তফাত পরিষ্কার। বলার কথা, অ্যাডিলেডে হারের পর রোহিতও বাকি বোলারদের ওপর কার্যত অনাস্থা দেখিয়ে বলেও ফেলেন, 'দুইদিক থেকে তো বুমরাহকে বোলিং করাতে পারব না।'

হেডের বিরুদ্ধে সিরাজরা যে লাইন-লেংথে বল করেছেন, অবাক রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের যুক্তি, অফসাইডেই যদি বল রাখতে হয়, সেটাও ধারাবাহিকভাবে করতে হবে, ফিল্ডিংও সেইমতো সাজিয়ে। যদিও উলটোটা দেখা গিয়েছে। দুইদিকে বল করে হেডের কাজ আরও সহজ করে দিয়েছেন বোলাররা।

পজিটিভ মানসিকতাতেই বুমরাহর বিরুদ্ধে সফল : হেড

১৮ মাস পর শতরানে তৃপ্ত স্মিথ

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর : বারবার, লাগাতার!

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল, একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনাল, অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্ট, গাব্বায় চলতি টেস্ট- ভারতকে সামনে পেলেই একটু অন্যরকম হয়ে যান ট্রাভিস হেড। খুনে মেজাজে বিধ্বংসী ব্যাটিং করে টিম ইন্ডিয়াকে প্রথম ব্যাকফুটে ঠেলে দেন। পরে ম্যাচের দখল নিয়ে সেরার শিরোপা নিয়ে সামনে এগিয়ে যান। এভাবেই শেষ কয়েক বছর ধরে ভারতীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছেন হেড।

গাব্বায় আজ জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের বিরুদ্ধেও হেড তাঁর ছন্দ ধরে রেখেছেন। নিট ফল, ব্রিসবেন টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষেই ব্যাকফুটে রোহিত শর্মার ভারত। হেড শিকাপের ওষুধ এখনও অজানা বুমরাহ-সিরাজদের। কীভাবে তিনি টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে বারবার সফল হন? সতীর্থ স্টিভেন স্মিথের সঙ্গে ২৪১ রানের পার্টনারশিপ গড়ার পাশে নিজে মায়াবী শতরান করে তাঁর সাফল্যের মন্ত্র দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন হেড। বলেছেন, পজিটিভ মানসিকতার পাশে তাঁর ফরোয়ার্ড ডিফেন্সের কথা। হেডের কথায়, 'বুমরাহ দুর্দান্ত বোলার। ওর হাতে দারুণ বাউন্সার রয়েছে। উইকেট নেওয়ার বৈচিত্র্যে ভরা একাধিক ডেলিভারিও রয়েছে। ওর শুরুর স্পেলের সময় আমি ভাগ্যবান ছিলাম। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পজিটিভ মানসিকতা ও ফরোয়ার্ড ডিফেন্সে রদবদল করে ওকে সামলাই।' এখানেই থামেননি হেড। কীভাবে ভারতের বিরুদ্ধে এমন ধারাবাহিকতা দেখান তিনি, তার রহস্যও ফাঁস করেছেন। হেডের কথায়, 'ভারতের বিরুদ্ধে প্রায় নিয়মিতই খেলি আমরা। ওদের বিরুদ্ধে অতীতের বহু স্মৃতিও রয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে রান করতে পছন্দ করি। আসলে ভারতের বোলিংয়ে এত বৈচিত্র্য রয়েছে যে, ওদের বিরুদ্ধে রান করতে পারলে বাড়তি তৃপ্তি অনুভব করি।'

ব্রিসবেন টেস্টে হেডের দাপটের পাশে সমানভাবে প্রশংসিত হচ্ছে স্মিথের শতরানও। তাঁদের ২৪১ রানের পার্টনারশিপ টিম ইন্ডিয়াকে গাব্বায় অতল গহ্বরে ঠেলে দিয়েছে। ১৮ মাস পর শতরান করে স্মিথ নিজেও তৃপ্ত। শুধু তাই নয়, গাব্বা টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে স্মিথ শেষ তিন বছর ব্যাটার হিসেবে তিনি কতটা চাপে ছিলেন, সেকথাও তুলে ধরেছেন। সঙ্গে বদলে যাওয়া কোকাবুরা বলের কথাও জানিয়েছেন। স্মিথের কথায়, '২০২১ সালে কোকাবুরা বলে কিছু টেকনিকাল বদল হওয়ার পর এই বলে রান করা সত্যিই কঠিন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে শতরান করতে পেরে ভালো লাগছে। এই সেঞ্চুরি আরও বেশি স্পেশাল কারণ, ১৮ মাস পর শতরান পেলাম।' শেষ কয়েক বছরের মতো চলতি সিরিজেও রানের মধ্যে ছিলেন না স্মিথ। প্রবল সমালোচনার মুখেও পড়েছিলেন তিনি। ইনিংসের শুরুতে বুমরাহ-আকাশ দীপদের বিরুদ্ধে খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না তিনি। স্মিথের কথায়, 'ইনিংসের শুরুটা ভালো হয়নি আমার। কিন্তু তারপর ক্রমশ মানিয়ে নিয়েছি। হেড আমার কাজটা অনেক সহজ করে দিয়েছিল আগ্রাসী ব্যাটিং করে। আসলে কেরিয়ারের কঠিনতম তিন বছরের শেষে এমন চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে শতরান করতে পেরে দারুণ লাগছে। যদিও খেলার এখনও অনেক বাকি।' বুমরাহ, আকাশের বোলিংয়ের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে স্মিথের গলায়।

তুকতাক করতে বেল অদলবদল করেছিলেন মহম্মদ সিরাজ। সঙ্গে সঙ্গেই যা পুরোনো অবস্থানে ফিরিয়ে আনেন মার্নাস লাবুশেন। এর ঠিক পরের ওভারেই তিনি আউট হন।

অ্যাডিলেডেই ভারতের দুর্বলতা প্রকট হয়ে যায় : ইয়ান

ব্রিসবেন, ১৫ ডিসেম্বর : পারথে হার। অ্যাডিলেডে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন।

ইয়ান চ্যাপেল মনে করেন, গোলাপি বলের টেস্টে প্যাট কামিন্সরা জয়ের সঙ্গে ভারতীয় দলের দুর্বলতা সামনে এনে দিয়েছে। চলতি সিরিজে যা নির্ণায়ক। পাশাপাশি মনে করেন সিরিজে মহম্মদ সামির না থাকা ভারতের জন্য দুর্ভাগ্য। সামি, জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ-দারুণ পেস অ্যাটাক হত।

নিজের কলামে ইয়ান লিখেছেন, পারথে ভুলভ্রান্তি শুধরে নেওয়ার সুফল অ্যাডিলেডে পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। যশস্বী জয়সওয়ালকে আটকে দিয়ে শুরুতেই চাপ তৈরি করতে সক্ষম প্যাট কামিন্সরা। ভারতীয় ওপেনিং জুটি রান পেয়ে গেলে শক্তিশালী ভারতীয় মিডল অর্ডারের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত। কিন্তু অ্যাডিলেডে তা হতে দেয়নি অজি বোলাররা। এখনও পর্যন্ত সিরিজে ঋষভ পন্থের বিরুদ্ধেও কার্যকর পরিকল্পনা দেখা গিয়েছে।

ইয়ানের মতে, ঋষভরা নন, ভারতের মূল মাথাব্যথা অধিনায়ক রোহিত শর্মার ব্যাটিং ব্যর্থতা। ভারত আশায় মিডল অর্ডারেই রোহিত

সিরাজের ফাঁদে পা, অখুশি হেডেন

তাঁর পুরোনো ছন্দ ফিরে পাবে। তবে অ্যাডিলেডের পর সিরিজের সমীকরণ বদলে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া এখন এগিয়ে রয়েছে। ব্রিসবেনে ভারসাম্যে বদল ঘটে কিনা সেটাই দেখার। সিরিজের ফলাফলের ক্ষেত্রে চলতি টেস্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন ইয়ান।

ম্যাথু হেডেন আবার মার্নাস লাবুশেনকে নিয়ে অসন্তুষ্ট। আউটের আগের ওভারে উইকেটের বেল পরিবর্তন নিয়ে সিরাজের সঙ্গে অন্যরকম 'যুদ্ধ' চলে। সিরাজ কুসংস্কারবশত স্টাম্পের ওপরে রাখা বেল ঘুরিয়ে দেন। পালটা হিসেবে লাবুশেন বেলকে পুরোনো অবস্থানে ফেরান। কয়েক বল বাদে নীতীশকুমার রেড্ডির বলে আউট! হেডেনের দাবি, লাবুশেনের জায়গা তিনি থাকলে এসবকে পাত্তা দিতেন না। বোলারের দিকে তাকাবার প্রয়োজন মনে করতেন না।

সাইমন কাটিচ আবার হেডের সামনে দিশাহীন বোলিং নিয়ে সিরাজকে বিঁধলেন। প্রাক্তন অজি তারকার মতে, একদিকে ফিল্ডিং সাজিয়ে উলটো দিকে বোলিং করে গেছেন সিরাজ। বোবা-হাবার মতো বোলিং। মস্তিষ্কহীন ক্রিকেট।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **বর্ণালী,** মনে আছে আজ তোমার শুভ জন্মদিন (73)। জানি খুব ভালো আছো, ভালো থেকো - আবার দেখা হবে। - **ময়ূখ।**

কলকাতায় খেলা হরমনপ্রীতদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : দীর্ঘ ৩৮ বছর পর কলকাতায় আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচ হতে চলেছে। মার্চ মাসে হকি প্রো লিগ শেষ হওয়ার পর এই ম্যাচ আয়োজন করা হবে বলেই জানিয়েছেন হকি বেঙ্গলের সচিব ইস্তিয়াক আলি। তাঁর সঙ্গে হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি তায়েব ইকরা ও সচিব ভোলানাথ সিংয়ের এই বিষয়ে কথা হয়েছে। বাংলায় ইতিমধ্যে সল্টলেক ও ডুমুরজলাতে দুইটি হকি স্টেডিয়ামের নির্মাণ প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। ম্যাচটি সল্টলেকে নবনির্মিত হকি স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হবে। ১৯৮৬ সালে শেষবার মোহনবাগান মাঠে আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচ হয়েছিল।

এদিনের সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, ডুমুরজলাতে মহিলা হকি অ্যাকাডেমি ও সল্টলেকে পুরুষদের জন্য হকি অ্যাকাডেমি তৈরি করা হবে। এছাড়া ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ঐতিহ্যশালী বেটন কাপ শুরু করার কথা জানানো হয়েছে হকি বেঙ্গলের পক্ষ থেকে। এবারের বেটন কাপে বিদেশি দল খেলতে পারে। বেটন শেষ হলে ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে কলকাতা হকি প্রিমিয়ার লিগ শুরু হবে।

খেতাব রক্ষা কেবেডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : শীতের সকালে অনুষ্ঠিত হল টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা রোড রেস। এবার প্রতিযোগিতার আকর্ষণ ছিলেন প্যারিস অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী বেনসন কিপ্রুটো। অল্পের জন্য পোডিয়ামে উঠতে পারলেন না তিনি। শেষ করলেন চার নম্বরে।

খেতাব ধরে রাখতে পারলেন না ড্যানিয়ল এবানিও-ও। তিনি দ্বিতীয় হলেন। চ্যাম্পিয়ন ইথিওপিয়ার স্টিফেন কিসা। মহিলাদের

পারলেন না এবানিও

আন্তর্জাতিক এলিট বিভাগে খেতাব ধরে রাখলেন সুতুমে কেবেডে। এবারও তিনি চ্যাম্পিয়ন। ভারতীয় পুরুষদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন এশিয়ান গেমসে ব্রোঞ্জজয়ী গুলভির সিং। ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে প্রথম সঞ্জীবনী যাদব। দ্বিতীয় বাংলার লিলি দাস। প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক দূত হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ইংলিশ ফুটবলার সল ক্যাম্পবেল। ছিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ঝুলন গোস্বামী প্রতিযোগিতার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেও মহিলা প্রিমিয়ার লিগের নিলাম থাকায় তিনি উপস্থিত হতে পারেননি।

জেমিমার দাপটে জয় স্মৃতিদের

মুম্বই, ১৫ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের ধাক্কা সামলে ঘরের মাঠে জয়ে ফিরল ভারতীয় মহিলা দল। টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে তারা ৪৯ রানে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। জেমিমা রডরিগেজের (৩৫ বলে ৭৩) ব্যাটিং বিস্ফোরণে ভারত ৪ উইকেটে ১৯৩ রান করে। উমা ছেত্রীর (২৪) সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ভারতের শুরুটা ভালো করেছিলেন স্মৃতি মান্ধানা (৩৩ বলে ৫৪)। রিচা ঘোষ আউট হন ১৪ বলে ২০ রান নিয়ে। জবাবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৭ উইকেটে ১৫৪ রানে আটকে যায়। ভারতের সফলতম বোলার তিতাস সাধু (৩৭/৩)। কৃপণ বোলিংয়ে নজর কেড়েছেন দীপ্তি শর্মাও (২১/২)।

মুস্তাক আলিতে সেরা মুম্বই

বেঙ্গালুরু, ১৫ ডিসেম্বর : সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল মুম্বই। রবিবার ফাইনালে তারা ৫ উইকেটে হারিয়েছে মধ্যপ্রদেশকে। ব্যর্থ হয়ে যায় মধ্যপ্রদেশ অধিনায়ক রজত পাতিদার (৪০ বলে ৮১) বিধ্বংসী ব্যাটিং। প্রথমে মধ্যপ্রদেশ ৮ উইকেটে ১৭৪ রান করে। জবাবে মুম্বই ৫ উইকেটে ১৮০ রান তুলে নেয়। সূর্যকুমার যাদব ৪৮ ও আজিঙ্কা রাহানে ৩৬ রান করেন।

সাইতে সাইক্লিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : শরীর সুস্থ রাখতে সাইকেল চালান। এই বার্তা নিয়েই শুরু হচ্ছে ফিট ইন্ডিয়া সাইক্লিং। আগামী ১৭ জানুয়ারি দিল্লিতে যখন এর উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য তখনই স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া কলকাতা কেন্দ্রেও শুরু হবে এই সাইক্লিং। সকাল ৬.৩০ মিনিটে সাইয়ের প্রধান গেট থেকে শুরু হয়ে ৮ কিলোমিটার ঘুরে ফের সাইতেই শেষ। উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অলিম্পিয়ান সঞ্জয়কুমার রাই ও সুস্মিতা সিংহ রায়।

ধোঁয়াশা চলছে সামি নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : ব্রিসবেন টেস্টে ব্যাকফুটে টিম ইন্ডিয়া। দলের বোলিংয়ের বেহাল দশা। জসপ্রীত বুমরাহ একা লড়াই করছেন। সতীর্থরা তাঁকে সাহায্য দিতে পারছেন না।

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংয়ের পাশে বোলিংয়েরও বেহাল দশা সামনে আসার পর মহম্মদ সামিকে নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, বুমরাহর পাশে সামিকে প্রয়োজন ভারতের। কিন্তু তিনি কি আদৌ অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন? গতকালই আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য সামিকে রেখেই দল ঘোষণা করেছে বাংলা। ফলে মনে করা হচ্ছে, সামির মিশন অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাবনা কার্যত শেষ।

এমন পরিস্থিতির মধ্যেই আরও চমক হিসেবে সামনে এসেছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের একটি সিদ্ধান্ত। জানা গিয়েছে, দলের রিজার্ভ বোলারের তালিকায় থাকা বাংলার মুকেশ কুমারের পাশে নভদীপ সাইনি ও যশ দয়ালকে দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গৌতম গম্ভীররা। অথচ, চলতি গাব্বা টেস্টের পর এখনও সিরিজের দুইটি টেস্ট বাকি রয়েছে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে যশ-নভদীপ-মুকেশদের দেশে ফিরে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অথচ, সামিকে নিয়ে একটি শব্দও খরচ করা হয়নি। কেন এমন হল? ভারতীয় ক্রিকেটমহলের অন্দরের খবর, আপাতত বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে থাকা সামির হাঁটুর সমস্যা কিছুতেই মিটছে না। টানা কয়েক ওভার বোলিং করলেই তাঁর হাঁটু ফুলে যাচ্ছে। তাই সামিকে অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য বিবেচনা না করে আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে নির্ধারিত থাকা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ভাবা হচ্ছে বলে খবর। সবমিলিয়ে সামি নিয়ে রহস্য ক্রমশ জমাট বাঁধছে ভারতীয় ক্রিকেটে। যার শেষ কোথায়, সামি কবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবেন, কিছুই স্পষ্ট নয় এখনও।

দেশে ফিরছেন যশ-নভদীপ-মুকেশ

পয়েন্ট নষ্ট করেও খুশি লিভারপুল কোচ

ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে জয় ইউনাইটেডের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৫ ডিসেম্বর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয়ের রাস্তা আরও কঠিন হল ম্যাঞ্চেস্টার সিটির। রবিবার ঘরের মাঠে এগিয়ে গিয়েও ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে ১-২ গোলে তাদের হেরে ফিরতে হল। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ৩৬ মিনিটে সিটিকে জসকো ভার্ডিওল এগিয়ে দেন। ৮৮ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে সমতা ফেরান ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। এর ঠিক ১ মিনিট ৫৫ সেকেন্ড পর আমাদ ডিয়ালোর গোল ইউনাইটেডের ঘরে ৩ পয়েন্ট এনে দেয়।

গোলের পথে আমাদ ডিয়ালো।

শনিবার ফুলহামের বিরুদ্ধে দুইবার পিছিয়ে পড়েও ড্র করেছে লিভারপুল। তাও দশজনে খেলে। দলের এই পারফরমেন্সে খুশি লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। বলেছেন, 'জিরোনা ম্যাচে তিন পয়েন্ট এলেও দলের খেলায় খুশি হতে পারিনি। আর এদিন পয়েন্ট নষ্ট করলেও দল যেভাবে খেলেছে সেটা আমাকে খুশি করেছে।' একইসঙ্গে হোম ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করা নিয়ে চিন্তিত স্লট বলেছেন, 'ফুলহামের মতো দলের সঙ্গে নিজেদের মাঠে পয়েন্ট নষ্ট করা অপ্রত্যাশিত।'

১৭ মিনিটে অ্যান্ড্রু রবার্টসন লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার পর ১০ জনের লিভারপুল যে লড়াকু মানসিকতা নিয়ে খেলেছে তার প্রশংসা করেছেন স্লট। বলেছেন, এগিয়ে থাকাকালীন একজন লাল কার্ড দেখলে বাকি সময় রক্ষণে জোর দিয়ে ম্যাচ বের করে নেওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু এক গোলে পিছিয়ে থাকলে কাজটা কঠিন হয়ে যায়। আমরা সেই কঠিন কাজটাই করে দেখিয়েছি।' এদিন পরিবর্ত হিসাবে দিয়োগো জোটাকে নামিয়েই আসল চালটা দেন লিভারপুল কোচ। তাঁর গোলেই এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে লিভারপুল। অল রেডসের হয়ে অপর গোলটি কোডি গাকপোর করা।

দৃঢ়তাই সম্পদ, মত মেরিনার্স শিবিরের

খেলায় সন্তুষ্ট নন মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : সাংবাদিক সম্মেলন ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়ে সার কথাটা বলে গেলেন। কোচদের কখনও সন্তুষ্ট হতে নেই। হলে দলের উন্নতি থমকে যায়।

হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাকে জয়ের পর উচ্ছ্বসিত হতে শেষ কবে দেখা গিয়েছে? নিশ্চিতভাবেই মাথা চুলকোবেন সমর্থকরা। উত্তরটা কিন্তু খুব সহজ। শনিবার রাতেই ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজামাত্রই তিনি প্রবল আবেগে লাফিয়ে উঠে জড়িয়ে ধরলেন টম অ্যালড্রেডকে। সমর্থকরাই বা বলবেন কীভাবে? তাঁরাও তো তখন উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছেন হারা ম্যাচ থেকে তিন পয়েন্ট পেয়ে। না, মোলিনাকেও এতটা আবেগাপ্লুত হতে এর আগে সেভাবে দেখা যায়নি। সাংবাদিক সম্মেলনে এসেও খুশি লুকোতে পারলেন না। নিজে থেকেই বলে ফেলেন, 'অসাধারণ ম্যাচ, বলুন?' সত্যিই এক রোমাঞ্চকর থ্রিলার যেন। হারা ম্যাচ থেকে ৯৫ মিনিটে জয়ের গোল, তাও আবার এক ডিফেন্ডারের পা থেকে! এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে মারগাঁওতে কী হবে, তা সময়ই বলবে। তবে শনিবার রাতেই বড়দিনের বড় উপহার সমর্থকদের দিয়ে দিলেন জেমি ম্যাকলারেন-জেসন কামিংস-আলবার্তো রডরিগেজরা। যে জয়ের রাস্তা ৮০ মিনিটের পরিবর্তনে তৈরি করে দেন স্বয়ং কোচ।

যদিও এতকিছুর পরেও নিজের দলের খেলায় একেবারেই খুশি নন মোলিনা। তিনি স্বীকার করে নিলেন, 'ম্যাচের ফলে আমি খুশি। কিন্তু খেলায় নয়। একদমই ভালো খেলতে পারিনি আমরা। প্রচুর মিস পাস, ডিফেন্সের ভুল হয়েছে। দিনটা আমাদের ছিল না। সম্ভবত এই মরশুমের সবথেকে খারাপ ম্যাচ এটাই ছিল। কেরালা যথেষ্ট ভালো খেলেছে। ওরা প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছে। তবে শেষপর্যন্ত ছেলেরা যে হাল না ছেড়ে চেষ্টা করে গিয়েছে সেটাই আমাদের ইতিবাচক দিক। ছেলেরা নিজেদের চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখাতে পেরেছে বলেই তিন পয়েন্ট নিয়ে ফেরা সম্ভব হয়েছে।' অন্যতম গোলস্কোরার কামিংসও বললেন, 'হ্যাঁ, একেকটা দিন যায় যেদিন কিছুই ঠিক থাকে না। আমাদেরও এটা সেই রকমই দিন ছিল। কিন্তু আমরা ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত

উত্তেজক ম্যাচে জয় নিশ্চিত করে শুভাশিস বসু-আলবার্তো রডরিগেজরা।

> ম্যাচের ফলে আমি খুশি। কিন্তু খেলায় নয়। একদমই ভালো খেলতে পারিনি আমরা। প্রচুর মিস পাস, ডিফেন্সের ভুল হয়েছে। দিনটা আমাদের ছিল না। সম্ভবত এই মরশুমের সবথেকে খারাপ ম্যাচ এটাই ছিল। কেরালা যথেষ্ট ভালো খেলেছে। ওরা প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছে। তবে শেষপর্যন্ত ছেলেরা যে হাল না ছেড়ে চেষ্টা করে গিয়েছে সেটাই আমাদের ইতিবাচক দিক।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

হারি না। সেটাই এদিন কাজে লাগল।'

মোলিনা নিজেদের ভুল প্রসঙ্গে কেরালার গোল দুইটির কথা বলেন, 'ওদের দুইটি গোলই আমাদের ভুলে। এই রকম একেকটা দিন যায়। যেমন বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে আমরা সব ভুল করেছিলাম কিন্তু শোধরাতে পারিনি। কিন্তু এদিন পারলাম ত্রুটিগুলো ক্রমাগত শুধরে নিতে পারায়। আমার ছেলেদের উপর আস্থা আছে। ওরা আরও ভাল খেলবে।' তিনি আলাদা করে আলবার্তো ও আশিক কুরুনিয়নের প্রসংশা করে বলেন, 'দুর্দান্ত ফিনিশ করে অ্যালবার্তো আমাদের সবাইকে চমকে দিয়েছে। আশিকও খুব ভালো খেলেছে অল্প সময় মাঠে নেমেই। ওর গতি অসম্ভব ভালো। দুইটি ক্রসই অসাধারণ রেখেছে। তবে ও একটু চোটপ্রবণ বলে ওকে একটু বুঝেশুনে ব্যবহার করতে হয়। দিমি আর ম্যাকলারেনও খুব ভালো খেলেছে।' তিনি সাহাল আব্দুল সামাদ, আপুইয়া, মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসোদেরও নাম করেন আলাদা করে।

তবু তিনি পুরোপুরি খুশি নন। তাঁর বক্তব্য, 'কোচ সন্তুষ্ট হলে ছেলেরা উন্নতি করবে কীভাবে?' হয়তো এই আত্মতুষ্টি না আসা ও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানসিকতাই এই দলের বড় অস্ত্র। যা দিয়ে তারা ঘায়েল করে চলেছে পরপর প্রতিপক্ষকে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে হারের পর থেকে টানা অপরাজিত মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মাঝে একটা ওডিশা এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র ছাড়া সাত ম্যাচে জয় লিগের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে দিল মোহনবাগানকে।

বাগানকে শুভেচ্ছা বৌমৌসের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : কলকাতাকে ভুলতে পারছেন না হুগো বৌমৌস। তাই ওড়িশা এফসি-কে জিতিয়েও তাঁর মুখে শুধুই কলকাতা ও এখানকার দলগুলির কথা।

তাঁর গোলেই জয়। স্বাভাবিকভাবেই চোখমুখে খুশি ধরা পড়ছিল। ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের পর তাঁর মানবিক দিকটাও ধরা পড়ে যখন স্বদেশীয় মাদিহ তালালকে সিঁড়ি দিয়ে টানেলে নামতে সাহায্য করেন। তিনি এই রকমই। নিজের মেজাজে থাকতে পছন্দ করেন। মিক্সড জোনে অবশ্য তাঁর কলকাতা বা বলা ভালো মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের প্রতি ভালোবাসাই ধরা পড়ল যখন শুভেচ্ছা জানিয়ে বলে গেলেন, 'মোহনবাগান আমার পুরোনো ক্লাব। ওদের জন্য আবেগ আছে। মোহনবাগানকে শুভেচ্ছা লিগে ভালো করার জন্য। এমনিতেও ওরা এক নম্বরেই আছে।' সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে ইস্টবেঙ্গলের বিপক্ষে বহুবার খেলেছেন। তবে মোহনবাগান তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার পর এই প্রথম কলকাতায় খেললেন। বৌমৌসের মন্তব্য, 'মোহনবাগানের হয়ে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারছিলাম আমরা কীভাবে ম্যাচ বার করতে পারি। এর আগে বহুবার খেলেছি বলে এখানকার পরিবেশ-দর্শক-মাঠ সবকিছু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। তবে মোহনবাগান ছাড়ার পর কলকাতায় এটাই আমার প্রথম ম্যাচ।' ম্যাচ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ইস্টবেঙ্গল বেশ ভালো খেলছিল। এবার এমনিতেই ওদের দলটা বেশ ভালো। কোচও খুব সুন্দর পরিচালনা করছেন। ১০ জন হয়ে যাওয়ার পরও লড়েছে। আমাদের কাছে কঠিনই ছিল ম্যাচটা। তবে শেষপর্যন্ত জিততে পেরে খুশি।'

শুধু দুই প্রধানই নয়, বৌমৌসের মুখে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কথাও। কলকাতার তৃতীয় প্রধান প্রসঙ্গে এই ফরাসি-মরোক্কান মিডিওর মন্তব্য, 'মহমেডান যে খারাপ খেলছে তা কিন্তু নয়। বেশ ভালো ভালো ফুটবলারও আছে। কিন্তু ওদের অভিজ্ঞতার অভাব জিততে দিচ্ছে না।' তাঁর যাবতীয় বক্তব্যেই পরিস্কার কলকাতা নিয়ে এখনও বৌমৌসের হৃদয়ে।

দশজনে লড়ে হার মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০ মুম্বই সিটি এফসি-১ (বিক্রম প্রতাপ)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব আর কবে জিতবে? মুম্বই সিটি এফসি-র কাছে ঘরের মাঠেও পরাজয়। তবে তফাতটা হল আগের ম্যাচগুলিতে একপ্রকার আত্মসমর্পণ করেছিল, এদিন কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়ে গেল। দশজনে হয়ে যাওয়ার পর বাড়তি তাগিদ দেখা গেল অ্যালেক্সিস গোমেজ, কার্লোস ফ্রাঙ্কাদের মধ্যে। আসলে কোচ পরিবর্তনের আবহাওয়া তৈরি হওয়ার পাশাপাশি জানুয়ারিতে দলে বড়সড়ো পরিবর্তন আসছে এটা বুঝতে পেরেছেন ফুটবলাররা। তাই দলে টিকে থাকার জন্য এদিন নিজেদেরকে ছাপিয়ে গেলেন।

ম্যাচের শুরু থেকেই দুই দল কিছুটা ঢিমেতালে শুরু করেছিল। গতবারের আইএসএল কাপ জয়ী মুম্বই দলের একাধিক ফুটবলার চলে যাওয়ায় দলটাকে ছন্দে দেখা যাচ্ছে না। তাও প্রথম গোলের সুযোগ পেয়েছিল মুম্বই। ১৬ মিনিটে গোলকিপার ভাস্কর রায়ের মিসপাস ধরে প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন লালিয়ানজুয়ালা ছাংতে। মহমেডানের প্রথম পজিটিভ মুভ ২২ মিনিটে। পেনাল্টি বক্সের মধ্যে লালরেমসাঙ্গা ফানাইয়ের বাড়ানো বলে পা ছোঁয়াতে ব্যর্থ হন ফ্রাঙ্কা। ৩৫ মিনিটে ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজকে ফাউল করে লাল কার্ড দেখে দলকে বিপদে ফেলে দেন মহম্মদ ইরশাদ। এখানকার ফুটবলারদের মধ্যে দলের প্রতি দায়বদ্ধতার অভাবের চূড়ান্ত নিদর্শন তিনি। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ার পর তাঁকে দেখা গেল হাসিমুখে নিজের পরিবারের সঙ্গে ভিআইপি গ্যালারিতে সময় কাটাতে। ইরশাদ উঠে যাওয়ার পর রক্ষণ সামলাতে মাকান চোটেকে তুলে অমরজিৎ সিং কিয়ামকে মাঠে নামান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ।

গোলের পর বিক্রম প্রতাপ সিং

একমাত্র গোল ৪৯ মিনিটে। নাথান রডরিগেজের শট জোহেরলিয়ানার পায়ে লেগে ভাস্করের কাছে গেলে তিনি বল ফিস্ট করে বিক্রম প্রতাপ সিংয়ের সামনে ফেলেন। গোল করতে কোনও ভুল হয়নি তাঁর। এর মিনিট তিনেক পরে কর্নার থেকে পাওয়া বলে বিক্রমের শট কোনক্রমে বাঁচান ভাস্কর। ৫৪ মিনিটে ইয়োয়েল ভ্যান নিফের দূরপাল্লার শট বাঁচিয়ে দেন উত্তরবঙ্গের এই ছেলেটি। গোল খাওয়ার পরে অবশ্য হাল ছাড়েনি মহমেডান। এদিন একটা ভালো স্ট্রাইকার থাকলে ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট নিতে পারতেন তারা।

মহমেডান : ভাস্কর, জুইডিকা, ফ্লোরেন্ট, জোহেরলিয়ানা, কাশিমভ, আদিঙ্গা, ইরশাদ, গোমেজ, রেমসাঙ্গা (বিকাশ), মাকান (অমরজিৎ), ফ্রাঙ্কা।

ভায়োকানোর সঙ্গে ড্র রিয়ালের

মাদ্রিদ, ১৫ ডিসেম্বর : লিগ শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু অ্যাওয়ে ম্যাচে রায়ো ভায়োকানোর সঙ্গে ড্র করে দ্বিতীয় স্থানেই থেকে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। এমবাপে সহ প্রথম একাদশের সাতজন খেলোয়াড়কে ছাড়াই এই ম্যাচে নেমেছিল কার্লো আন্সেলোত্তির ছেলেরা। ৩৬ মিনিটের মধ্যে উনাই লোপেজ ও আবদুল মুনিমের গোলে পিছিয়ে পড়ে লস ব্লাঙ্কোসরা। তবে ৩৯ মিনিটে ফেডেরিকো ভালভের্দে ও ৪৫ মিনিটে জুডে বেলিংহাম গোল করে দলকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৬ মিনিটে রিয়ালকে এগিয়ে দেন রডরিগো। তবে ৬৪ মিনিটে পালাজোনের গোলে সমতায় ফেরে রায়ো ভায়কানো।

ম্যাচের পর কোচ আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'এদিন আমরা বেশ কয়েকটি ভুল করেছি। না হলে ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিততাম। ডিফেন্সে অরিলিয়েন চৌয়ামেনি ও অ্যান্টোনিও রুডিগার বেশ নির্ভরতা দিয়েছে। তবে ফুলব্যাকরা সেভাবে এদিন ছন্দে ছিল না।' তিনি আরও যোগ করেন, 'এদিন কিলিয়ান এমবাপে সহ সাতজন প্রথম একাদশের খেলোয়াড় ছিল না। পরিবর্তে যারা মাঠে নেমেছিল, দুরন্ত পারফরমেন্স উপহার দিয়েছে। এমবাপেরা ফিরে আসলে দল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।' ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্তরূপে মাঠে নেমেছিলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। তাঁর পারফরমেন্সে খুশি আন্সেলোত্তি। তিনি বলেছেন, 'ভিনি ভালো খেলেছে। বেশ কয়েকবার গোল করার চেষ্টাও করেছে।' এই ড্রয়ের সুবাদে ১৭ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট পেয়েছে রিয়াল। সমসংখ্যক ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগশীর্ষে বার্সেলোনা।

নাম না করেও বোঝালেন ধোনির প্রতি ক্ষোভ যায়নি এখনও

স্টেডিয়াম চাই, প্রস্তাব ফের পাঠাতে বললেন মনোজ

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ১৫ ডিসেম্বর : জাতীয় দলের হয়ে শেষ খেলেছেন ২০১৫ সালের ১০ জুলাই। আইপিএলে শেষ ম্যাচ ২০১৮ সালে। তারপরও বাংলার অন্যতম সেরা ব্যাটার মনোজ তিওয়ারির জনপ্রিয়তা এতটুকু কমেনি। দুইদিনের শিলিগুড়ি সফরে আসা মনোজকে রবিবার সকালে মাল্লাগুড়ির একটি হোটেলে সংবর্ধনা দেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তারা। সেখানেই সদ্য বিবাহিত তরুণী বরকে নিয়ে তাঁর সামনে হাজির হয়ে যান সেলফি নিতে। এই সময় তাঁকে যতটা সাবলীল লাগছিল ঠিক ততটাই অস্বাচ্ছন্দ্য লাগল শিলিগুড়িতে ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কথা শুনে। সঙ্গে অবাক করে দুইবারের রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ জানালেন এখনও তিনি জানেন না কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে কেন ক্রিকেট বন্ধ।

ক্রিকেট স্টেডিয়াম নিয়ে মনোজ বলেছেন, 'লিখিত প্রস্তাব পাঠাতে হবে। সেই কপি আমাকে দিলে এই ব্যাপারে এগোতে পারব। মন্ত্রীসভায় আমার সিনিয়ার অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলতে হবে। প্রতিটি বিষয়ের একটি প্রক্রিয়া আছে।'

পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা অবশ্য বলেছেন, 'শিলিগুড়ি ক্রিকেট লাভার্স অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনবার শহরে স্টেডিয়াম চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। একবার উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি মারফত, দ্বিতীয়বার গৌতম দেব পর্যটনমন্ত্রী থাকার সময় তাঁর মাধ্যমে, আরেকবার রবীন্দ্রনাথ ঘোষ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী থাকাকালীন। মেয়র গৌতম দেব ও পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামীর সঙ্গে আলোচনা করে মনোজ তিওয়ারি কথা মতো আবারও স্টেডিয়ামের জন্য আবেদন করব।'

১০ বছর ধরে কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন থেকে ফুটবলের কারণে ক্রিকেট নির্বাসিত।

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে সংবর্ধনা মনোজ তিওয়ারিকে। রবিবার।

তারপরও এদিন মনোজ বলেছেন, 'কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ক্রিকেট কেন বন্ধ তা জানতে আমি তদন্ত চাইব।' আশ্চর্য তিনিও কম হননি। যখন শুনলেন চাঁদমণি মাঠ, যেখানে এখন প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগ চলছে, সেই মাঠে একটা সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের সম্ভাবনা দেখেছিলেন তৎকালীন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সেখানে এখন অবশ্য ক্রীড়া পরিষদ প্রথম ডিভিশন লিগের খেলোয়াড়দের জলের চাহিদা মেটাতেই হিমশিম খাচ্ছে। এক্ষেত্রে মনোজ তিওয়ারির যুক্তি অবশ্য অদ্ভুত। বলেছেন, 'সৌরভের এই দর্শন ছিল ভারতীয় অধিনায়ক হিসেবে, রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে নয়।' তবে ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, স্টেডিয়ামের দাবির সঙ্গে সৌরভের এই সার্টিফিকেটও জুড়ে দেওয়ার। সেই সঙ্গে শিলিগুড়ির ছেলে ঋদ্ধিমান সাহার কোনও প্রস্তাব থাকলে সেটা জুড়ে দিলে আবেদনের জোর বাড়বে।

কিন্তু মনোজের দীর্ঘদিনের সতীর্থ ঋদ্ধি কি কখনও তাঁর কাছে শিলিগুড়িতে স্টেডিয়ামের আবদার করেছেন? ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর উত্তর, 'নিয়মিত আমাদের কথা হয় না। গত বছর পর্যন্ত ও আইপিএল নিয়ে ব্যস্ত ছিল।'

নিজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ার প্রত্যাশিত উচ্চতায় না ওঠার জন্য মহেন্দ্র সিং ধোনির ওপর তাঁর ক্ষোভ যে এখনও যায়নি সেটা নাম না করে আরও একবার বুঝিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শতরান করে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হওয়ার পর ১৪ ম্যাচ জাতীয় দলে সুযোগ পাইনি। এরপর আবার যখন ডাক পেলাম ৪ উইকেট নিয়েছি, ৬৫ রান করেছি। তারপর তো বাতিলই করে দেওয়া হল। তাই অন্যায় দেখলে, কারও প্রতি অন্যায় হলে আমি প্রতিবাদ জানাই। এজন্যেই হয়তো অনেকে আমাকে ঝগড়ুটে ভেবে ফেলে।'

তাঁর এই প্রতিবাদী চরিত্রের কোনও সুবিধা কি শিলিগুড়ির ক্রিকেট পাবে?

মুম্বইয়ের সিমরন শেখ খেলবেন গুজরাট জায়েন্টসে।

ডব্লিউপিএলে কোটিপতি বস্তির মেয়ে সিমরন

মুম্বই, ১৫ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) অখ্যাতদের কোটিপতি হওয়ার অনেক উদাহরণ রয়েছে। এবার মুম্বইয়ের ধারাভির বস্তি থেকে উঠে আসা সিমরন শেখ মহিলাদের আইপিএলে কোটিপতি বনে গেলেন। রবিবার ছিল ডব্লিউপিএলের মিনি নিলাম। যেখানে দিল্লি ক্যাপিটালসকে টপকে ১০ লক্ষের বেস প্রাইসে থাকা সিমরনকে গুজরাট জায়েন্টস ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকায় কিনে নেয়। শৈশবে পার্কে ক্রিকেট খেলার জন্য সিমরনকে অনেক তিরস্কার শুনতে হয়েছিল। এদিনের পর ২২ বছরের সিমরনই 'টক অফ দ্য টাউন' হয়ে উঠেছেন। গত বছর ইউপি ওয়ারিয়র্সের হয়ে ডব্লিউপিএলে অভিষেক হয়েছিল সিমরনের। যদিও ইউপি এবারের রিটেনশন তালিকায় সিমরানকে রাখেনি। এদিন বেঙ্গালুরুতে নিলাম টেবিলে উঠতেই ভাগ্য বদলে গেল সিমরনের।

নিলামে চমকে দিয়েছেন তামিলনাড়ুর ১৬ বছরের অলরাউন্ডার জি কমলিনীও। তাঁকে ১.৬ কোটিতে তুলে নেয় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। অক্টোবরে মহিলাদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি২০-তে ৮ ম্যাচে ৩১১ করে কমলিনী তামিলনাড়ুর খেতাব জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। টুর্নামেন্টে ১০টি ছক্কা মারা কমলিনীর বিস্ফোরক ব্যাটিং আলোচনায় এসেছিল।

হেক্টরকে খেলানোর চেষ্টা পাঞ্জাব ম্যাচে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর : পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের আগে বেকায়দায় ইস্টবেঙ্গল। ঝুঁকি নিয়েই হেক্টর ইউস্তেকে খেলানোর চেষ্টা লাল-হলুদ থিংকট্যাংকের। রবিবার হালকা অনুশীলন করতে দেখা গেল হেক্টরকে। তবে এদিন মাঠে এলেও মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। মাঠের ধারেই গা ঘামান তিনি। এই পরিস্থিতিতে রিজার্ভ দলের দুই ফুটবলারকে ডাকা হয়েছে সিনিয়ার দলের অনুশীলনে। যা পরিস্থিতি মাঝমাঠে সৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারেন শ্যামল বেসরা। এছাড়া আক্রমণে ক্লেইটন সিলভার সঙ্গে পিভি বিষ্ণু ও দুই প্রান্তে নাওরেম মহেশ সিং এবং নন্দকুমার শেখরের খেলার সম্ভাবনাই বেশি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা শ্যাম সারেন - কে

18.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99K 85346 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে জানাই এমন একটি প্রকল্প পরিচালনা করার জন্য যা সাধারণ মানুষকে কোটিপতিতে পরিণত করে। ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের পর আমার আনন্দ সীমাহীন বৃদ্ধি পেয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।